ভলতের ও ভারত

শুঙ্কর দাশগুপ্ত

জ্ঞানালোকের দার্শনিকদের 'অন্যের' সম্পর্কে আগ্রহ

জ্ঞানলোকের শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিকরা সাধারণভাবে ধর্মীয় ও জাতিগত সংকীর্ণতার বিরোধী ছিলেন। তাঁরাই সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম প্রবক্তা। ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণ — এই বিশ্লেষণও এই দার্শনিকদের। এই সব নতুন ধারণা তাঁদের যুক্তিবাদী মুক্ত চিন্তার পরিচায়ক। ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক খ্রিস্টধর্মাশ্রিত সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে দেওয়াটাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মনোযোগ দেখিয়েছেন। অনুবাদ-সাহিত্য, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এবং খ্রিস্টধর্ম-প্রচারকদের বিবরণ থেকে তাঁরা তথ্য আহরণ করেছিলেন। এই আহৃত তথ্যসমূহকে যুক্তির দ্বারা বিচার ও. মাধ্যমে তাঁরা প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ও জনগোষ্ঠীর সভ্যতা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি করতে চেয়েছেন। প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে ধারণার অস্পষ্টতা, তথ্যের অপ্রতুলতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংজ্ঞাপন তথা বিনিময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে এই দার্শনিকদের প্রাচ্য সম্পর্কে চিন্তা, মতামত বা সিদ্ধান্ত আজকের যুগে এসে অনেক ক্ষেত্রেই অবাস্তব বা ভ্রান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল আপেক্ষিকভাবে সংস্কারমুক্ত মানসিকতার প্রকাশ এবং সেই মানসিকতার দ্বারা 'অন্যের' (বনাম 'আমরা'/'আমাদের') সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে মনোযোগ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং পরিগ্রহণ।

অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দার্শনিকদের প্রাচ্যের প্রতি মনোযোগ

অন্যদিক থেকে বলা যায়, অষ্টাদশ শতকে ফরাসি দার্শনিকদের প্রাচ্যের প্রতি মনোযোগ বা আগ্রহের কারণ একাধারে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক। ঐতিহাসিক, কেননা প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌঁছানোর সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে পশ্চিম ইয়োরোপের একাধিক জাতি প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিক আধিপত্য এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব এবং পরিণামে ঔপনিবেশিক অধিকার বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। অষ্টাদশ শতকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সম্পর্ক শিক্ষিত ইয়োরোপীয়দের মনে প্রাচ্যের নানান দেশ ও দেশবাসীর জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করে। এই কৌতূহলকে পরিপুষ্ট ও তৃপ্ত করছিল বিভিন্ন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অনুবাদ ('সহস্র এক রজনী', 'পারস্য উপন্যাস', 'পঞ্চতন্ত্র' ইত্যাদি), ভ্রমণ-বৃত্তান্ত [বের্নিয়ে[১] (Bernier), তাভের্নিয়ে[২] (Tavernier), শার্দ্যাঁ[৩] (Chardin), শাল[৪] (Chale), তেভ্নো[৫] (Thévenot) ইত্যাদির ভ্রমণ-কাহিনি], প্রাচ্যের পরিবেশ ও পাত্র-পাত্রীর সমাহারে কল্পিত উপাখ্যান ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত এরকম কয়েক শ রচনার সন্ধান পাওয়া যায়; মোঁতেস্কিয়্যো[৬]-র (Montesquieu) 'পারসিক পত্র' (লেৎর্ পের্সান/Lettres persanes, ১৭২১, ভলতের-এর 'জাদিগ' বা আরো কডেকটি উপাখ্যান কাহিনি-সংস্থানের বিচারে এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং বিভিন্ন খ্রিষ্টধর্ম-প্রচারক পাদ্রিদের বিবরণ [ওলন্দাজ পাদ্রি রজের[৭]-এর (Roger) দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে বিবরণ, কির্চের[৮] (Kircher) ও দ্যু আল্দ[৯]-এর (du Halde) চিন সম্পর্কে রচনা ইত্যাদি]।

এবার দার্শনিক কারণ প্রসঙ্গে আসা যায়। 'অন্যকে' জানা বা বোঝার মাধ্যমে সচেতনভাবে 'নিজেকে' জানা বা বোঝা, 'অন্যের' আয়নায় 'নিজেকে' পর্যবেক্ষণ করা ও যথার্থভাবে চেনা — দার্শনিকরা এই পদ্ধতিগত যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আপেক্ষিকভাবে পরিচিত প্রাচ্যকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অভীষ্ট ছিল খ্রিস্টধর্মীয় জগতের বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের প্রচার। আর এই সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদের লক্ষ্য ছিল খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের কাছে ধর্মান্ধ আত্মসমর্পণ থেকে, ইয়োরোপকেন্দ্রিক কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্তি। দার্শনিকরা চেয়েছিলেন ধর্মের 'অলৌকিকতার আলোর' পরিবর্তে মানবিকতাবাদী 'যুক্তির আলোকে' প্রতিষ্ঠিত করতে।

ভারত প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিশাল এক জনবহুল দেশ। বাণিজ্যিক সম্ভাবনার কারণে এই দেশ ইয়োরোপের উপনিবেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারকামী দেশগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে বৈচিত্র্য এবং সমৃদ্ধির জন্য এই দেশ ইয়োরোপীয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। অষ্টাদশ শতকের ফরাসি দার্শনিকদের কেউ কেউ ভারত সম্পর্কে আগ্রহী ও মনোযোগী

হয়ে উঠেছিলেন। বাইবেল-নির্দিষ্ট বাইবেল-নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা ও জনগোষ্ঠীর বাইরে, বাইবেল-এর কালানুক্রমের বাইরে খ্রিস্টীয় পাশ্চাত্যের (অর্থাৎ 'আমরা'/'আমাদের') বিপ্রতীপ ভারতকে/প্রাচ্যকে ('ওরা'/'ওদের') এঁরা বেছে নিলেন। এর মধ্যেও ছিল 'আমরা' বনাম 'অন্যেরা'/'ওরা' = 'সভ্যতা' বনাম 'বর্বরতা' — এই সরল সমীকরণকে নাকচ করার মনোভাব।

অষ্টাদশ শতকের জ্ঞানালোকের ফরাসি দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা ভারত সম্পর্কে মনোযোগ দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মোঁতেস্কিয়্যো, ভলতের, দিদরো[১০] (Diderot), জোকুর[১১] (Jaucourt) এবং আবে রেইনাল[১২] (abbé Raynal)। মোঁতেস্কিয়্যো-র ভারত সম্পর্কে আলাদা কোনো বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এই দেশ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রমাত্মক। তাঁর 'পারসিক পত্রে' প্রাচ্য সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিছু মন্তব্য রয়েছে, জন্মান্তরের ধারণা ও সহমরণ বিষয়ে তির্যক কৌতুক করা হয়েছে। তাঁর 'আইনের তাৎপর্য' (এস্প্রি দে লোয়া/Esprit des Lois, ১৭৪৮) গ্রন্থে প্রধানত এশিয়ার বিভিন্ন জাতির চরিত্র ও রীতিনীতির দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে মোঁতেস্কিয়্যো তাঁর 'জলবায়ু সম্পর্কিত তত্ত্ব' অর্থাৎ জলবায়ু মানুষের চরিত্র তথা তার ইতিহাস ও সমাজজীবনের নির্ধারক — এই তত্ত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ভারতীয়দের অনেক রীতিনীতির সঙ্গে বহুবিবাহ বা চারিত্রিক কাপুরুষতা উষ্ণ জলবায়ুর ফল বলে তাঁর ধারণা ছিল। ভারতীয়দের বিভিন্ন 'বীভৎস অনুষ্ঠান' ও 'বর্বর কৃচ্ছসাধনের' নিন্দা করলেও তিনি তাদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রশস্তি করেছেন। তাঁর মতে সাধারণভাবে, Le peuple des Indes... est doux, tendre et compatissant...[১৩] [ভারতবর্ষের মানুষ মধুর ও কমনীয় স্বভাবের তথা সহানুভূতিশীল]।

দিদরো এবং দালঁবের[১৪] সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে' ভারত সম্পর্কে প্রধান নিবন্ধ INDE, l' (Géog. anc. & moderne) [ভারত (প্রাচীন ও আধুনিক ভূগোল)], জোকুর-এর লেখা। নিবন্ধের বেশির ভাগ তথ্য স্পষ্টভাবে ভলতের-এর রচনা থেকে আহৃত। পরিসমাপ্তিতে জোকুর মন্তব্য করেছেন:

> En un mot, comme le dit l'historien philosophe de ce siècle, nourris des productions de leurs terres, vêtus de leurs étoffes, éclairés dans le calcul par les chiffres qu'ils ont trouvés, instruits même par leurs anciennes fables, amusés par les jeux qu'ils ont inventés, nous leur devons des sentiments d'intérêt; d'amour, et de reconnaissance.
>
> [এক কথায়, শতব্দীর দার্শনিক-ঐতিহাসিক যেভাবে বলেছেন, তাদের ভূমির ফসলে পরিপুষ্ট, তাদের কাপড়ে বস্ত্রাবৃত, তাদের সংখ্যায় গণনায় আলোক-প্রাপ্ত, এমন কী তাদের প্রাচীন নীতিকথায় শিক্ষিত, তাদের উদ্ভাবিত ক্রীড়ায় বিনোদিত হয়ে তাদের প্রতি আগ্রহ, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতার বোধ থাকাটাই হল আমাদের কর্তব্য।[১৫]]

'বিশ্বকোষে' ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত জোকুর-এর লেখা অন্য নিবন্ধগুলি হল: 'ফরাসি ভারতীয়

কোম্পানি' [Indes (Compagnie françoise des)], 'ওলন্দাজ. ভারতীয় কোম্পানি' [Indes (Compagnie hollondaise des)], ডেনমার্কে... পূর্বভারতীয় কোম্পানি' [Indes orientales (Compagnie des...en Danemark)]।

'বিশ্বকোষে' 'ভারতীয়দের দর্শন' [Indiens (Philosophie des)], 'এশিয়াবাসীদের দর্শন' [Asiatiques (Philosophie des)], 'ব্রাহ্মণ' (Brachmanes), ব্রামিন (Bramine) এবং 'মালাবারবাসীদের দর্শন [Malabares (Philosophie des)] দিদরো-র নিজের লেখা। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে দিদরো-র নিবন্ধের শুরুতে রয়েছে,

> On prétend que la Philosophie a passé de la Chaldée et de la Perse aux Indes. Quoi qu'il en soit, les peuples de cette contrée étaient en si grande réputation de sagesse parmi les Grecs, que leurs philosophes n'ont pas dédaigné de les visiter. Pythagore, Démocrite, Anaxarque, Pyrrhon, Apollonius et d'autres, firent le voyage des Indes, et allèrent converser avec les brachmanes ou gymnosophistes indiens.
>
> [লোকে দাবি করে, ভারতে দর্শন গেছে ক্যাল্ডিয়া আর পারস্য থেকে। তা যাই হোক না কেন এই দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রজ্ঞার খ্যাতি গ্রিকদের মধ্যে এমনই বিপুল ছিল যে তাদের দার্শনিকরা ঐ মানুষগুলির সঙ্গে দেখা করতে অবহেলা করেন নি। পিথাগোরাস, ডিমক্রিটাস, অ্যানাকজাগোরাস, পিরো, অ্যাপলোনিয়াস এবং আরো অনেকে ভারতে ভ্রমণ করেছেন আর ভারতীয় ব্রাহ্মণ আর যোগীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছেন।[১৬]]

বোঝা যায় ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্বোল্লিখত নিবন্ধগুলি রচনার জন্য —দিদরো পূর্ববর্তী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। দিদরো-র বিভিন্ন মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারত বা ভারতীয়দের প্রতি তাঁর সে অর্থে কোনো গভীর মনোযোগ বা আগ্রহ ছিল না। ভলতের-এর 'আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি' (Les Lettres d'Amabed, etc.) উপন্যাসের সমালোচনায় দিদরো মন্তব্য করেছিলেন, 'Je n'aime pas la religion, mais je ne la hais pas assez pour trouver cela bon.' [ধর্মে আমার মতি নেই, তবে ধর্মকে আমি ততটা ঘৃণা করি না যাতে এই রচনাকে ভালো বলতে পারি[১৭]]। দিদরো এখানে ধর্ম বলতে স্পষ্টতই খ্রিস্টধর্মকে বুঝিয়েছেন। আসলে ভলতের কর্তৃক ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে 'ইয়োরোপীয়' খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ দিদরোকে অসন্তুষ্ট করেছিল। দিদরোও শেষ পর্যন্ত ইয়োরোপীয় ধর্ম এবং সংস্কারের তীব্র সমালোচনায় অস্বস্তি বোধ করেছেন। স্মরণীয় প্রধানত দিদরো-র তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষে' ভারতীয়দের সম্পর্কে প্রায়শ ইয়োরোপের খ্রিস্টধর্মীয় মানদণ্ডে নিন্দার্হ 'মূর্তি-উপাসক' (ফ. ইদোলাৎর/idolâtre, ইং. আইডোলেটার/idolater) বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে। তবু বলা যায়, 'বিশ্বকোষে' ভারত সম্পর্কে নিজের রচিত নিবন্ধগুলিতে দিদরো তাঁর সংগৃহীত তথ্যসমূহ যুক্তিবাদী তন্ময় দৃষ্টিতে উপস্থাপিত ও বিশ্লেষণ করেছেন।

আবে রেইনাল-এর নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন যাজক। জ্ঞানালোকের চর্চার কারণে যুক্তিবাদী দার্শনিক হতে গিয়ে তিনি যাজকবৃত্তি পরিত্যাগ করেন। ১৭৭০ সালে আমেস্টেরডাম থেকে তাঁর 'দুই ভারতে'[১৮] ইয়োরোপীয়দের বাণিজ্য ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস' (Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের (দ্বিতীয় সংস্করণ, জেনিভা, ১৭৮৩) প্রথম খণ্ডে (Livre I) ভারতে ইয়োরোপীয়দের কর্মকাণ্ডের পটভূমি হিসেবে 'হিন্দুস্তানের ধর্ম, শাসন-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, রীতিনীতি ও প্রথা' (Religion, gouvernement, jurisprudence, mœurs, usages de l'Indostan) শীর্ষক অষ্টম অধ্যায়ে (Chapitre VIII) রেইনাল doux, humain, timide [কোমল, মানবিক, ভীতু[১৯]] ভারতীয়দের le peuple le plus anciennement éclairé et civilisé [প্রাচীনতম আলোকিত ও সভ্য জনগোষ্ঠী[২০]] বলে অভিহিত করেছেন। রেইনাল-এর মতে, La fureur des conquêtes, et un autre fléau qui n'est guère moins destructeur, l'avidité des commerçants, ont ravagé tour à tour et opprimé le plus beau pays de l'univers. [বিজয়-অভিযানের উন্মাদনা আর যা তার চেয়ে কোনো অংশে কম বিধ্বংসী নয় এমনই অন্য এক দুর্বিপাক — ব্যবসায়ীদের লোভ বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এই দেশটিকে বারবার ছারখার করেছে আর জর্জরিত করেছে অত্যাচারে।[২১]] তাঁর ধারণায়, Au milieu des brigands féroces, et de ce ramas d'étrangers que la guerre et l'avidité ont attiré dans l'Inde, on en démêle aisément les anciens habitants [যুদ্ধ আর লোভ দ্বারা ভারতে আকৃষ্ট হিংস্র দস্যু এবং বিদেশিদের এই দঙ্গলের মধ্যে আমরা সহজেই এদেশের প্রাচীন অধিবাসীদের আলাদা করে চিনে নিতে পারি।[২২]] তাছাড়া এই দার্শনিকের ধারণায় ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনেক উপাদানই ভারত থেকে পাওয়া। রেইনাল ভারতে ঔপনিবেশিকতা ও যাজকদের খ্রিস্টধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন।

জ্ঞানালোকের দার্শনিকদের মধ্যে ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে আগ্রহী ভলতের

তবে জ্ঞানালোকের দার্শনিকদের মধ্যে যিনি ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি মনোযোগী এবং আগ্রহী ছিলেন তিনি হলেন ভলতের। না, ভলতের কখনো ভারতের মাটিতে পা দেন নি। খ্রিস্টধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী অন্যায় ও অবিচার তাঁর নিজের কথায় 'অনাচারের' (l'infâme) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ক্লান্ত হয়ে একবার, ১৭৬৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর, তিয়াত্তর বছরের ভলতের দ শাবঁনোঁকে (Michel-Paul-Guy de Chabanon, ১৭৩২-১৭৯২) একটি চিঠিতে জানান,

> Je suis las des impertinences de l'Europe. Je partirai pour l'Inde, quand j'aurai de la santé et de la vigueur.

[ইয়োরোপের ঔদ্ধত্যে আমি ক্লান্ত। স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরে পেলেই আমি ভারতে পাড়ি দেব।[২৩]]

ভারতে পাড়ি দেওয়া তাঁর আর হয়ে ওঠে নি। তবু দীর্ঘকাল ধরে তিনি ভারতের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন এবং চিন্তা করেছেন, তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। ভলতের-এর চিন্তার জগতে ভারত সম্পর্কে ধারণার ভিত্তি তৈরি করেছিল তাঁর অধ্যয়ন। এই পরিশ্রমী অধ্যয়ন ও তথ্য-সংগ্রহের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর ভারত সম্পর্কিত বিভিন্ন রচনায়। ফরাসি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়া ভলতের-এর মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহ রক্ষা করার ব্যাপারে ফরাসি কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা আগ্রহী হয় নি। এই গ্রন্থাগার ক্রয় করে তাকে সযত্নে রক্ষা করেন দার্শনিকদের সুহৃদ্ রুশিয়ার বিদূষী এবং বিদ্বোৎসাহী সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন[২৪] (Catherine II, ১৭২৬ - ১৭৯৬)। সেন্ট পিটার্সবুর্গে অদ্যাবধি রক্ষিত ভলতের-এর গ্রন্থ-সংগ্রহে দেখা যায়, ভারত সম্পর্কে সে যুগে প্রাপ্য অধিকাংশ বই (সংখ্যায় আটান্নটি) সেখানে স্থান পেয়েছিল।

ভলতের-এর 'অন্যের' সঙ্গে পরিচয় আর প্রাচ্যের প্রতি মনোযোগের ইতিহাস

ইংল্যান্ডে নির্বাসন (১৭২৬-১৭২৮) ভলতেরকে প্রথম অফরাসি সমাজের ('অন্যের') সঙ্গে তার সহজাত, স্বাভাবিক পটভূমিকায় প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত করে। এই অভিজ্ঞতা সমাজ-সচেতন ও সংবেদনশীল ভলতেরকে ইংরেজদের সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসি সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে শেখায়। বস্তুত এই বিশ্লেষণের প্রকাশ রয়েছে তাঁর লেখা 'দার্শনিক পত্রাবলির' (Lettres philosophiques, ১৭৩৪) রচনাগুলিতে। এই চিন্তার উদ্‌বর্তন ও পরিণতি তাঁকে ক্রমশ ফ্রান্স, তারপর ইয়োরোপ, অবশেষে খ্রিস্টধর্মীয় জগতের বাইরে 'অন্যকে' জানার পথে পা বাড়াতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ফ্রান্সে ফেরার পর ১৭৩২ সালে অভিনীত হয় ভলতের-এর নাটক জাইর (Zaïre)। এই নাটক আন্তঃরাচনিক সূত্রে শেক্‌স্‌পিয়ার-এর 'ওথেলো' নাটকের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও এই নাটকে ভলতের প্রথম প্রাচ্যের ঐস্লামিক জগতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের খ্রিস্টীয় জগতের ভিন্নতা, বিভেদ ও দ্বন্দ্ব প্রদর্শন করেন। অবশ্য স্মরণীয়, ভলতের-এর প্রথম যৌবনে লেখা গল্প 'কানা কুলির' (Le crocheteur borgne, আনুমানিক রচনাকাল ১৭১৪ বা ১৭১৫, প্রথম প্রকাশ ১৭৭৪) পটভূমিও অস্পষ্টভাবে ঐস্লামিক প্রাচ্য। অবশ্য ঐ গল্পের মধ্যে সে যুগে ক্রম-প্রকাশিত ও বিপুলভাবে জনপ্রিয় অঁতোয়ান গালঁ-র (Antoine Galland, ১৬৪৬ -১৭১৫) অনূদিত 'আরব্য রজনীর' (Mille et une nuits, ১৭০৪-১৭১৭) ছায়াপাত রয়েছে। 'জাইর-এর' পর ১৭৪০ সালে অভিনীত ভলতের-এর 'জ্যুলিম' (Zulime) নাটকের পটভূমিও ঐস্লামিক প্রাচ্য। ১৭৪২ সালে অভিনীত ও প্রকাশিত তাঁর ধর্মান্ধতা-বিরোধী 'মহম্মদ' (Mahomet) নাটকের স্থান, কাল, পাত্রের অবস্থানও প্রাচ্যে। বস্তুত এই সময়ে ঐস্লামিক প্রাচ্য সম্পর্কে ভলতের-এর বিশেষ মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। এমনকী কোনো কোনো পত্রে তিনি মজা করে প্রাচ্যের তথাকথিত অলংকৃত রচনারীতি ব্যবহার করেন। তাঁর এই প্রাচ্যগন্ধী অলংকৃত রচনারীতির চরম

নিদর্শন হল ১৭৪৭ সালে প্রকাশিত 'প্রাচ্যদেশীয় কাহিনি' (Histoire orientale) পরিচিতি যুক্ত 'জাদিগ অথবা নিয়তি' (Zadig ou la destinée) উপন্যাসের উৎসর্গপত্র।

১৭৪২ সালে ভলতের তাঁর পুরনো বন্ধু মার্কি দার্জসোঁ-র কাছ থেকে দের্বেলো[২৫]-র (Barthélemy D'Herbelot) 'প্রাচ্যের গ্রন্থাবলি' (Bibliothèque orientale) এবং জেঙ্গিস খান ও তৈমুর লঙ-এর ইতিহাস সম্পর্কে দুটি গ্রন্থ পড়তে নেন। শেষ দুটি বই ফেরৎ দিলেও তিনি দের্বেলো-র বইটি কিছুদিন নিজের কাছে রাখতে চান। ঐ বছর একটি চিঠিতে মার্কি দার্জসোঁকে ভলতের লেখেন:

> Permettez-moi de garder encore quelque temps les *Contes arabes et tartares*, sous le nom de la bibliothèque orientale de M. d'Herbelot… J'aurais besoin d'un Chardin, d'un Bernier, d'un Tavernier, de l'histoire de Hongrie, et de l'histoire de Naples, et de celle de l'Inquisition. Si vous avez toutes ces richesses, faites-moi l'aumône, et je tâcherai d'extraire un peu d'or de toutes ces mines-là.
>
> [শ্রীযুক্ত দের্বেলো-র প্রাচ্যের গ্রন্থাবলি নামে 'আরব ও তার্তার কাহিনি' আমাকে আরো কিছুদিন রাখতে দিন... শার্দ্যাঁ, বের্নিয়ে, তাভের্নিয়ে-র বই, হাঙ্গেরি, নেপল্‌স্ আর ইনকুইজিশন-এর ইতিহাস আমার কাজে লাগবে। আপনার কাছে যদি এই সম্পদগুলি সব থাকে তাহলে আপনি আমায় তা ভিক্ষা দেবেন, ঐ খনিগুলি থেকে আমি কিছুটা সোনা আহরণ করব।[২৬]]

এই সময়ে ভলতের 'চর্তুদশ লুই-এর শতকের' (Le Siècle de Louis XIV) পাশাপাশি একটা বিশ্বজনীন ইতিহাস রচনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত বস্যুয়ে[২৭]-র (Jacques Bénigne Bossuet) 'বিশ্বজনীন ইতিহাস সম্পর্কে সন্দর্ভ' (Discours sur l'histoire universelle, ১৬৮১) ছিল বাইবেলের ইতিহাস ও ভূগোল ভিত্তিক। ভলতের এই ভৌগোলিক সীমানার বাইরে প্রাচ্যকে, বিশেষভাবে চিন ও ভারতবর্ষকে তাঁর এই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। প্রকৃতপক্ষে ভলতের এই ইতিহাস রচনা শুরু করেন মাদাম দ্যু শাৎলে-র জন্য। তাঁর 'স্মৃতিকথায়' (Mémoires) ভলতের মাদাম দ্যু শাৎলে-র সঙ্গে সিরেতে অবস্থানের (১৭৩৪-১৭৪৪) সময়ের প্রসঙ্গে বলেছেন,

> Nous cultivions à Cirey tous les arts... je travaillai pour elle à un *Essai sur l'Histoire générale* depuis Charlemagne jusqu'à nos jours.
>
> [সিরেতে আমরা সব রকমের শিল্পকলার চর্চা করতাম...আমি তাঁর (মাদাম দ্যু শাৎলে-র) জন্য শার্লমাইন থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত 'সাধারণ ইতিহাস সম্পর্কে একটা নিবন্ধ' রচনা করছিলাম।[২৮]]

সাধারণভাবে প্রাচ্য এবং বিশেষভাবে চিন ও ভারত সম্পর্কে ভলতের-এর আগ্রহ ও মনোযোগ ক্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে এবং পরিণতি লাভ করে। ধীরে ধীরে ভারতের ইতিহাস, ধর্মচিন্তা ও সমাজব্যবস্থা এক কথায় 'ভারত' ভলতের-এর চিন্তায় অধিকতর গুরু ত্ব লাভ করে। বস্তুতপক্ষে খ্রিস্টধর্মীয় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিপক্ষে ভলতের-এর নিজের ভাষায় 'অনাচারের' (l'infâme) বিরু দ্ধে তাঁর সংগ্রামে 'ভারত' হয়ে ওঠে তাঁর অবলম্বন, আয়ুধ।

ভলতের-এর ভারত-চিন্তার উদ্‌বর্তন

ভলতের-এর ভারত-চিন্তার উদ্‌বর্তনকে আমরা দুটি প্রধান পর্বে ভাগ করতে পারি **প্রথম পর্ব** — ১৭৩৯ থেকে ১৭৫৯; **দ্বিতীয় পর্ব** — ১৭৬০ থেকে ১৭৭৮ অর্থাৎ ভলতের-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত। প্রথম পর্বকে আমরা বলব **'প্রারম্ভ'** আর দ্বিতীয় পর্বকে **'পরিণতি'**। আবার এই **'পরিণতি'** পর্বকে আমরা তিনটি উপপর্ব বা অধ্যায়ে বিভক্ত করতে পারি **ক. 'বেদ' অধ্যায়**, ১৭৬০ থেকে ১৭৬৭; **খ. 'শাস্ত্র' অধ্যায়**, ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯; **গ. 'সমন্বয়' অধ্যায়**, ১৭৭০ থেকে ১৭৭৮।

১. প্রারম্ভ পর্ব :

'প্রারম্ভ' পর্বে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার প্রধান অবলম্বন বা আকর ছিল গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার প্রাচীন গ্রন্থকারদের রচনা, যেমন স্ট্র্যাবো[২৯]-র (Strabo) 'ভূগোল', প্লুটার্ক[৩০]-এর (Plutarque) 'জীবনী', ক্যাঁৎ-ক্যুর্স বা কুইনতুস কুর্তিয়ুস রুফুস[৩১]-এর (Quintus Curtius Rufus) 'আলেকজাণ্ডার-এর ইতিহাস'; পূর্বে উল্লিখিত বের্নিয়ে, তাভর্নিয়ে, শাল, তেভ্‌নো, টমাস হার্বার্ট[৩২] (Thomas Herbert), নিকোলাউস দে গ্রাফ[৩৩] (Nicolaus de Graaf) ইত্যাদি পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত; কির্চের, রজের ইত্যাদি খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক মিশনারিদের বিবরণ; দের্বেলো-র 'প্রাচ্যের গ্রন্থাবলি' এবং অষ্টাদশ শতকের বিভিন্ন ধরনের বাচনের দ্বারা নির্মিত বিষয় (object) 'ভারত' অন্যভাবে বলা যায় তৎকালীন ইয়োরোপীয় মানসে ভারতের কল্পরূপ বা ভাবমূর্তি।

২ পরিণতি পর্ব: ক. 'বেদ' অধ্যায়, খ. 'শাস্ত্র' অধ্যায়, গ. 'সমন্বয়' অধ্যায়

উক্ত 'প্রারম্ভ' পর্বের শেষে ভলতের ক্রমশ তাঁর তথ্য-সংগ্রহের পরোক্ষ আকরের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। প্রাচীন গ্রিক-ল্যাটিন রচনায় ভারত সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের অপ্রতুলতা, পর্যটকদের বিশ্লেষণের অগভীরতা এবং মিশনারি পাদ্রিদের বিবরণে খ্রিস্টধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন একদেশদর্শিতা যুক্তিবাদী ভলতেরকে পশ্চিমি দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা পরিবর্তিত নয় এমন তথ্য সংগ্রহে উৎসুক করে তোলে। পরবর্তীকালে ভলতের-এর এই উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উক্তিতে,

> Nous avouons à regret qu'en voulant connaître la véritable histoire de cette nation, son gouvernement, sa religion et ses

mœurs, nous n'avons trouvé aucun secours dans les compilations de nos auteurs français. Ni les écrivains qui ont transcrit des fables pour des libraires, ni nos missionnaires, ni nos voyageurs, ne nous ont presque jamais appris la vérité.

[এই জাতির প্রকৃত ইতিহাস, তার শাসন-ব্যবস্থা, তার ধর্ম আর তার রীতিনীতির কথা জানতে চেয়ে আমাদের ফরাসি গ্রন্থকারদের সংকলনগুলির মধ্যে আমরা কোনো সাহায্যের সন্ধান পাই নি। যাঁরা পুস্তকব্যবসায়ীদের জন্য নীতিকথা রচনা করেন সেসব লেখকরা বা আমাদের মিশনারি পাদ্রিরা অথবা আমাদের পর্যটকদের কেউ প্রায় কখনোই আমাদের সত্য জানান নি।[৩৪]]

এছাড়া পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছে এই বিবরণগুলির একমাত্র সম্ভাব্য কার্যকারিতা হল 'অন্যকে' নিজের অর্থাৎ 'আমার/আমাদের' ছকে বিচার না করে 'অন্যের' 'অন্যত্ব' সম্পর্কে সচেতন হওয়ার শিক্ষা দেওয়া। তাঁর ভাষায়,

Le plus grand fruit qu'on peut retirer de ces longs et pénibles voyages... c'est d'apprendre à ne pas juger du reste de la terre par son clocher.

[এসব দীর্ঘ কষ্টকর পর্যটন থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ফল আহরণ করা যায়... তা হল তার নিজের অজ গ্রামের নিরিখে বাকি পৃথিবীটাকে বিচার না করা। [৩৫]]

ভারত সম্পর্কে ভলতের-এর প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৬০ সালে সম্ভবত দালঁবের-এর মধ্যস্থতায়, তাঁর সঙ্গে ভারতে অবস্থিত ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন অফিসারের পরিচয় হয়। এই অফিসারের নাম কোঁৎ দ মোদাভ (Louis-Laurent Féderbe, comte de Maudave, ১৭২৫-১৭৭৭)। পরম উৎসাহে ভলতের এই অফিসারের মাধ্যমে একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে পরিচিত হতে চান। উচ্ছ্বসিত ভলতের ১৭৬০ সালের ১০ ই অক্টোবরের একটি চিঠিতে তিনি মার্কিজ দ্যু দেফঁকে (Marie du Vichy de Chamrond, marquise du Deffand, ১৬৯৭-১৭৮০) লেখেন,

Je vais être en relation avec un brame des Indes, par le moyen d'un officier qui va commander sur la côte de Coromandel, et qui m'est venu voir en passant. J'ai déjà grande envie de trouver mon brame plus raisonnable que tous vos butors de la Sorbonne.

[করমণ্ডল উপকূলে সেনানায়ক হতে চলেছেন এমন এক সামরিক অফিসার তাঁর আসা যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর মাধ্যমে আমি একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চলেছি। আমার ঐ ব্রাহ্মণ আপনাদের সরবনের

তাবৎ আহাম্মকের চেয়ে অনেক বেশি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হবেন — এটা দেখার জন্য আমি ইতিমধ্যে একান্ত আগ্রহী হয়ে রয়েছি।[৩৬]]

না, কোনো ব্রাহ্মণের সঙ্গে ভলতের-এর কখনো যোগাযোগ হয় নি। তবে মোদাভ ভলতেরকে একটি পাণ্ডুলিপি ও একটি শিবলিঙ্গ উপহার দেন। পাণ্ডুলিপিটির পরিচয়পত্রে বলা হয় যে রচনাটি কোনো এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত থেকে অনূদিত 'বেদের' প্রাচীন ভাষ্যের ফরাসি অনুবাদ, নাম 'এজুর-বেদম্'[৩৭] (Ézour-Veidam)। যতদূর জানা যায় উক্ত পাণ্ডুলিপিটি ক্লাইভ-এর ইংরেজবাহিনী কর্তৃক চন্দননগর দখলের ফলে পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় নেওয়া চন্দননগরের জেজুইট পাদ্রি মোজাক-এর (Antoine Mozac, s.j.,) সংগ্রহে রক্ষিত ছিল। বলা হয়, কোঁৎ দ মোদাভ পাদ্রি মোজাক-এর অজ্ঞাতসারে পাণ্ডুলিপিটির একটি অনুলিপি করান। এই অনুলিপিটি তিনি ফ্রান্সে ভলতেরকে দেন। উক্ত পাণ্ডুলিপি ভলতেরকে কতটা উৎসাহিত করে তা তাঁর এই সময়ে লেখা বিভিন্ন পত্রের উচ্ছ্বাস থেকে অনুভব করা যায়।

বস্তুতপক্ষে উচ্ছ্বাসের আধিক্য বশত ১৭৬০ সালের ২১-এ ডিসেম্বর দেওৎরেকে ((Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes) লেখা একটি চিঠিতে 'এজুর-বেদম্' শীর্ষক রচনাটিকে ভলতের 'চতুর্বেদ' বলে নির্দেশ করেন:

> Un officier qui commande dans un fort près du Gange, et qui est l'ami intime d'un des principaux bramines, m'a apporté une copie des quatre *Veidam*, qu'il assure être très fidèle. Il est difficile que ce livre n'ait au moins cinq mille ans d'antiquité.
>
> [গঙ্গার কাছে একটি দুর্গে সেনানায়ক এবং প্রধান ব্রাহ্মণদের একজনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এক অফিসার আমাকে চার **বেদের** একটি অনুলিপি এনে দিয়েছেন। তাঁর মতে এই অনুলিপি একান্ত প্রামাণিক। এই গ্রন্থ পাঁচ হাজার বছরের কম প্রাচীন হওয়া শক্ত।[৩৮]]

ক্রমশ এই উচ্ছ্বাস কিছুটা প্রশমিত হয়। ১৭৬১ সালের ২৪-এ ফেব্রুয়ারি মার্কি দার্জঁস দিরাককে (Marquis d'Argence de Dirac) লেখা একটি চিঠিতে ভলতের 'এজুর-বেদম্' শীর্ষক রচনাটিকে সরাসরি 'বেদ' বলার বদলে 'প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সুসমাচার' বলে অভিহিত করেছেন:

> …un officier, commandant d'un petit fort sur la côte de Coromandel, m'a apporté de l'Inde l'évangile des anciens brachmanes;; c'est, je crois, le livre le plus curieux et le plus ancien que nous ayons…
>
> [...করমণ্ডল উপকূলে ছোট একটা ফরাসি দুর্গের অধিনায়ক এক সামরিক অফিসার আমাকে ভারত থেকে এনে দিয়েছেন প্রাচীন ব্রাহ্মণদের সুসমাচার; আমার ধারণা, আমাদের কাছে যেসব বই রয়েছে সেগুলির মধ্যে এ বইটি হল সবচেয়ে প্রাচীন আর কৌতূহলোদ্দীপক ...[৩৯]]।

একই বছরের ১৩ই জুলাই রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থগারিক কাপরোনিয়েকে (Jean Capperonnier, ১৭১৬-১৭৭৫) লেখা একটি চিঠিতে ভলতের 'এজুর-বেদম্' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি কয়েক মাসের মধ্যে উক্ত গ্রন্থাগারে পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত তিনি 'এজুর-বেদম্' রচনাটিকে বেদের ভাষ্য বলে নির্দেশ করেন এবং তাকে পারসিকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেন:

> Monsieur, je compte dans quelques mois avoir l'honneur de vous envoyer, pour la Bibliothèque du roi, un manuscrit unique et curieux. C'est l'*Ezour-Veidam*, commentaire du *Veidam*, lequel est, chez les Indiens, ce qu'est le *Sadder* chez les Guèbres.
>
> Cet *Ézour-Veidam* est traduit de la langue du hanscrit par un brame de beaucoup d'esprit, qui est correspondant de notre compagnie des Indes, et qui a très-bien appris le français. Il l'a donné à M. de Maudave, commandant pour le roi dans un petit fort de la côte de Coromandel. Ce livre est fait vraisemblablement avant l'expédition d'Alexandre.
>
> [মহাশয়, কয়েক মাসের মধ্যে আমার রাজকীয় গ্রন্থাগারের জন্য আপনাকে কৌতূহলোদ্দীপক এবং অনন্য একটি পাণ্ডুলিপি পাঠানোর সৌভাগ্য হবে বলে বিবেচনা করছি। পাণ্ডুলিপিটি হল বেদের ভাষ্য 'এজুর-বেদম্', পারসিকদের কাছে সদ্দর[৪০] যেরকম এই গ্রন্থটি ভারতীয়দের কাছে ঠিক তাই।
>
> এই 'এজুর-বেদম্' অত্যন্ত বিদগ্ধ একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক হংস্কৃত (সংস্কৃত) ভাষা থেকে অনূদিত। ঐ ব্রাহ্মণ আমাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি এবং ফরাসি ভাষা চমৎকার আয়ত্ত করেছেন। উনি পাণ্ডুলিপিটি করমণ্ডল উপকূলে ছোট একটি দুর্গে রাজার সেনাদলের অধিনায়ক শ্রীযুক্ত দ মোদাভকে দিয়েছিলেন। গ্রন্থটি আলেকজান্ডার-এর অভিযানের আগে রচিত হয়েছে বলে মনে হয়।[৪১]]।

ঐ বছর পয়লা অক্টোবর জেনিভার প্যাস্টার পাদ্রি ভের্নকে (Jacob Vernes, ১৭২৮-১৭৯৯) লেখা ভলতের-এর একটি পত্রে দেখা যায় আলোচ্য পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাসের আতিশয্য অনেকটা প্রশমিত হলেও উৎসাহ সমানভাবে বর্তমান:

> Pardon si je vous réponds si tard sur le manuscrit indien. Ce sera le seul trésor qui nous restera de notre compagnie des Indes.
>
> ...il a été réellement traduit à Bénarès par un brame correspondant de notre pauvre compagnie, et qui entend assez bien le français.

M. de Maudave, commandant pour le roi sur la côte Coromandel, qui vint me voir il y a quelques années, me fit présent de ce manuscrit. Il est assurément très authentique, et doit avoir été fait longtemps avant l'expédition d'Alexandre, car aucun nom de fleuve, de montagne, ni de ville, ne ressemble aux noms grecs que les compagnons d'Alexandre donnèrent à ce pays...

Le manuscrit est intitulé *Ézour-Veidam*, c'est-à-dire *Commentaire du Veidam*... Je le crois de plusieurs siècles antérieur à Pythagore.

[ভারতীয় পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে এতটা দেরি করে উত্তর দেওয়ার জন্য মার্জনা চাইছি। এটাই হবে আমাদের ভারতীয় কোম্পানি থেকে পাওয়া একমাত্র স্থায়ী সম্পদ।

...প্রকৃতপক্ষে এই রচনাটি বারাণসীতে এক ব্রাহ্মণ দ্বারা অনূদিত, এই ব্রাহ্মণ আমাদের হতভাগ্য কোম্পানির প্রতিনিধি এবং বেশ ভালোই ফরাসি জানেন। করমণ্ডল উপকূলে (ফরাসি) রাজার সেনানায়ক শ্রীযুক্ত দ মোদাভ বছর কয়েক আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনিই আমাকে এই পাণ্ডুলিপিটি উপহার দিয়েছেন। রচনাটি নিঃসন্দেহে প্রামাণিক এবং আলেকজান্ডাব-এর অভিযানের বহুকাল আগে রচিত বলে মনে হয়; কেননা নদী, পর্বত, শহরের কোনো নামই আলেকজান্ডাব-এর সঙ্গীরা ও দেশে যেসব নাম দিয়েছিলেন তার সঙ্গে মেলে না...

পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম এজুর-বেদম্, অর্থাৎ বেদের ভাষ্য... আমার বিশ্বাস রচনাটি পিথাগোরাস-এর কয়েক শতাব্দী আগের[৪২]]।

এছাড়া এ সময়ে ভলতের 'কর্ম-বেদম্' (Cormo-Veidam) নামে আরেকটি রচনার উল্লেখ করেছেন। এই 'কর্ম-বেদম্' যে কী, তা পূর্বোল্লিখিত 'এজুর-বেদম্'-এর অংশ না আলাদা কোনো রচনা বা গ্রন্থ কী না তা ভলতের-এর রচনা থেকে বোঝা যায় না। 'জাতিসমূহের রীতিনীতি ও মানসিকতা সম্পর্কে নিবন্ধ' গ্রন্থে ভলতের লিখেছেন:

Leur *Cormo-Veidam*, qui est leur rituel, est un ramas de cérémonies superstitieuses…

Le détail de ces minuties est immense;: c'est un assemblage de toutes les folies que la vaine étude de l'astrologie judiciaire a pu inspirer à des savants ingénieux, mais extravagants ou fourbes. Toute la vie d'un brame est conscacrée à ces cérémonies superstitieuses. Il y en a pour tous les jours de l'année.

[ওদের ক্রিয়া-কর্মের সংকলন 'কর্ম-বেদম্' হল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-অনুষ্ঠানের গাদা...

তুচ্ছাতিতুচ্ছ এ সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সেখানে বিশাল্ব ফলিত জ্যোতিষের অর্থহীন অনুশীলনের দ্বারা অনুপ্রাণিত উদ্ভাবনক্ষম তবে হয় উদ্‌ভ্রান্ত নয়ত প্রতারক পণ্ডিতদের যাবতীয় উন্মাদনার সমাহার। একজন ব্রাহ্মণের সারাটা জীবন এই সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠানে নিবেদিত। এ সমস্ত অনুষ্ঠান রয়েছে বছরের সবগুলি দিনের জন্য[৪৩]]।

আবার 'ঈশ্বর ও মানুষ' (Dieu et les hommes, ১৭৬৯) রচনার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভলতের-এর মন্তব্য:

J'ai lu d'un bout à l'autre les rites des brames anciens et nouveaux dans le livre du *Cormo-Veidam.*

[আমি 'কর্ম-বেদম্' গ্রন্থে প্রাচীন আর নতুন ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় আচারের কথা আদ্যোপান্ত পড়েছি[৪৪]]।

ঐ একই অধ্যায়ে ভলতের পুনরায় 'কর্ম-বেদমের' বিধানের কথা উল্লেখ করেছেন: *Le Cormo-Veidam* ordonne…['কর্ম-বেদম্' নির্দেশ দেয় যে...[৪৫]]। ভলতের-এর এসব মন্তব্য থেকে মনে হয়, উক্ত 'কর্ম-বেদম্' নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্মের বিধি-বিধানের সংকলন অর্থাৎ নিত্যকর্ম-পদ্ধতি জাতীয় অর্বাচীন কোনো গ্রন্থের অনুসরণ-অনুকরণে ফরাসিতে 'বেদ' অভিধা যোগ করা একটি রচনা।

কোঁৎ দ মোদাভ 'এজুর-বেদমের' যে পাণ্ডুলিপিটি ভলতেরকে দিয়েছিলেন তার একটি অনুলিপি রেখে ভলতের তা রাজকীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। ১৭৭৮ সালে এই গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয়। বহুকাল ধরে, বলা যায় পাশ্চাত্যে বিধিবদ্ধ সংস্কৃত ও ভারততত্ত্ব চর্চার শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত 'এজুর-বেদম্' শীর্ষক গ্রন্থটিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, পরে প্রমাণিত হয় যে এটি কোনো ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ নয়, একটি জাল রচনা। ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ভারতের প্রাচীন অপৌত্তোলিক একেশ্বরবাদী ধর্মচিন্তার দৃষ্টান্ত ও যুক্তিসহ, ভারতের প্রাচীন ধর্ম এবং খ্রিস্টধর্মের সাদৃশ্য দেখিয়ে ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করা তথা ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের যৌক্তিকতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ ভারতে মিশনারি জেজুইট পাদ্রিদের জন্য জেজুইট পাদ্রিদের দ্বারা রচিত। এই রচনার মধ্যে সংস্কৃত-মূল শব্দের প্রতিবর্ণীকরণ ও ধর্মীয় আচার-আচরণের তথা পৌরাণিক লোকবৃত্তের উল্লেখে বাঙালি ও তামিল প্রভাব এবং গ্রন্থশেষে তামিল স্তোত্রের উপস্থিতিতে অনুমান করা যায় যে ফরাসি পাদ্রিরা এই গ্রন্থের রচনায় চন্দননগরের বাঙালি ও দক্ষিণ ভারতের তামিল কর্মচারীদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া ভলতের-উল্লিখিত ব্রাহ্মণদের নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মপদ্ধতির সংকলন 'কর্ম-বেদম্' গ্রন্থটির কোনো হদিস পাওয়া না গেলেও মনে হয় এই রচনাটিও ব্রাহ্মণদের (হিন্দুদের) ধর্মাচারের অর্থহীনতা দেখিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের যৌক্তিক ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মিশনারি পাদ্রিদের জন্য পাদ্রিদের দ্বারা রচিত।

এর পর ১৭৬৭ সালে পিকক (Peacock) নামে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কর্মচারি

ভলতেরকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূতপূর্ব অন্য এক কর্মচারি জন জেফানিয়া হলওয়েল[৪৬]-এর (John Zephaniah Holwell, ১৭১১-১৭১৮) লেখা ভারত সম্পর্কে লেখা একটি বই (দু খণ্ড) পাঠান। ভলতের ঐ বছর ৮ই ডিসেম্বর একটি চিঠি লেখেন। প্রসঙ্গত ৭ই ডিসেম্বর দ শাবঁনোঁকে লেখা একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন:

> J'ai reçu d'excellents mémoires sur l'Inde; cela me console des mauvais livres qu'on m'envoie de Paris. Ces mémoires seraient peut-être mal reçus de votre Académie, et encore plus de vos théologiens. Il est prouvé que les Indiens ont des livres écrits il y a cinq mille ans…
>
> [ভারতের ওপর অসাাধারণ কিছু বই আমার হাতে এসেছে। প্যারিস থেকে লোকে আমায় যেসব আজেবজে বই পাঠায় সেগুলি আমাকে যে কষ্ট দেয় এই বইগুলি হল গিয়ে আমার সেই যন্ত্রণার উপশম। এই নিবন্ধগুলি পেলে আপনাদের অ্যাকাডেমি বোধ হয় খুব একটা খুশি হত না, আর আরো কম প্রীত হতেন আপনাদের ধর্মতাত্ত্বিকরা। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পাঁচ হাজার বছরেরও আগে থেকে ভারতীয়দের লিখিত গ্রন্থ রয়েছে...[৪৭]]।

হলওয়েল-এর আলোচ্য বইটি হল, 'বঙ্গীয় প্রদেশ ও হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আকর্ষণীয় ঘটনাবলী, যার সঙ্গে রয়েছে সময়োচিত ইঙ্গিত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহামান্য পরিচালক পরিষদের প্রবর্তনা। এছাড়া রয়েছে শাস্তা-র অনুসরণকারী অখ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর পুরাবৃত্ত ও সৃষ্টিতত্ত্ব, উপবাস ও উৎসব। এবং যা ভ্রান্তভাবে হলেও সাধারণভাবে পিথাগোরীয় মতবাদ বলে পরিচিত জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ' (Interesting Historical Events, Relative to the Provinces of Bengal, and the Empire of Indostan. With a seasonable hint and perswasive to the honourable The Court of Directors of the East India Company. As also the Mythology and Cosmogony, fasts and festivals of the Gentoos, followers of the Shastah. And a dissertation on the Metempsychosis, commonly, though erroneously, called the Pythagorean doctrine)।

ওপরে উল্লিখিত ভলতের-এর চিঠি দুটির তারিখ থেকে মনে হয় পিকক ১৭৬৭ সালের শেষের দিকে ভলতেরকে বইটি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বছরের প্রথমার্ধেই ভলতের-এর '১৭৬৫ সালে বিশেষ এক সমাবেশে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ' (Homélies prononcées à Londres en 1765 dans une assemblée particulière, ১৭৬৭) রচনার প্রথম 'ধর্মোপদেশে' হলওয়েল-এর উল্লিখিত গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের প্রাসঙ্গিক উপস্থিতিতে অনুমান করা যায় পিকক-এর পাঠানো বইটি হাতে আসার আগে থেকেই ভলতের বইটির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

এর পর ১৭৬৮-১৭৬৯ সালে ভলতের আরেকটি বইয়ের সন্ধান পান। এই দ্বিতীয় বইটি হল ফিরিস্তা নামে খ্যাত ইরানীয় ঐতিহাসিক মুহম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ্-এর রচিত 'তারিখি-ই-ফিরিস্তা' নামক ফার্সি গ্রন্থের আলেকজান্ডার ডাউ[৪৮]-এর (Alexander Dow, ? —১৭৭৯) করা ইংরেজি অনুবাদ 'হিন্দুস্তানের ইতিহাস' (History of Hindustan'। এই বইয়ে ফিরিস্তা-র অনুবাদের সঙ্গে অনুবাদক যোগ করেছিলেন তাঁর নিজের লেখা 'হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ভাষা, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ' (A Dissertation Concerning the Customs, Manners, Language, Religion and Philosophy of the Hindoos), 'হিন্দুদের দেবদেবীর তালিকা' (Catalogue of the Gods of the Hindoos) ও 'ভারতীয়দের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটি নিবন্ধ' (A Dissertation Concerning the ancient History of the Indians)।

এই সময় থেকে ভলতের তাঁর রচনায় ভারত প্রসঙ্গে আলোচনায় এই দুটি গ্রন্থ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে হলওয়েল-এর রচিত গ্রন্থটি অধিকতর গরুত্ব পেয়েছে। হলওয়েল হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে 'শাস্তার' (Shastah/Shasta < শাস্ত্র) কথা উল্লেখ করে তার আংশিক অনুবাদ উপস্থাপিত করেন। 'জাতিসমূহের রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধের' ১৭৬৯ সালের সংস্করণে ভলতের লিখেছেন,

> Nous n'avons que depuis peu d'années le *Shasta*; nous le devons aux soins et l'érudition de M. Holwell, qui a demeuré très longtemps parmi les brames. Le *Shasta* est antérieur au *Veidam* de quinze cents années, selon le calcul de ce savant anglais.
>
> [মাত্র বছর কয়েক আগে আমরা পেয়েছি 'শাস্তা'; আমরা তা পেয়েছি শ্রীযুক্ত হলওয়েল-এর প্রযত্ন এবং পাণ্ডিত্যের জন্য। শ্রীযুক্ত হলওয়েল দীর্ঘকাল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাস করেছেন। এই ইংরেজ পণ্ডিতের মতে 'শাস্তা' 'বেদম্'-এর চেয়ে পনেরোশ বছর পূর্বেকার[৪৯]]।

অথবা

> Ils [les Indiens] ont deux livres écrits, il y a environ cinq mille ans, dans leur ancienne langue sacrée, nommée le *Hanscrit*, ou le *Sanscrit*. De ces deux livres, le premier est le *Shasta*, et le second, le *Veidam*.
>
> ['হংস্কৃত' বা 'সংস্কৃত' নামে ওদের প্রাচীন ভাষায় প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে লেখা তাদের (ভারতীয়দের) দুটি গ্রন্থ রয়েছে। এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথমটি হল 'শাস্তা' আর দ্বিতীয়টি 'বেদম্'[৫০]]।

হলওয়েল-এর গ্রন্থে উপস্থাপিত 'শাস্তা' অপষ্টভাবে শাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্রকে মনে করিয়ে দেয়, আর

শাস্ত্র বা/এবং ধর্মশাস্ত্র বলতে শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ বা গ্রন্থের সমাহার বোঝায়। ভলতের হলওয়েলকে 'ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ভাষায়' দক্ষ বলে বর্ণনা করলেও ভলতের-এর এই ধারণাও সঠিক নয়।

'এজুর-বেদম্', হলওয়েল-এর গ্রন্থ, ডাউ-এর ফিরিস্তা-র অনুবাদ বাদ দিয়ে ভারতে অবস্থানকারী ফরাসিভাষী জেজুইট পাদ্রিদের লেখা পত্রাকার বিবরণ 'উপদেশমূলক তথা কৌতুহলোদ্দীপক পত্রাবলির'[৫১] (লে লেৎর্ জেদিফিয়ঁৎ জে ক্যুরিয়্যোজ/Les Lettres édifiantes et curieuses, ৩৪ খণ্ড, ১৭০২-১৭৭৭) ক্রম-প্রকাশিত সংকলনও ছিল ভলতের-এর ভারত-ভাবনার অন্যতম প্রত্যক্ষ সূত্র। অবশ্য ভারত সম্পর্কে পাদ্রিদের খ্রিস্টধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা বিবরণ ভলতের যুক্তিবাদী তথা খ্রিস্টধর্মবিরোধী পঠন দ্বারা তাকে রূপান্তরিত করেন বা তার বিরোধিতা করেন।

ভলতের-এর ভারত-ভাবনার এই দ্বিতীয় বা **'পরিণতি' পর্বকে** আমরা তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। ১৭৬০ থেকে ১৭৬৭ সালের প্রথম অধ্যায়কে আমরা **'বেদ' অধ্যায়** বলে নির্দেশ করেছি, কারণ এই অধ্যায়ে ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে অনুধ্যানের প্রধান আকর হয়ে ওঠে ১৭৬০ সালে সংগৃহীত 'এজুর-বেদম্' শীর্ষক পাণ্ডুলিপি। আবার এই পর্বের ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ সাল অব্দি সময়সীমাকে আমরা চিহ্নিত করেছি **'শাস্ত্র' অধ্যায়** বলে। কেননা এই অধ্যায়ে ভলতের-এর ভারত-ভাবনায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে হলওয়েল উপস্থাপিত 'শাস্তা' (Shastah/Shasta) বা ডাউ উল্লিখিত 'শাস্তের' (Shaster) অর্থাৎ 'শাস্ত্র'।

আলোচ্য **'পরিণতি' পর্বের** শেষ অধ্যায়কে আমরা **'সমন্বয়' অধ্যায়** বলে আখ্যাত করেছি। কেননা এই অধ্যায়ে ভলতের-এর ভারত ভাবনা পূর্ববর্তী তাবৎ অধ্যয়ন, তথ্য-সংগ্রহ, চিন্তা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সমন্বিত হয় বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া আরো নতুন তথ্য, যেমন আবে মিনিয়োঁ[৫২] (abbé E. Mignot), ল জঁতিই[৫৩] (Le Gentil de Galazière) ও বাইয়ি[৫৪]-র (Jean-Sylvain Bailly) রচনা। বলা যায়, এই পর্বে ভলতের-এর ভারত-ভাবনা দীর্ঘকালের সংবেদনশীল মননের জারক-রসে একটা সমঞ্জস সমগ্রতা লাভ করে।

ভলতের-এর ভারত-ভাবনার মূল্য

'এজুর-বেদম্' জাল পাণ্ডুলিপি, 'কর্ম-বেদম্' নিত্যকর্ম-পদ্ধতি জাতীয় অর্বাচীন সংকলন, 'শাস্তা' কোনো প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ নয় — লোকমুখে শোনা পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদি থেকে বিক্ষিপ্ত আর পাশ্চাত্যের জুডিয়ো-খ্রিস্টান দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রূপান্তরিত বিবরণের সংগ্রহ। তাহলে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার মূল্যটা কোথায়? এই প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধান করতে গেলে সামগ্রিকভাবে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিত ও স্বরূপ বুঝতে হয়। প্রাচীন গ্রিকরা তাবৎ অগ্রিকদের 'বর্বর' বলে মনে করত। এই প্রথা অনুসরণ করে রোমানরা অরোমানদের এবং পরবর্তীকালে ইয়োরোপের খ্রিস্টানরা অইয়োরোপীয় অখ্রিস্টানদের 'বর্বর' বলে নির্দেশ করত। অন্যদিকে ইহুদিরা ভাবত তারাই ঈশ্বরের বাছাই করা বা নির্বাচিত জনগোষ্ঠী। এই ইহুদি-গ্রিক

জুডিও-হেলেনিক পরম্পরার উত্তরাধিকারই পাশ্চাত্যের (অদ্যাবধি বর্তমান) আত্মম্ভরী ইউরোপ-কেন্দ্রিকতা তথা খ্রিস্টধর্ম-কেন্দ্রিকতার উৎস। ভলতের-এর ভারত-অনুধ্যান অর্থাৎ ভারতীয়দের ইতিহাস, সভ্যতা, ধর্মচিন্তা ও রীতিনীতিকে সামগ্রিকভাবে দেখার প্রয়াস পূর্বোক্ত ইয়োরোপ-কেন্দ্রিকতা তথা খ্রিস্টধর্ম-কেন্দ্রিকতার সীমানা পেরিয়ে অইয়োরোপীয় অখ্রিস্টান 'অন্যকে' গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে দেখার প্রথম চেষ্টা। এখানেই ভলতের-এর ভারত-চিন্তার প্রকৃত মূল্য।

প্রসঙ্গত একথাও বলা দরকার, ইয়োরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের বেশির ভাগ ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে আগ্রহকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান না।

> Voltaire, and other excellent writers in France, abhorring the evils which they saw attached to Catholicism, laboured to subvert the authority of the books on which it was founded. Under this impulse they embraced, with extreme credulity, and actual enthusiasm, the tales respecting the great antiquity of the Chinese and Hindus as disproving entirely the Mosaic accounts of the duration of the present race of men.
>
> [ভলতের এবং আরো কিছু অসাধারণ ফরাসি লেখক দেখেছিলেন যে বিভিন্ন অনাচার ক্যাথলিক ধর্মমতের সঙ্গে জড়িত। এসব অনাচারের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা থেকে তাঁরা যে গ্রন্থগুলির ওপর ঐ ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত তার প্রামাণিকতা ধ্বংস করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই উত্তেজনা থেকে মুশানির্ভর বর্তমান কালক্রমকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চূড়ান্ত সরল বিশ্বাস আর যথার্থ উৎসাহ নিয়ে চিনে আর হিন্দুদের তাবৎ উপকথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে গ্রহণ করেছিলেন[৫৫]]।

ওপরে উদ্ধৃত প্রাচ্য তথা ভারত-বিদ্বেষী, উদগ্র ঔপনিবেশিকতা-বাদীদের[৫৬] প্রতিভূ জেমস্ মিল-এর (James Mill, ১৭৭৩-১৮৩৬) উক্তির মধ্যে সাধারণভাবে ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক জাত্যহংকারী পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের ভলতের-এর ভারত-ভাবনা সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। এমনকী আজো ইয়োরোপীয় ভলতের-বিশেষজ্ঞদের অনেকেই ভলতের-এর ভারত-ভাবনাকে সেঅর্থে কোনো গুরুত্ব দেন না। তাঁদের এই ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক মানসিকতাকে ঢাকার জন্য তাঁরা বলেন যে ভলতের-এর ভারত আসলে কল্পিত, ভলতের যে গ্রন্থগুলিকে প্রামাণিক বলে ধরে নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলি কিছু ইয়োরোপীয়ের স্বকপোল-কল্পিত রচনা, ভারতীয় চিন্তা বা শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ককহীন, আর ভলতেরও তাঁর চরম খ্রিস্টধর্ম-বিদ্বেষ থেকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই কল্পিত ভারত সম্পর্কে অযৌক্তিক উচ্ছাস প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় হিসেবে আমরা বলতে পারি, ভারতীয় ধর্মচিন্তা সম্পর্কে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার 'পরিণতি' পর্বের প্রধান আকর 'এজুর-বেদম্' (তথা 'কর্ম-বেদম্') অথবা 'শাস্তা' প্রামাণিক কোনো ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের 'অনুবাদ বা ব্যাখ্যা' না হলেও সে অর্থে স্বকপোল-কল্পিত রচনা নয়। ফলে ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে ধারণা সীমাবদ্ধ, কখনোবা দূরান্বয়ী হলেও তাঁর ভারত সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। আবার অন্য দিক খেকে বলা

যায়, জুডিয়ো-খ্রিস্টান ঐতিহ্যে লালিত ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক ইয়োরোপীয়দের ভারত যেখানে তাঁদের জাত্যহংকারী নাস্ত্যর্থক রচনা, ভলতের-এর ভরত সেখানে ভারতীয় 'অন্যকে' স্বীকার করে অস্ত্যর্থক নির্মাণ। আসলে সপ্তদশ শতকের প্রথমে ইতালীয় জেজুইট পাদ্রি রবের্তো দি নোবিলি (Roberto di Nobili, ১৫৭৭-১৬৬৫) দক্ষিণ ভারতের অভ্যন্তরে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য মাদুরাই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জেজুইট পাদ্রি ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার[৫৭] (সন্ত জ্যাভিয়ার) ও তাঁর উত্তরসূরীদের মালাবার উপত্যকার কিছু মৎস্যজীবি বাদ দিয়ে সর্বস্তরের ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপলব্ধি করেন যে ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্মান্তরিত করার জন্য প্রথম প্রয়োজন তাদের ভাষা, চিরাচরিত রীতিনীতি এবং ধর্মচিন্তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া; একমাত্র তারপরই তাদের আচার-আচরণ ও মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে খ্রিস্টধর্মের ব্যাখ্যা ও প্রচার সম্ভব। নোবিলির এই আদর্শ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে তাঁর পরবর্তী জেজুইটদের অনেকে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কৌশল হিসেবে অনুসরণ করেন। 'এজুর-বেদম্' বা/এবং 'কর্ম-বেদম্' এই অনুসন্ধান তথা কৌশলের ফল। স্বভাবতই 'এজুর-বেদম্' এবং 'কর্ম-বেদম্' খ্রিস্টধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ভারতীয়দের ধর্মচিন্তার বিবরণ — ভারতীয় ধর্মচিন্তা বোঝার জন্য জেজুইটদের সহায়ক গ্রন্থ। আমাদের উল্লিখিত মিশনারিদের পত্রাবলি বা অন্যান্য রচনার মধ্যেও ভারতীয়দের ধর্মচিন্তা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে এই অনুসন্ধানের স্বাক্ষর রয়েছে। অন্যদিকে হলওয়েল-এর উপস্থাপিত 'শাস্তা' বিশেষ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ না হলেও বিভিন্ন (মনে হয় মৌখিক) সূত্র থেকে সংগৃহীত স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদির বিক্ষিপ্ত, অনেক ক্ষেত্রে কমবেশি বিকৃত, বিবরণ ও পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে তার বিশ্লেষণ। এছাড়া হলওয়েলই আধুনিক যুগের প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি ভারত সম্পর্কে ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক সংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির কথা বলেন। তাঁর মতে ভারত সম্পর্কে ইয়োরোপীয়দের বিবরণ সাধারণভাবে ত্রুটিপূর্ণ আর ভ্রমাত্মক :

> Having studiously perused all that has been written of the Empire of *Indostan*, both as to its ancient, as well as more modern state; as also the various accounts transmitted to us, by authors in almost all ages (from *Arrian*, down to the *Abbé de Guyon*) concerning the *Hindoos*, and the religious tenets of the *Bramins*, I venture to pronounce them all very defective, fallacious and unsatisfactory to an inquisitive searcher after truth, and only tend to convey a very imperfect and injust semblance of a people, who from the earliest times have been an ornament to the creation — if so much can with propriety be said of any known people upon earth.
>
> [হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্যের যুগপৎ প্রাচীন এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যা কিছু এতাবৎ

লেখা হয়েছে, আর তার সঙ্গে (এরিয়ান[৫৮] থেকে আবে দ গিয়োঁ[৫৯] অব্দি) সমস্ত যুগের গ্রন্থকাররা হিন্দুদের তথা ব্রাহ্মণদের ধর্মমত বিষয়ে যেসব বিবরণ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তার সব কিছু গভীর মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করার পর একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে এ রচনাগুলি সবই কোনো কৌতূহলী সত্যসন্ধানীর কাছে ত্রুটিপূর্ণ, ভ্রমাত্মক ও মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে বোধ হবে। তার আরো মনে হবে যে এই রচনাগুলির একমাত্র প্রবণতা হল কোনো একটি জনগোষ্ঠীর একান্ত অসম্পূর্ণ ও ক্ষতিকারক প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা, অথচ পৃথিবীর কোনো জ্ঞাত জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে এতট বলা যায় তাহলে বলতে হয় যে উল্লিখত ঐ জনগোষ্ঠী সবচেয়ে প্রাচীন যুগ থেকে সৃষ্টির অলংকার[৬০]]।

ভারত সম্পর্কে একান্ত উৎসাহী ভলতের হলওয়েল-এর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা উৎসাহিত হন। বলা যায়, ভলতের-এর ভারত-অনুধ্যানের 'প্রারম্ভ' থেকে 'পরিণতি' পর্বের শেষ অধ্যায় অব্দি প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন রচনা, দের্বেলো-র প্রাচ্যগ্রন্থাবলি পর্যটক ও মিশনারি পাদ্রিদের বিবরণ, বিভিন্ন ইতিহাস বিষয়ক রচনা (যেমন আলেকজান্ডার ডাউ-এর ফারসি থেকে অনূদিত ফিরিস্তা-র ভারত ইতিহাস) ইত্যাদি আকর থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে ক্রমশ 'এজুর-বেদম্', 'কর্ম-বেদম্', 'শাস্তা' ইত্যাদি থেকে আহৃত তথা ভিন্নধর্মী এসব সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের একই সঙ্গে বিশ্লেষক ও সংবেদনশীল আত্তীকরণের মাধ্যমে গড়ে ওঠে ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে বাচন।

প্রসঙ্গত একথাও ভোলা উচিত নয় যে অষ্টাদশ শতকের দ্রুত উন্নয়নশীল পশ্চিম ইয়োরোপে বসে ভলতের তাঁর অদেখা দূরপ্রাচ্যের চিন এবং ভারত সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁর এই রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই স্থান ও কালের প্রভাবে রচয়িতা ভলতের ইয়োরোপীয় প্রাধান্যের আত্মগরিমা থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর ধারণা অনুসারে:

> Tous ces peuples d'Extrême-Orient étaient autrefois bien supérieurs à nos peuples occidentaux dans tous les arts de l'esprit et de la main. Mais que nous avons regagné le temps perdu! Les pays où Bramante et Michel-Ange ont bâti Saint-Pierre de Rome, où Raphaël a peint, où Newton a calculé l'infini, où *Cinna* et *Athalie* ont été écrits, sont devenus les premiers pays de la terre. Les autres peuples ne sont dans les beaux-arts que des barbares ou des enfants, malgré leur antiquité et malgré tout ce que la nature a fait pour eux.
>
> [মেধার তাবৎ সৃষ্টিতে বা হস্তশিল্পে দূরপ্রাচ্যের এই জনগোষ্ঠীগুলি প্রাচীনকালে আমাদের প্রতীচ্যের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল। কিন্তু ঐ ব্যবধান আমরা কেমন অতিক্রম করে এসেছি! যেসব দেশে ব্রামান্তে বা মাইকেল অ্যাঞ্জেলো রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জে তৈরি করেছেন, যেখানে রাফাএল ছবি এঁকেছেন, নিউটন অনন্তের পরিমাপ করেছেন, যেখানে লেখা হয়েছে সিনা[৬১] বা আতালি[৬২], সেই দেশগুলি পৃথিবীর

সর্বপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। অন্য সব জনগোষ্ঠী প্রাচীন হতে পারে, হতে পারে প্রকৃতি তাদের অনেকটা সহায়তা করেছে তবু চারুকলার ক্ষেত্রে তারা হয় শুধুমাত্র বর্বর নয়ত একেবারে শিশু[৬৩]]।

তাঁর এই বক্তব্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা দ্বারা চিহ্নিত। আসলে ভলতের তাঁর সমসাময়িক অথবা পূর্ববর্তী প্রাচ্যের শিল্পকলা (স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত) ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নি। স্পষ্টত এসব ব্যাপারে তিনি এতটুকু অবহিত ছিলেন না। আর দূরপ্রাচ্য, বিশেষ করে চিন বা /এবং ভারত সম্পর্কে তাঁর পরোক্ষ জ্ঞানের সূত্র ছিল বিভিন্ন স্তরের ইয়োরোপীয়দের বিবরণ। ঐ সমস্ত বিবরণের অসম্পূর্ণতা তথা উক্ত বিবরণগুলির দৃষ্টিকোণের নিয়ামক 'অন্যের' সম্পর্কে জাত্যহংকারী অদূরদর্শী অজ্ঞতার সীমা ভলতের সব সময় অতিক্রম করতে পারেন নি।

ভলতের-এর ভারত-ভাবনার প্রকাশক রচনার তালিকা

আমাদের নির্দেশিত বিভিন্ন পর্বে চিঠিপত্র বাদ দিয়ে ভলতের-এর যেসব রচনার মধ্যে তাঁর ভারত-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলি হল,

১. 'প্রারম্ভ' পর্ব : ১৭৩৯ - ১৭৬০

<u>দার্শনিক ও ঐতিহাসিক রচনা</u>

শার্লমাইন থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত সাধারণ ইতিহাস এবং জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ (Essai sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours — ১৭৪৫ সালে মের্ক্যুর দ ফ্রঁস/Mercure de France পত্রিকায় প্রকাশিত আংশিক খসড়া; ১৭৫৩ সালে ভলতের-এর অনুমতি না নিয়ে প্রকাশিত খণ্ডিত খসড়া; ১৭৫৪ সালে ভলতের কর্তৃক প্রকাশিত একটি অংশ; অবশেষে ১৭৫৬ সালে ওপরে উল্লিখিত শিরোনামে প্রথম সম্পূর্ণ সংস্করণ)।

<u>গল্প-উপন্যাস</u>

জাদিগ অথবা নিয়তি (Zadig, ou la destinée, ১৭৪৭ সালে মেমনোঁ/Memnon শিরোনামে প্রথম সংস্করণ; ১৭৪৮ সালে 'জাদিগ' শিরোনামে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ)।

বিশ্বসংসার যেমন চলছে (Le Monde comme il va, ১৭৪৮)।

মেমনোঁ অথবা মানুষের প্রজ্ঞা (Memnon, ou la sagesse humaine, ১৭৫০)।।

সাধুসন্ত ও তাঁর বন্ধু বাবাবেক সম্পর্কে একজন তুর্কির পত্র (Lettre d'un Turc sur les Fakirs et sur son ami Bababec)।

স্কারমেন্তাদোর ভ্রমণ-কাহিনি (Histoire des voyages de Scarmentado, ১৭৫৬)।
এক সৎ ব্রাহ্মণের কাহিনি (Histoire d'un bon bramin, ১৭৫৯ সালে রচিত ও ১৭৬১ সালে প্রকাশিত)।

২. 'পরিণতি' পর্ব : ১৭৬০ - ১৭৭৮

ক. 'বেদ' অধ্যায় : ১৭৬০ - ১৭৬৭

<u>দার্শনিক ও ঐতিহাসিক রচনা</u>

দার্শনিক অভিধান (Dictionnaire philosophique, ১৭৬৪, ১৭৬৫ ও ১৭৬৭-র সংস্করণ)।
ইতিহাসের দর্শন (La Philosophie de l'histoire, ১৭৬৫; ১৭৬৯ সাল থেকে এই রচনা দিস্‌কুর প্রেলিমিনের/Discours préliminaire বা 'প্রারম্ভিক সন্দর্ভ' শীর্ষক মুখবন্ধ হিসেবে 'রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধের' নতুন সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হয়; ভলতের-এর মৃত্যুর পর ভলতের-এর রচনা-সংগ্রহের বিখ্যাত 'কেল'/ Kehl সংস্করণের 'রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধে' বর্তমান রচনাটির 'প্রারম্ভিক সন্দর্ভের' পরিবর্তে Introduction বা 'ভূমিকা' শিরোনাম ব্যবহৃত হয়)।
কাশ্মীর নগরীর প্রসাধন (Des embellissements de la ville de Cachemire)।
আমার মামার স্বপক্ষে (La Défense de mon oncle, ১৭৬৭)।

<u>গল্প-উপন্যাস</u>

সাদা আর কালো (Le Blanc et le noir, ১৭৬৪)।
অদ্ভুত ভারতীয় অভিজ্ঞতা (L'Aventure indienne, ১৭৬৭)।
বেবিলনের রাজকুমারী (La Princesse de Babylone, ১৭৬৭)।

খ. 'শাস্ত্র' অধ্যায় : ১৭৬৭ - ১৭৬৯

<u>দার্শনিক ও ঐতিহাসিক রচনা</u>

১৭৬৫ সালে লন্ডনে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ (Homélies prononcées à Londres en 1765, ১৭৬৭)।
ঈশ্বর ও মানুষ (Dieu et les hommes, ১৭৬৯)
জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ (Essai sur les moeurs et l'esprit des nations, ১৭৬৯; ১৭৫৬ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ; ভলতের-এর মৃত্যু অব্দি

বিচ্ছিন্নভাবে বা রচনা-সংগ্রহে এই গ্রন্থের পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণই ব্যবহৃত হয় — কখনো কখনো এক আধটু পরিমার্জন লক্ষ্য করা যায়)।

বর্ণানুক্রমিক যুক্তি (La Raison par alphabet, ১৭৬৯, দার্শনিক অভিধানের পরিবর্ধিত দু খণ্ডের সংস্করণ)।

গল্প-উপন্যাস

আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি (Les Lettres d'Amabed, etc., ১৭৬৯)

গ. 'সমন্বয়' অধ্যায় : ১৭৭০ - ১৭৭৮

দার্শনিক ও ঐতিহাসিক রচনা

বিশ্বকোষ সম্পর্কিত প্রশ্ন (Questions sur l'Encyclopédie, ১৭৭০-১৭৭২, ন খণ্ডে প্রকাশিত, পরবর্তীকালে ভলতের-এর রচনা-সংগ্রহের 'কেল'/Kehl সংস্করণে এই রচনাকে 'দার্শনিক অভিধানের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।

কোনো একটা পক্ষ নিতে হবে (Il faut prendre un parti, ১৭৭২)।

ভারত এবং সেনাধ্যক্ষ লালি প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা (Fragments historiques sur l'Inde et sur le général Lally, ১৭৭৩)।

আত্মা সম্পর্কে (De l'âme, ১৭৭৫)।

চৈনিক, ভারতীয় ও তাতার পত্রাবলি (Lettres chinoises, indiennes et tartares, ১৭৭৬)।

ভলতের-এর ভারত-চিন্তা — ইউরোপকেন্দ্রিক জুডিও-খ্রিস্টান চিন্তার বিরোধিতা

আমরা ইতিপূর্বে বলেছি যে ভলতের-এর প্রাচ্য তথা ভারত-ভাবনার সূত্রপাত তাঁর ইতিহাস-চর্চার মধ্যে। মধ্যযুগ থেকে শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত এমন কী অশিক্ষিত ইয়োরোপীয়দের কাছে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারণা ছিল একান্তভাবে ইয়োরোপ ও খ্রিস্টধর্ম-কেন্দ্রিক। তাছাড়া বাইবেলের ভূগোল ও কালপঞ্জির বাইরে কোনো সভ্য মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকতে পারে একথা বিশ্বাস করাটা তাদের পক্ষে ধর্মবিরোধী ও আতঙ্কজনক বলে মনে হত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত বস্যুয়ে-র বিশ্বজনীন ইতিহাস এই মানসিকতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাইবেল-এর 'পুরাতন বিধানেব' ভৌগোলিক জগতের বাইরে কোনো প্রাচীন দেশ বা সভ্যতার কথা এই ইতিহাসে নেই।

বস্তুতপক্ষে দূরপ্রাচ্য তথা ভারতের অবস্থান বাইবেল-এর ভৌগোলিক জগতের বাইরে। প্রাচ্যের এই দেশগুলির ধর্মচিন্তা এবং রীতিনীতি খ্রিস্টধর্মীয় ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জলপথে এই সব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকরা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। খ্রিস্টধর্মের আকর গ্রন্থ ইহুদি-পুরাণের ('পুরাতন বিধানের' পেন্টাটিউক/Pentateuch বলে আখ্যাত প্রথম পঞ্চপুস্তকের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার প্রয়াসে তথা এই সব দেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বৈধতা প্রমাণের জন্য) খিস্টধর্ম-প্রচারক পাদ্রিদের এক দল বললেন ভারতীয়রা আদম ও

ইভ-এর উত্তরপুরুষ নোয়া-র (Noah) সন্তান জাপেথ-এর (Japeth) পুত্র মাগগ-এর (Magog) বংশধর। নোয়া-র এই উত্তরপুরুষরা ককেশাস অঞ্চল থেকে ভারতে গিয়েছিলেন। আরেক দল পাদ্রির মতে চিনের সভ্যতা ছিল মিশরীয়দের সৃষ্টি। চিনে পাড়ি দেওয়ার পথে মিশরীয়দের একটি দল ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব তথা ভূগোল ও ইতিহাসের প্রামাণিকতা প্রমাণ করার জন্য এসব উদ্ভট উদ্‌ভাবন।

ভলতের এই জুডিও-খ্রিস্টান সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তার বিরোধী ছিলেন: Quelques-uns ont cru la race des hommes originaire de l'Indostan, alléguant que l'animal le plus faible devait naître dans le climat le plus doux. [... সবচেয়ে দুর্বল প্রাণী সবচেয়ে কমনীয় জলবায়ুতে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য, এই যুক্তিতে কেউ কেউ মনে করেছেন যে মানবজাতির আদি জন্মস্থান ভারত... [৬৪]] — এই উক্তির মধ্য দিয়ে ভলতের ভারতবর্ষ মানুষের আদি বাসভূমি হতে পারে বলে অনুমান করেছেন। অথবা তাঁর মনে হয়েছে, ...les Indiens, vers le Gange, sont peut-être les hommes les plus anciennement rassemblés en corps de peuple [...গঙ্গার কাছাকাছি ভারতীয়রা বোধ হয় সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে সবচেয়ে প্রাচীন কালে সমবেত হওয়া মানুষ[৬৫]] অথবা ...l'Inde... doit être... la contrée la plus anciennenent policée ..ভারত... অবশ্যই প্রাচীনতম সভ্য দেশ...[৬৬]]। ধর্ম ও সংস্কৃতির সীমারেখা ভাঙা মুক্তিতে বিশ্বাসী ভলতের ইয়োরোপীয় সংকীর্ণতাকে আক্রমণ করে বলেছেন:

> Il fallait être aussi ignorant et aussi téméraire que nos moines du moyen âge, pour nous bercer continuellement de la fausse idée que tout ce qui habite au-delà de notre petite Europe,… et enfin tout ce qui n'est pas nous, ont toujours été des idolâtres odieux et ridicules.
>
> [আমাদের এই ক্ষুদ্র ইয়োরোপের বাইরে যারাই বসবাস করে তারা সবাই, ...আর বলতে গেলে এক আমরা ছাড়া বাকি সবাই চিরকাল হাস্যকর আর জঘন্য পৌত্তলিক ছিল — এই ধারণা নিরন্তর লালন করার জন্য মধ্যযুগের খ্রিস্টীয় সন্ন্যাসীদের মতোই আমাদের অজ্ঞ আর গোঁয়ার হতে হয়[৬৭]]।

ইয়োরোপীয় মানসিকতার সংস্কারাচ্ছন্ন কূপমণ্ডুকতাকে ভেঙে দিয়ে তার পরিধিকে প্রসারিত করা তথা ধর্মান্ধতার পরিবর্তে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে অইয়োরোপীয় 'অন্যের' সঙ্গে, উক্ত 'অন্যের' ধ্যানধারণার জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্তভাবে প্রয়োজনীয় — এটাই ছিল ভলতের-এর বিশ্বাস। অন্যদিকে ভলতের মনে করতেন, প্রাচ্যের প্রাচীন সভ্য জাতিগুলির ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সে অর্থে কোনো আবশ্যকতা নেই। পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয়দেরই প্রয়োজন ওদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ভলতের-এর মনে হয়েছে, ...l'Inde, de qui toute la terre a besoin, et

qui seule n'a besoin de personne...[...ভারত, যাকে সমস্ত পৃথিবীর প্রয়োজন আর একমাত্র যার কাউকেই প্রয়োজন নেই...] [৬৮]।

ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে অনুধ্যানের বিকাশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এখানে বলা দরকার, আমাদের বর্তমান গ্রন্থের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বাংলা অনুবাদে ভলতের-এর নির্বাচিত দার্শনিক উপাখ্যানের উপস্থাপনা। স্বভাবতই ভলতের-এর ভারত-ভাবনা সম্পর্কে দীর্ঘ গবেষণামূলক বা বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা আমাদের উল্লিখিত বিষয়-সীমার বাইরে। অতএব আমরা এখানে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার একান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেব। এই বিবরণের লক্ষ্য দুটি: প্রথমত জ্ঞানালোকের যুগের বিখ্যাত এই দার্শনিকের চিন্তার জগতের আমাদের দেশে প্রায় অজানা একটি দিক সম্পর্কে বাংলাভাষী পাঠকের কৌতুহল জাগ্রত করা, দ্বিতীয়ত ভাষান্তরে উপস্থাপিত কয়েকটি কাহিনির ভারত প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতকে আলোকায়িত করা। প্রসঙ্গত আমরা ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে অনুধ্যানের প্রারম্ভ পর্বে যে ধারণার বীজগুলি উপ্ত হয়েছিল তার পরিচয় দিয়ে পরিণতি পর্বে উক্ত ধারণাগুলির সামগ্রিক বিকাশকে চুম্বকাকারে উপস্থাপিত করব।

দীর্ঘকালের পরিশ্রমে রচিত এবং বিভিন্ন আকারে ১৭৪৫ থেকে ১৭৭৫ পর্যন্ত ক্রম-পরিমার্জিত ও ক্রম-পরিবর্ধিত রূপে প্রকাশিত তাঁর 'শার্লমাইন থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত সাধারণ ইতিহাস ও জাতিসমূহের মানসিকতা এবং রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ' (Essai sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours) গ্রন্থ ভলতের-এর ভারতচিন্তার ক্রমবিবর্তন ও পরিণতির সাক্ষ্য বহন করে। ১৭৩৯-১৭৪০ সালে ভলতের এই ইতিহাস রচনা শুরু করেন। ১৭৪৫ সালে 'মের্ক্যুর দ ফ্রঁস' (Mercure de France) পত্রিকায় এর বিভিন্ন অংশ প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছিল 'মুখবন্ধ' (Avant-propos) ও 'ভারতবর্ষ সম্পর্কে' (Des Indes)। বলা যায় উল্লিখিত এই দুই অংশে ভলতের-এর ভারত চিন্তার প্রথম প্রকাশ ঘটে। এর পর ভলতের-এর বিনা অনুমতিতে কখনো বা অনুমতি নিয়ে এই রচনার বিভিন্ন খণ্ডিত রূপ প্রকাশিত হলেও গ্রন্থটির সম্পূর্ণ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৫৬ সালে। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে বস্যুয়ে-র 'বিশ্বজনীন ইতিহাস বিষয়ক সন্দর্ভ' গ্রন্থের একদেশদর্শী সীমাবদ্ধতার নির্দেশ করে ভলতের জানান:

> L'illustre Bossuet... en disant un mot des Arabes qui fondèrent un si puissant empire et une religion si florissante, n'en parle que comme d'un déluge de barbares. Il s'étend sur les Égyptiens; mais il supprime les Indiens et les Chinois, aussi anciens pour le moins que les peuples de l'Égypte et non moins considérables.
>
> Nourris des productions de leur terre, vêtus de leurs étoffes, amusés par les jeux qu'ils ont inventés, instruits même par

leurs anciennes fables morales, pourquoi négligerions-nous de connaître l'esprit de ces nations, chez qui les commerçants de notre Europe ont voyagé dès qu'ils ont pu trouver un chemin jusqu'à elles?

En vous instruisant en philosophe de ce qui concerne ce globe, vous portez d'abord votre vue sur l'Orient berceau de tous les arts, et qui a tout donné à l'Occident.

[যে আরবরা এমন এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য আর এমন এক সমৃদ্ধশালী ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে... শ্রুতকীর্তি বস্যুয়ে তাদের শুধুমাত্র বর্বরদের এক উপপ্লব বলে নির্দেশ করেছেন। তিনি মিশরীয়দের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন অথচ যে ভারতীয় এবং চিনেরা নিদেনপক্ষে মিশরীয় জনগোষ্ঠীর সমান প্রাচীন এবং কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় তাদের বাদ দিয়েছেন।

যাদের ভূমির ফসলে আমরা পরিপুষ্ট, যাদের কাপড়ে আমরা বস্ত্রাবৃত, যাদের উদ্‌ভাবিত ক্রীড়া আমাদের বিনোদনের উপায়, যাদের প্রাচীন নীতিকথায় আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত আর যাদের দেশে পৌঁছোনোর পথ আবিষ্কৃত হতে না হতেই আমাদের ইয়োরোপের বণিকরা তার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে সেই সব জাতির ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারে আমরা কেন অবহেলা করব?

যে প্রাচ্য শিল্পকলার লালনভূমি, যে প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে সব কিছু দিয়েছে দার্শনিক হিসেবে এই ভূমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করতে গিয়ে তোমরা প্রথমেই সেই প্রাচ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবে[৬৯]]।

'জাতিসমূহের রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধের' পূর্বোল্লিখিত খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ সংস্করণে (১৭৫৬) ভলতের ভারতের প্রাচীন সভ্যতার কথা নির্দেশ করেছেন; আলেকজাণ্ডারের অভিযানের বহু আগে থেকে গ্রিকরা বিজ্ঞানের সন্ধানে ভারতবর্ষে যেত, পিথাগোরাস[৭০] জ্ঞানার্জনের জন্য ভারতে গিয়েছিলেন; ভারতীয় নীতিকথা (পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ) বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্যে সুপরিচিত হয়েছে। এছাড়া পাশ্চাত্য ভারত থেকে পেয়েছে দাবাখেলা ও আরবদের মাধ্যমে আসা সংখ্যালিপি। ভলতের-এর ধারণা অনুসারে ভারতের বিজ্ঞানচর্চা প্রাচীন মিশরের বিজ্ঞানচর্চার চেয়েও প্রাচীন আর স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোর্তিবিজ্ঞান-ভিত্তিক কালগণনা পদ্ধতি প্রচলিত। অতীতে ইয়োরোপের এক অংশ আরবদের মাধ্যমে উর্বর ও সমৃদ্ধ ভারত থেকে আসা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য লাভ করেছে। পাশাপাশি ভলতের ভারতে সতীদাহ ও ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন কুসংস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারতবর্ষ মানুষের আদি বাসভূমি হতে পারে বলে ভলতের অনুমান করেছেন।

১৭৫৩ সালে ভলতের-এর অজ্ঞাতে তথা বিনা অনুমতিতে 'শার্লমাইন থেকে পঞ্চম চার্লস্ পর্যন্ত বিশ্বজনীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার' (Abrégé de l'histoire universelle,

depuis Charlemagne jusqu'à Charles Quint) নামে হল্যান্ডের দ্য হেগ থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থ আসলে তাঁর 'সাধারণ ইতিহাস ও জাতিসমূহের রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধের' (খসড়া পাণ্ডুলিপির) খণ্ডিত সংস্করণ। উক্ত গ্রন্থের 'ভারতবর্ষ, পারস্য, আরবদেশ ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে' (Des Indes, de la Perse, de l'Arabie et du Mahométisme) শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুসংস্কারের প্রভাবে ভারতের পতনের কথা বলা হয়েছে:

> La superstition y a dès longtemps étouffé les sciences qu'on y venait apprendre dans les temps reculés. Les Bonzes et les Bramins, successeurs des Bracmanes, y soutiennent la doctrine de la Métempsycose.
>
> [যেসব বিজ্ঞানে শিক্ষালাভের জন্য লোকে সুপ্রাচীন কালে এখানে (ভারতে) আসত বহুকাল ধরে কুসংস্কার তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণদের উত্তরাধিকারী সন্ন্যাসী আর ব্রাহ্মণরা এখানে জন্মান্তরের বিধানে বিশ্বাসী[৭১]]।

আবার খ্রিস্টধর্মী ইয়োরোপীয় পর্যটক ও খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক মিশনারিদের ভারতীয়দের সম্পর্কে বিরোধী সমালোচনা তথা আক্রমণের প্রধান যুক্তি হল, ভারতীয়রা জুডিও-খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসে একান্ত নিন্দিত মূর্তি বা 'ভুয়ো' দেবতার উপাসক। ওপরে উল্লিখিত 'বিশ্বজনীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসারে' ভারতীয়দের মূর্তি-উপাসনা সম্পর্কে ভলতের-এর মন্তব্য হল,

> Ces bramins, qui entretiennent dans le peuple la plus stupide idolâtrie, ont pourtant entre leurs mains un des plus anciens Livres du Monde, écrit par leurs premiers sages, dans lequel on ne reconnaît qu'un seul Être suprême. Ils conservent précieusement ce témoignage qui les condamne. Ils prêchent des erreurs qui leur sont utiles, et cachent une vérité qui ne serait que respectable.
>
> [এই ব্রাহ্মণরা জনসাধারণের মধ্যে নিতান্ত নির্বোধ মূর্তি-উপাসনার পরিপোষণ করেন। অথচ তাঁদের হাতে রয়েছে আদি জ্ঞানীদের লেখা পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থের একটি। এই গ্রন্থে একমাত্র অনন্য পরমেশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁদের দণ্ডিত করা সাক্ষ্য-প্রমাণ এই ব্রাহ্মণরা পরম যত্নে রক্ষা করেন। তাঁদের পক্ষে সুবিধাজনক ভ্রান্তি তাঁরা প্রচার করেন আর একান্ত শ্রদ্ধাযোগ্য এক সত্য গোপন করে রাখেন[৭২]]।

আলোচ্য গ্রন্থের ১৭৫৬ সালের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে উপর্যুক্ত উদ্ধৃত অংশগুলি অনুপস্থিত। তবে এই অংশে প্রকাশিত ধারণা ভলতের তাঁর ভারত-চিন্তার পরবর্তী কালের 'পরিণতি' পর্বের বিভিন্ন রচনায় প্রকাশ করেছেন। অবশ্য জন্মান্তর সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে।

ভলতের-এর ভারত-চিন্তার 'প্রারম্ভ' পর্বে আমরা তাঁর আরো কিছু রচনায় ভারত সম্পর্কে

মনোযোগের পরিচয় পাই। ১৭৪৭ সালে 'মেমনোঁ' (Memnon) ও পরের বছর ১৭৪৮ সালে পরিবর্তিত 'জাদিগ' (Zadig) শিরোনামে প্রকাশিত ভলতের-এর প্রথম উপন্যাসের 'মন্ত্রী' (Le ministre) শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতের উল্লেখ রয়েছে। এই উপন্যাসের একাদশ অধ্যায় 'চিতায়' (Le bûcher) ভলতের সহমরণের সমালোচনা করেছেন এবং 'ভোজ' (le souper) শীর্ষক দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশের বণিকদের সমাবেশে চিনে, মিশরীয়, ক্যাল্ডীয়, গ্রিক ও কেল্টদের পাশাপাশি 'গঙ্গাহৃদ'[৭৩] (Gangaride) ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ভলতের সেখানে ভারতীয়দের সৃষ্টিতত্ত্ব ও কালগণনার কথা উল্লেখ করেছেন, জন্মান্তরের বিশ্বাস নিয়ে কৌতুক করেছেন, ভারতীয়দের প্রাচীনতা, লিপি ও দাবাখেলার আবিষ্কার এবং নিরামিষাহারের প্রথার নির্দেশ করেছেন। এই পর্বে ভলতের-এর 'বিশ্বংসার যেমন চলছে' (Le Monde comme il va, ১৭৪৮) ও 'মেমনোঁ' (Memnon, ১৭৫০) কাহিনিতে ভারতের উল্লেখ রয়েছে। এর পর ভারত প্রসঙ্গ এসেছে ১৭৫০ সালে প্রকাশিত 'সাধুসন্ত ও তার বন্ধু বাবাবেক সম্পর্কে একজন তুর্কির পত্র' (Lettre d'un Turc sur les Fakirs et sur son ami Bababec), ১৭৫৬ সালে প্রকাশিত 'স্কারমেন্তাদোর ভ্রমণ-কাহিনি' (Histoire des voyages de Scarmentado) এবং ১৭৫৯ সালে রচিত ও ১৭৬১ সালে প্রকাশিত 'এক সৎ ব্রাহ্মণের কাহিনি' (Histoire d'un bon bramin) উপাখ্যানে। 'একজন তুর্কির পত্র' কাহিনির ঘটনাস্থল la ville de Bénarès, sur le rivage du Gange, ancienne patrie des brachmanes [গঙ্গার তীরে ব্রাহ্মণদের প্রাচীন পিতৃভূমি বারাণসী নগরী[৭৪]], চরিত্র একজন তুর্কি, তার বন্ধু একজন যুক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ, কৃচ্ছসাধনকারী নাগা-সন্ন্যাসী বাবাবেক ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। এ উপাখ্যানে রয়েছে ব্রহ্মার উল্লেখ, সন্ন্যাসীদের বেদ পাঠ, নাসাগ্রে নিবদ্ধ-দৃষ্টি ধ্যান ও বিচিত্র কৃচ্ছসাধনের বিবরণ, জন্মান্তরে বিশ্বাসের প্রসঙ্গ। ভলতের-এর ধারণায় সংস্কৃত (ভলতের-এর বানান অঁস্ক্রি/Hanscrit < হংস্কৃত < সংস্কৃত) নামে প্রাচীন ব্রাহ্মণদের une langue savante [পরিশীলিত এক ভাষায়[৭৫]] লিখিত 'বেদম্' (Veidam) le plus ancien des livres de toute l'Asie [তাবৎ এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ[৭৬]] । 'একজন তুর্কির পত্র' উপাখ্যানে ' bon citoyen, bon mari, bon père, bon ami [সৎ নাগরিক, সৎ স্বামী, সৎ পিতা, সৎ বন্ধু[৭৭]] কর্তব্যনিষ্ঠ, পরোপকারী, সামাজিক, যুক্তিনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ওমরি-র বৈপরীত্যে স্থাপন করা হয়েছে প্রশ্নহীনভাবে ব্যক্তিগত সদ্‌গতিলাভের স্বার্থপর ইচ্ছায় আচারসর্বস্ব, কৃচ্ছসাধনকারী, আত্মম্ভরী নাগা সন্ন্যাসী ও তাঁদের প্রতিভূ বাবাবেককে। এখানে যুক্তিবাদী মানবিক ন্যায়বোধ বনাম আচারসর্বস্ব চরমপন্থী ধর্মপালনের দার্শনিক প্রশ্নে ভলতের ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্বজনীনতায় পৌঁছেছেন। 'স্কারমেন্তাদোর ভ্রমণ-কাহিনির' নায়কের দীর্ঘ ভ্রমণের অন্যতম অভিজ্ঞতা হল মোঘল সম্রাট ঔরংজেব-এর আমলে গোলকুণ্ডা হয়ে দিল্লিতে আগমন এবং ঔরংজেব-এর অসহিষ্ণু ধর্মান্ধ অত্যাচারের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ। 'এক সৎ ব্রাহ্মণের কাহিনির'

নায়ক একজন সং দার্শনিক ব্রাহ্মণ। এই কাহিনিতে বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার উদ্ভব সম্পর্কে ব্রাহ্মণের জিজ্ঞাসা (তুলনীয় নাভিজন্মাণ্ডজ, কমলযোনি ব্রহ্মা; ভাগবত অনুসারে বিষ্ণুর রজোগুণ থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি), বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের প্রসঙ্গ, গঙ্গোদকের পবিত্রতা সম্পর্কে সাধারণ ভারতীয়দের প্রশ্নহীন বিশ্বাসের উল্লেখ এবং ব্রাহ্মণের 'দার্শনিক' সংশয় ও প্রশ্ন ...d'où je viens ...ce que je suis.. [...আমি কোথা থেকে আসছি, আমি কী...[৭৮], তুলনীয় ...কোঅহং, কুত আয়াত...] ইত্যাদির মধ্যে ভারত সম্পর্কে ভলতের-এর আগ্রহ, মনোযোগ ও তথ্য-সংগ্রহের নিদর্শন রয়েছে। অবশ্য অন্য এক স্তরে 'এক সৎ ব্রাহ্মণের কাহিনি' উপাখ্যানে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণের চিন্তা ও জিজ্ঞাসার মোড়কে রয়েছে লাইবনিৎস-এর তত্ত্বের সমালোচনা ও পাস্কাল-এর জিজ্ঞাসা।

ভারতীয় জনগোষ্ঠীর প্রাচীন সভ্যতা, ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার প্রাগুক্ত 'প্রারম্ভ পর্বের' ধারণাগুলি 'পরিণতি পর্বে' আমাদের নির্দেশিত 'বেদ' আর 'শাস্ত্র' অধ্যায়ে বিকাশ ও গভীরতা লাভ করে। প্রসঙ্গত প্রথমেই বলা দরকার ভলতের প্রাচ্য তথা ভারত সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ইয়োরোপ-কেন্দ্রিক স্বার্থান্বেষী ও বিরোধী মনোভাবকে আক্রমণ করেছেন। ভারতীয় ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইয়োরোপীয় হিসেবে তিনি উত্তম পুরুষ বহুবচনে বলেছেন:

> Nous n'avous jamais été chez ces peuples que pour nous y enrichir, et pour les calomnier.
>
> [আমরা চিরকালই একমাত্র ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে আর ওদের সম্পর্কে কুৎসা রটনার জন্য এই মানুষগুলির দেশে গিয়েছি[৭৯]]।

কিংবা ইয়োরোপীয় পাদ্রি ও অন্যান্যদের ভারতীয় ধর্ম শয়তানের উপাসনা জাতীয় মন্তব্য সম্পর্কে ভলতের-এর উক্তি:

> Il est temps que nous quittions l'indigne usage de calomnier toutes les sectes, et d'insulter toutes les nations.
>
> [সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে কুৎসা রটনা আর সমস্ত জাতিকে অবমাননা করার ঘৃণ্য অভ্যাস এবার আমাদের বর্জন করতে হবে[৮০]]।

অথবা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন:

> Dès que l'Inde fut un peu connue des barbares de l'Occident et du Nord, elle fut l'objet de leur cupidité, et le fut encore davantage, quand ces barbares, devenus policés et industrieux, se firent de nouveaux besoins.
>
> On sait assez qu'à peine on eut passé les mers qui entourent le midi et l'orient de l'Afrique, on combattit vingt peuples de l'Inde, dont auparavant on ignorait l'existence. Les Albuquerques et leurs successeurs ne purent parvenir à

fournir du poivre et des toiles en Europe que par le carnage.

[পাশ্চাত্য তথা উত্তরের বর্বররা যখনই ভারত সম্পর্কে যৎসামান্য জানতে পারল অমনি ভারত হয়ে উঠল তাদের ধনলালসার লক্ষ্য, আর এই বর্বররা যখন সভ্য ও শিল্পোন্নত হল তখন নতুন নতুন চাহিদার তাগিদে ভারত আরো অধিক থেকে অধিকতর ভাবে তাদের লালসার লক্ষ্যে পরিণত হল।

একথা আমরা ভালোভাবেই জানি যে আফ্রিকার দক্ষিণ ও পূর্ব ঘিরে যে সমুদ্র রয়েছে তা পার হয়েই আমরা ভারতে কুড়িটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হলাম — এই জনগোষ্ঠীগুলি ইতিপূর্বে আমাদের অজ্ঞাত ছিল। আলবুর্কেকি[৮১]-র (বা আলবুকের্ক-এর) দল আর তাদের উত্তরসূরীরা ইয়োরোপে গোলমরিচ আর থানকাপড়[৮২] সরবরাহ করার একমাত্র উপায় হিসেবে অসংখ্য মানুষকে কোতল করল[৮৩]]।

আবার ভারতে ফরাসি সেনানায়ক লালি-তোলঁদাল[৮৪]-এর ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিত বোঝাতে গিয়ে ভারতভূমিতে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির নীতিহীন, রক্তক্ষয়ী বাণিজ্য-প্রতিযোগিতার সমালোচনা করে ভলতের মন্তব্য করেছেন:

Nous avons désolé leur pays, nous l'avons engraissé de notre sang. Nous avons montré combien nous les surpassons en courage et en méchanceté, et combien nous leur sommes inférieurs en sagesse. Nos nations d'Europe se sont détruites réciproquement dans cette même terre, où nous n'allons chercher que de l'argent, et où les premiers Grecs ne voyageaient que pour s'instruire.

[আমরা তাদের দেশকে ছারখার করেছি, আমরা তাকে কালিমালিপ্ত করেছি আমাদের রক্তে। আমরা দেখিয়েছি সাহস আর বজ্জাতিতে আমরা তাদের কতটা পেরিয়ে যেতে পারি, বিচক্ষণতায় তাদের তুলনায় আমরা কতটা নিকৃষ্ট। যেখানে আমরা শুধুমাত্র অর্থের সন্ধানে হাজির হই আর যেখানে আদি গ্রিকরা যাত্রা করত একমাত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য ঐ একই ভূখন্ডে আমাদের ইয়োরোপীয় জাতিগুলি হানাহানি করে পরস্পরকে ধ্বংস করেছে[৮৫]]।

এছাড়া বিদেশিদের দ্বারা ভারতীয়দের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্য ধ্বংস হওয়ার প্রসঙ্গে ভলতের মন্তব্য করেছেন:

Les esprits ont dégénéré dans l'Inde. Probablement le gouvernement tartare les a hébétés, comme le gouvernement turc a déprimé les Grecs et abruti les Égyptiens.

[ভারতে মেধার অবনতি ঘটেছে। সম্ভবত তাতার শাসন তাকে জড়বুদ্ধি করে তুলেছে, যেরকম তুর্কি শাসন গ্রিকদের ম্রিয়মাণ ও মিশরীয়দের নষ্টবুদ্ধি করে দিয়েছে[৮৬]]।

আবার

> Ces Gangarides qui habitaient un si beau climat, et à qui la nature prodiguait tous les biens, devaient, ce me semble, avoir plus de loisir pour contempler les astres, qu'en avaient les Tartares Kalcas et les Tartares Usbeks. Les autres Tartares Portuguais, Espagnols, Hollondais et même Français, qui sont venus ravager les côtes de Malabar et de Coromandel, ont pu détruire les sciences dans ces pays-là, comme les Turcs les ont détruites dans la Grèce. Nos compagnies des Indes n'ont pas été des Académies des sciences.
>
> [যারা এমন মনোরম জলবায়ুতে বাস করত এবং প্রকৃতি যাদের এমন উদারভাবে তাবৎ সম্পদ দান করত সেই গঙ্গাহ্রদদের[৮৬] ককেশীয় তাতার ও উজবেক তাতারদের তুলনায় নক্ষত্র অবলোকনের জন্য অধিকতর অবসর ছিল বলে আমার মনে হয়। অন্য তাতাররা অর্থাৎ পর্তুগিজ, ইসপানি, ওলন্দাজ আর এমনকী ফরাসিরা মালাবার ও করমণ্ডল উপকূল ছারখার করতে এসে ঐ অঞ্চলগুলির বিজ্ঞান ধ্বংস করতে সক্ষম হল, তুর্কিরা যেমন গ্রিসে বিজ্ঞান ধ্বংস করেছে। আমাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিগুলি বিজ্ঞান পরিষদ ছিল না[৮৭]]।

ভারতে মনুষ্যজাতির উদ্ভব — 'প্রারম্ভ পর্বের' এই ধারণার বিচার করে ভলতের তাঁর ভারত-ভাবনার 'পরিণতি-পর্বে' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিভিন্ন প্রজাতির (সাদা, কালো, লাল ইত্যাদি) মানুষের উদ্ভব একই ভূমিতে হতে পারে না, তবে ভারতীয়দের উদ্ভব ভারতে অর্থাৎ les Indiens sont indigènes [ভারতীয়রা দেশজ[৮৮]]। তাঁর যুক্তি অনুসারে এর কারণ:

> ...il n'y a pas de contrée au monde où l'espèce humaine ait sous sa main des aliments plus sains, plus agréables et en plus grande abondance que vers le Gange.
>
> [...গঙ্গার কাছাকাছি অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে মানবজাতি এর চেয়ে বেশি স্বাস্থ্যকর, বেশি রু চিকর এবং এর চেয়ে অধিক পরিমাণে খাদ্যসম্ভার পেতে পারে[৮৯]]।

তাছাড়া ভারতীয় জনগোষ্ঠী পৃথিবীর 'সবচেয়ে প্রাচীন সভ্য' জাতি — **'পরিণতি পর্বে'** ভলতের তাঁর এই পুরনো ধারণা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীনতম কাল থেকে পরিচিত পারসিক, ফিনিসীয়, আরব, মিশরীয় ইত্যাদি জাতি ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে যেত — ভারতবর্ষ থেকে মশলার সম্ভার সংগ্রহ করত। ভারতীয়রা কখনোই এসব জাতির কাছে কিছু চাইতে যায় নি, কেননা তাদের কোনো অভাব ছিল না। ভলতের মন্তব্য করেছেন:

> On nous parle d'un Bacchus qui partit, dit-on, d'Égypte, ou d'une contrée de l'Asie occidentale, pour conquérir l'Inde. Ce Bacchus, quel qu'il soit, savait donc qu'il y avait au bout de notre continent une nation qui valait mieux que la sienne. Le besoin fit les premiers brigands, ils n'envahirent l'Inde que parce qu'elle était riche; et sûrement le peuple riche est rassemblé, civilisé, policé longtemps avant le peuple voleur.
> [কোনো এক বাকুস[৯০]-এর কথা আমাদের বলা হয়। তিনি নাকি মিশর বা পশ্চিম এশিয়ার অন্য কোনো একটি দেশ থেকে ভারত জয় করতে যাত্রা করেন। বোঝা যায়, ঐ বাকুস যিনিই হোন না কেন তিনি জানতেন যে আমাদের মহাদেশের প্রত্যন্তে এমন একটি জাতি রয়েছে যার গুরুত্ব তাঁর নিজের জাতির গুরুত্বের চেয়ে বেশি। চাহিদার তাগিদ আদি দস্যুদের সৃষ্টি করে, তাদের ভারতবর্ষে অভিযান করার একমাত্র কারণ হল ভারত ছিল সম্পদশালী এবং নিঃসন্দেহে সম্পদশালী জনগোষ্ঠী তস্কর জনগোষ্ঠীর বহুকাল আগে সংঘবদ্ধ, সভ্য ও পরিশীলিত হয়[৯১]]।

অথবা

> ...on ne vit jamais les peuples de l'Inde, non plus que les Chinois et les Gangarides, sortir de leur pays pour aller exercer le brigandage chez d'autres nations...
> [...কেউ কখনো ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তথা চিনে বা গঙ্গাহৃদদের নিজেদের দেশ থেকে বেরিয়ে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর বাসভূমিতে দস্যুবৃত্তি করতে যেতে দেখে নি।...[৯২]]।

ভলতের তাঁর বিভিন্ন রচনায় ভারতের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, Il est indubitable que les plus anciennes théologies furent inventées chez les Indiens [নিঃসন্দেহে ভারতীয়দের মধ্যেই প্রাচীনতম ধর্মতত্ত্বগুলি উদ্‌ভাবিত হয়েছিল[৯৩]] আর, ...les brachmanes sont les premiers législateurs de la terre, les premiers philosophes, les premiers théologiens [..ব্রাহ্মণরা হল পৃথিবীর আদি আইনপ্রণেতা,আদি দার্শনিক, আদি ধর্মতাত্ত্বিক[৯৪]]। ভলতের-এর বিচারে ভারতীয়দের ধর্ম হল, le culte pur d'un Être suprême, dégagé de toute superstition et de tout fanatisme [তাবৎ রকমের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত এক পরম সত্ত্বার বিশুদ্ধ উপাসনা[৯৫]। ভারতীয়দের ধর্ম হল, la plus ancienne forme de religion [ধর্মের প্রাচীনতম রূপ[৯৬]] এবং les premiers brachmanes avaient fondé cette religion simple [আদি ব্রাহ্মণরা এই সরল ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[৯৭]]। ভলতের-এর মতে ভারতের la religion des brachmanes est encore plus ancienne que celle des Chinois [ব্রাহ্মণদের ধর্ম চিনেদের

ধর্মের চেয়েও প্রাচীনতর[৯৮]] ।

ভারতীয়রা পৌত্তলিক, বহু-ঈশ্বরবাদী — খ্রিস্টধর্ম প্রচারক পাদ্রিদের এই আক্রমণের উত্তরে ভলতের ভারতীয়দের, simple et raisonnable [সরল ও যৌক্তিক[৯৯]] ধর্ম সম্পর্কে বলেছেন, ils reconnaissent toujours un Dieu suprême à travers la multitude de divinités subalternes [তারা (ভারতীয়রা) চিরকাল বহুসংখ্যক অধীনস্থ দেবতার মধ্য দিয়ে এক পরম ঈশ্বরকে স্বীকার করে[১০০]]। পাদ্রিদের আক্রমণ করে তিনি বলেন:

> Personne ne doute aujourd'hui que les brachmanes et leurs successeurs n'aient toujours reconnu un Dieu suprême, créateur, conservateur, rémunérateur, punisseur et miséricordieux. «Ces idolâtres, dit le jésuite Bouchet, reconnaissent un Dieu infiniment parfait, qui existe de toute éternité, et qui renferme en soi les plus excellents attributs.» Ensuite, pour prouver qu'ils sont idolâtres, il dit que, selon eux, «il y a une distance infinie entre Dieu et tous les êtres, et qu'il a créé des substances intermédiaires entre lui et les hommes.» Le jésuite Bouchet n'est ni conséquent ni poli: il veut empêcher les brames d'ériger des temples à ces êtres subalternes supérieurs à l'homme, tandis que ces brames permettaient aux jésuites de bâtir des chapelles à Ignace et à Xavier, de baiser à genoux le prétendu cadavre de Xavier, de l'invoquer, et d'offrir de l'encens à ses os vermoulus. Certes, si l'on avait demandé dans Goa à un voyageur chinois quel est l'idolâtre, ou de ce jésuite ou de ce brame, il aurait répondu, en jugeant selon les apparences: c'est ce jésuite.
>
> [আজ আর কারো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ব্রাহ্মণ তথা তাদের উত্তরসূরীরা চিরকাল সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, বরদাতা এবং শাস্তিবিধায়ক তথা করুণাময় এক পরমেশ্বরকে স্বীকার করে এসেছে। জেজুইট বুশে[১০১] বলেন, 'এই পৌত্তলিকরা অপরিসীমভাবে পরিশুদ্ধ এক ঈশ্বরকে স্বীকার করে — এই ঈশ্বর চিরন্তন এবং প্রকৃষ্টতম গুণাবলীর আধার।' এর পর ব্রাহ্মণরা যে পৌত্তলিক তা প্রমাণ করার জন্য তিনি বলেন, 'ঈশ্বর এবং তাবৎ জীবের মধ্যে রয়েছে সীমাহীন এক ব্যবধান, আর তিনি মানুষ এবং তাঁর মধ্যে অন্তবর্তী মধ্যস্থ কিছু স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।' জেজুইট পাদ্রি বুশে যুক্তিনিষ্ঠ বা মার্জিত কোনোটাই নন; তিনি মানুষের তুলনায় উন্নততর এই সত্তাগুলির উদ্দেশ্যে

ব্রাহ্মণদের মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করতে চান। অথচ ব্রাহ্মণরা যেখানে ঐ জেজুইটদের ইগনেসিয়াস[১০২] ও জ্যাভিয়ারকে নিবেদিত গির্জে তৈরি করতে বাধা দেয় নি, বাধা দেয় নি নতজানু হয়ে জ্যাভিয়ার-এর তথাকথিত শবদেহ চুম্বন করতে, তাঁর স্তুতি করতে আর তাঁর পোকায় খাওয়া হাড়গোড়ের প্রতি ধূপধুনোর অর্ঘ্য দিতে[১০৩]। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে গোয়ায় যদি কোনো চিনে পর্যটককে জিজ্ঞেস করা হত ঐ জেজুইট এবং ঐ ব্রাহ্মণের মধ্যে কে পৌত্তলিক, তাহলে পর্যটকটি যা চোখে পড়ে তার ভিত্তিতে জবাব দিত, ঐ জেজুইটই পৌত্তলিক[১০৪]]।

ভলতের-এর বিচারে ভারতের উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ুই ভারতীয় ব্রাহ্মণদের নিরামিষাশী হওয়া তথা মদ্যপান না করার কারণ, তাছাড়া ভারতীয় লিঙ্গোপসনা তাঁর কাছে কদর্য বা নিন্দনীয় বলে বোধ হয় নি — মনে হয়েছে জীবনীশক্তির, মিলিত যুগল-জীবনের উপাসনা। গঙ্গাকে 'পবিত্র' বলে গণ্য করা ভলতের স্বাভাবিক বলে উপলব্ধি করেছেন কেননা তার জল শরীর এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। তাঁর ধারণায়, খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের দীক্ষাস্নান বা ব্যাপ্টিজম্-এর চেয়ে এর মূল্য কোনো অংশে কম নয়। ব্রাহ্মণদের কল্পিত দশভূজা নারী দেবতা 'দুর্গা' (হলওয়েল-এর অনুসরণে ভলতের-এর ব্যবহৃত বিকৃত রূপ 'দ্রুগা'[১০৫]/ Drugha) রূপকমাত্র — সু বা সদ্‌গুণের প্রতীক, যিনি দশ হাতে দশ ধরনের পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। ভারতীয়দের ত্রিমূর্ত্তি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং সংহারকর্তা শিব এবং হিন্দুদের কালবিভাগ ও যুগবিভাগ সম্পর্কে ভলতের সশ্রদ্ধ আলোচনা করেছেন। আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তির ধারণা তাঁর কাছে আজগুবি বা অনাবশ্যক বলে বোধ হয় নি — কেননা কর্মফল অনুসারে জন্মান্তরের ধারণা মানুষের সামাজিক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করে।

ভলতের-এর মতে:

> La première loi des Indiens semble être l'origine de la théologie de plusieurs autres nations.
>
> [ভারতীয়দের আদি বিধান অন্যান্য কয়েকটি জাতির ধর্মতত্ত্বের উৎস বলে মনে হয়[১০৬]]।

মিশনারি পাদ্রিদের একদল ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য দেখাতে চেয়েছিলেন যে ভারতীয়রা যেহেতু তাবৎ মানুষের মতো নোয়ার বংশধর স্বভাবতই তাদের একেশ্বরবাদী আদি ধর্ম ছিল আদি খ্রিস্টধর্মের অনুরূপ। পরবর্তীকালে বহু-ঈশ্বরবাদী পৌত্তলিকতা, 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' আচার-আচরণ ঐ আদি ধর্মকে ভ্রষ্টাচারে পরিণত করেছে। অতএব 'ভুয়ো' বহু-ঈশ্বরের উপাসনার ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করে ভারতীয়দের উচিত খ্রিস্টধর্মে ফিরে যাওয়া অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হওয়া। এদিক থেকে পাদ্রিদের খিস্টধর্ম-প্রচার তথা ধর্মান্তীকরণ যুক্তিসঙ্গত ও ভারতীয়দের পক্ষে একান্ত মঙ্গলজনক। ভলতের পাদ্রিদের তৈরি করা তথ্য এবং যুক্তি পাদ্রিদের তথা খ্রিস্টধর্ম ও বাইবেল-এর বিরু দ্ধে ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিচারে খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি বা আ দিরূপ ইহুদি ধর্মতত্ত্ব আসলে ভারতীয়দের ধর্মতত্ত্বের অনুকারক ও অধমর্ণ। ভলতের-এর ধারণায়:

> C'est un singulier exemple de la stupidité humaine que nous

ayons si longtemps regardé les Juifs comme une nation qui avait tout enseigné aux autres, tandis que leur historien Josèphe avoue lui-même le contraire.

…il est évident que tous les royaumes de l'Asie étaient très florissants avant que la horde vagabonde des Arabes appelés Juifs possédât un petit coin de terre en propre, avant qu'elle eût une ville, des lois, et une religion fixe... il est bien naturel de penser que le petit peuple nouveau, ignorant, grossier, toujours privé des arts, a copié, comme il a pu, la nation antique, florissante et industrieuse.

[এতকাল ধরে আমরা যে ভেবে এসেছি যে জাতি হিসেবে ইহুদিরা অন্য সবাইকে সব কিছু শিখিয়েছে তা তুলনাহীন এক নির্বুদ্ধিতার উদাহরণ ছাড়া আর কিছু নয়, যেখানে তাদের ঐতিহাসিক জোজেফ নিজেই তার উল্টো কথাই বলেছেন।

...এ ব্যাপারটা স্পষ্ট যে ইহুদি নামে অভিহিত যাযাবর আরবদের একটা দঙ্গল যখন যথার্থ এক ভুখণ্ডের অধিকার লাভ করল, যখন তাদের একটি নগরী, আইন-কানুন আর নির্দিষ্ট একটা ধর্ম তৈরি হল তার আগেই এশিয়ার তাবৎ রাজ্য একান্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল... একথা ভাবা স্বাভাবিক যে অজ্ঞ, অমার্জিত, চিরকাল শিল্পকলা-বঞ্চিত, ক্ষুদ্র কোনো অর্বাচীন জনগোষ্ঠা তার সাধ্যমতো প্রাচীন, সমৃদ্ধিশালী এবং মেধাবী জাতির নকল করেছে[১০৭]]।

বস্তুত ভলতের-এর যুক্তিতে ইহুদিরাই হিন্দুদের অনুকরণ করেছে। ভলতের-এর মতে আব্রাহাম হল ব্রহ্মার অনুকৃবত, ত্রমূর্তি বা ত্রিরূপের (Trinity, ফ. ত্রিনিতে/Trinité) কল্পনা, ইনক-এর পুরাবৃত্ত এবং আদি মানব আদম ও ইভ-এর ধারণাও হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করা। ভলতের ছিলেন ইহুদি-পুরাণ বাইবেল-এর 'পুরাতন বিধান' ও খ্রিস্টীয় ধর্মান্ধতার বিরোধী। ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর ভাবনার মূল কথা ছিল, ভারতীয়দের সভ্যতা এবং ব্রাহ্মণদের একেশ্বরবাদী ধর্ম ইহুদিদের সভ্যতা ও ধর্মের তুলনায় বহু প্রাচীন। ফলত বাইবেল কোনো অর্থেই বিশ্বজনীন ইতিহাস হতে পারে না এবং ইহুদি ধর্ম থেকে জাত খ্রিস্টধর্মই মানুষের আদি বিশ্বজনীন ধর্ম এই দাবি ভ্রান্ত এবং প্রতারক। ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার প্রসঙ্গে ভলতের মন্তব্য করেছেন, la religion du brachmane est celle du coeur, celle de l'apôtre convertisseur est la religion des cérémonies [ব্রাহ্মণের ধর্ম অন্তরের ধর্ম আর ধর্মান্তরকারী প্রেরিত প্রচারকের ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানের ধম[১০৮]]।

যুদ্ধ ও হিংসার বিরোধী ভলতের-এর মতে ভারতীয়রা ছিল আদর্শ শান্তিপ্রিয় জাতি। তাদের ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেন:

On voit un singulier contraste entre les livres sacrés des Hébreux et ceux des Indiens. Les livres indiens n'annoncent

que la paix et la douceur; ils défendent de tuer les animaux: les livres hébreux ne parlent que de tuer, de massacrer hommes et bêtes; on y égorge tout au nom du Seigneur; c'est tout un autre ordre de choses.

[ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ ও ভারতীয়দের ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যে অনন্য একটা তফাত লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয়দের গ্রন্থগুলি একমাত্র শান্তি এবং মমতার কথা ঘোষণা করে, এই গ্রন্থগুলি জীবহত্যা নিষেধ করে ইহুদি গ্রন্থগুলি শুধুমাত্র হত্যা, দলে দলে মানুষ আর প্রাণীর নিধন করার কথা বলে, সেখানে ঈশ্বরের নামে সব কিছুর গলা কাটা হয়, এটা হল পুরোপুরি অন্য এক বিধান[১০৯]]।

ভলতের-এর ধারণা অনুসারে, l'ancienne religion de l'Inde, et celle des lettrés à la Chine, sont les seules dans lesquelles les hommes n'aient point été barbares [ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও চিনদেশের বিদ্বৎসমাজে প্রচলিত ধর্মই হল একমাত্র ধর্ম যাতে মানুষের বিন্দুমাত্র বর্বরতার পরিচয় পাওয়া যায় নি[১১০]]। গঙ্গাহৃদদের দেশ অর্থাৎ ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকা সম্পর্কে ভলতের তাঁর 'বেবিলন-এর রাজকুমারী' (La Princesse de Babylone) উপন্যাসে বলেছেন, la seule contrée de la terre où les hommes soient justes [পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে মানুষ ন্যায়পরায়ণ[১১১]]।

বিভিন্ন রচনায় ভলতের ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহের নিন্দা করেছেন। তবে এক্ষেত্রেও তিনি যুক্তিবাদী এবং নিরপেক্ষ। সতীদাহকে চরম বর্বরতা হিসেবে চিহ্নিত করে ইয়োরোপীয়দের উচ্চকণ্ঠ আক্রমণের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি লিখেছেন:

Ajoutons un mot; une centaine d'Indiennes, tout au plus, a donné ce triste spectacle; et nos inquisitions, nos fous atroces qui se sont dits juges, ont fait mourir dans les flammes plus de cent mille de nos frères, hommes, femmes, enfants, pour des choses que personne n'entendait. Plaignons et condamnons les brames; mais rentrons en nous-mêmes, misérables que nous sommes.

[একটা কথা যোগ করা যাক; খুব বেশি হলে শ খানেক ভারতীয় নারী এই করু ণ দৃশ্যের অবতারণা করেছে; আর আমাদের ধর্মীয় আদালতগুলি, বিচারক বলে আত্মপরিচয় দেওয়া আমাদের নৃশংস উন্মাদরা কারো বোধ্য নয় এমন সব কারণে এক লক্ষেরও বেশি আমাদের সহোদর, পরুষ, নারী, শিশুকে আগুনের শিখায় পুড়িয়ে মেরেছে। ব্রাহ্মণদের করুণা করতে তথা তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করতে বাধা নেই, তবে হতভাগ্য আমরা যেন আমাদের নিজেদের কথা ভুলে না যাই[১১২]]।

আবার ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> Les brames ont dégénéré de plus en plus. Leur *Cormo-Veidam,* qui est leur rituel, est un ramas de cérémonies superstitieuses, qui font rire quiconque n'est pas né sur les bords du Gange et de l'Indus, ou plutôt quiconque, n'étant pas philosophe, s'étonne des sottises des autres peuples, et ne s'étonne point de celles de son pays.
>
> [ব্রাহ্মণরা ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতরভাবে অধঃপতিত হয়েছে, তাদের আচার-পদ্ধতির সংকলন **কর্ম-বেদম** কুসংস্কারাচ্ছন্ন অনুষ্ঠানের সমাহার। এসব অনুষ্ঠান গঙ্গা আর সিন্ধুর তীরে যারা জন্মায় নি এমন যে কারো কাছে হাস্যকর বলে বোধ হবে, বরং বলা যায় দার্শনিক নয় এমন যে কেউ অন্যান্য জাতির নির্বুদ্ধিতায় অবাক হলেও নিজের দেশের নির্বুদ্ধিতায় বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয় না[১১৩]]।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কেও ভলতের বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয়দের বিভিন্ন উদ্‌ভাবন, শিল্পসৃষ্টি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়:

> ...je suis convaincu que tout nous vient des bords du Gange, astronomie, astrologie, métempsycose, etc...
>
> [এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে সবকিছুই আমাদের কাছে এসেছে গঙ্গার তীর থেকে, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ, জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি...[১১৪]]।

আলেকজান্ডার-এর আক্রমণ থেকে মুসলমান যুগ, তারপর বাণিজ্যের জন্য ইংরেজ ও ফরাসিদের ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা — এই ইতিহাস সম্পর্কেও ভলতের আলোচনা করেছেন। পর্যাপ্ত তথ্য সে যুগে অপ্রাপ্য হওয়ার ফলে এই ইতিহাস বিক্ষিপ্ত, শৃঙ্খলাহীন ও অনেকক্ষেত্রে অগভীর। তবু ভলতের-এর এই ভারত-ভাবনা 'অন্যের' ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা হিসেবে ইয়োরোপ-কেন্দ্রিকতা ও জুডিও-খ্রিস্টান চিন্তার গণ্ডী পেরোনোর জন্য 'জ্ঞানালোকের' যুগের দার্শনিক প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

ভলতের-এর ভারত-ভাবনার সামগ্রিক পর্যালোচনা

ভলতের-এর ভারত-ভাবনার সামগ্রিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হয় যে তাঁর ভারত সম্পর্কে চিন্তা ও বাচনে সে অর্থে কোনোরকম যুক্তিহীন ভাববাদ ছিল না। ভলতের কোনো অর্থেই মরমিয়া ভারত-প্রেমিক ছিলেন না। ভারতীয়দের ধর্মাচারের অধঃপতন, বিভিন্ন কুসংস্কার, পূজাপার্বণের ঘনঘটা, কৃচ্ছসাধনের আতিশয্য, অবতারবাদ ইত্যাদিকে তিনি আক্রমণ করেছেন। স্থান ও কালের প্রভাবে অর্থাৎ দূরত্ব, প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব, ভাষার প্রতিবন্ধকতা ও পরিচিতির সীমাবদ্ধতার কারণে ভলতের-এর যুগে ভারত সম্পর্কিত তথ্য ছিল অপ্রচুর, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই তথ্যগুলিও ছিল বিশেষ খ্রিস্টীয় বা ইয়োরোপীয় পঠন ও পুনর্নির্মাণ দ্বারা

বিকৃত। ভলতের-এর অবলম্বন ছিল অন্যের সংগৃহীত ও উপস্থাপিত, সীমিত, বিশৃঙ্খল তথ্য। ফলে ভারত সম্পর্কে ভলতের-এর ভাবনা নানান ধরনের ভ্রম, অস্পষ্টতা ও বিক্ষিপ্ত ধারণায় পূর্ণ। ভলতের-এর 'দার্শনিক অভিধান' থেকে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়:

> Quelques esprits creux, très savants, sont tout étonnés, quand ils lisent le *Veidam* des anciens brachmanes, de trouver que le premier homme fut créé aux Indes, etc.; qu'il s'appelait Adimo, qui signifie l'engendreur; et que sa femme s'appelait Procriti, qui signifie la vie. Ils disent que la secte des brachmanes est incontestablement plus ancienne que celle des Juifs; que les Juifs ne purent écrire que très tard dans la langue chananéenne, puisqu'ils ne s'établirent que très tard dans le petit pays de Chanaan; ils disent que les Indiens furent toujours inventeurs, et les Juifs toujours imitateurs; les Indiens toujours ingénieux, et les Juifs toujours grossiers...
>
> [একান্ত জ্ঞানী ও সংস্কারহীন কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের 'বেদ' পড়তে গিয়ে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যান। তার মধ্যে তাঁরা দেখতে পান যে আদি মানবের সৃষ্টি ভারতবর্ষে, ইত্যাদি; তার নাম ছিল আদিমো যার অর্থ হল প্রজনক; তার স্ত্রীর নাম ছিল প্রকৃতি, যার অর্থ জীবন। এই পণ্ডিতদের মতে ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় অবিসংবাদীভাবে ইহুদি সম্প্রদায়ের চেয়ে প্রাচীনতর, ইহুদিরা বহুকাল পরে প্যালেস্টিনীয় ভাষায় লিখতে শিখেছিল, কারণ তারা তো বহুকাল পরে ক্ষুদ্র প্যালেস্টাইন দেশে লিখতে শিখেছিল। এই সব পণ্ডিতরা বলেন যে ভারতীয়রা ছিল চিরকাল উদ্‌ভাবক আর ইহুদিরা চিরকাল অনুকারক, ভারতীয়রা চিরকাল কলাকুশল, আর ইহুদিরা চিরকাল অমার্জিত...[১১৫]]।

উদ্ধৃত রচনাংশটির পঠন তথা বিশ্লেষণের জন্য প্রথমেই যা একান্ত প্রয়োজনীয় তা হল তার পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপিত করা। আলোচ্য রচনাংশটি ভলতের-এর 'দার্শনিক অভিধানের' 'আদম' নিবন্ধ থেকে নেওয়া। নিবন্ধটি উক্ত গ্রন্থের ১৭৬৪ ও ১৭৬৫-র সংস্করণে ছিল না। রচনাটি প্রথম যুক্ত হয় ১৭৬৭ সালের সংস্করণে। পরবর্তীকালে যখন 'বিশ্বকোষ সম্পর্কে প্রশ্ন' (Questions sur l'encyclopédie, ১৭৭০-১৭৭২) ও 'বর্ণানুক্রমিক মতামত' (Opinion par alphabet) ও 'দার্শনিক অভিধানের' অন্তর্গত হল তখন এই নিবন্ধে 'বিশ্বকোষ সম্পর্কে প্রশ্ন' থেকে আরো একটি অংশ যুক্ত হয়, এর পর ভলতের-এর রচনাবলির কেল (Kehl) সংস্করণে এই নিবন্ধেইতিপূর্বে অপ্রকাশিত তৃতীয় একটি অংশ যোগ করা হয়। এর পর থেকে ভলতেব-এর তাবৎ রচনাবলিতে 'দার্শনিক অভিধানে' কেল-এর অনুসরণ করা হয়েছে। ১৭৬৭ সালের সংস্করণের 'আদম' নিবন্ধটি দীর্ঘতর 'আদম' নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে পরিণত হয়েছে।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃত রচনাংশটি পাঠ করতে গিয়ে যে কথাগুলি আমাদের মনে হয় তা হল:

১. 'দার্শনিক অভিধানের' ১৭৬৭ সালের সংস্করণের 'আদম' রচনাটি ভলতের-এর ভারত-ভাবনার '**পরিণতি পর্বের**' 'বেদ' অধ্যায়ের উৎপাদন, এই অধ্যায়ের 'এজুর-বেদম' প্রভাবিত ভারত-ভাবনা দ্বারা চিহ্নিত। তখনো অর্থাৎ এই রচনা লেখার সময় অব্দি ভলতের হলওয়েল রচনায় উপস্থাপিত তথাকথিত 'শাস্তা/শাস্ত্র' সম্পর্কে অবহিত হন নি। উদ্ধৃত রচনাংশটি পড়লে একথাও আমরা সহজে বুঝতে পারি যে বেদ বা অন্য কোনো ভারতীয় শাস্ত্রীয় রচনার সঙ্গে ভলতের-এর সে অর্থে কোনো পরিচয় ছিল না। তার ফলে 'বেদ' বা প্রামাণিক ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহী হলেও এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট, বলা যায়, তালগোল পাকানো — এর কারণ ছিল স্পষ্টত ঐতিহাসিক। বস্তুত তখন পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা ইয়োরোপ অপরিচিত ছিল আর তার ফলে ইয়োরোপীয় ভাষায় প্রামাণিক কোনো ভারতীয় শাস্ত্রীয় রচনা অপ্রাপ্য ছিল। 'এজুর-বেদম' নামে বেদের যে তথাকথিত ভাষ্য তিনি পড়েছিলেন তা যে জেজুইট পাদ্রিদের তৈরি জাল রচনা একথা আমরা আগেই বলেছি। ভলতের-এর পক্ষে পাদ্রিদের ঐ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত জালিয়াতি অনুধাবন করা ইতিপূর্বে উল্লিখিত ঐতিহাসিক কারণে সম্ভবপর ছিল না। বস্তুত এই 'এজুর-বেদম্' সম্পর্কে ভলতের ভাবতেন:

> C'est un ancien commentaire d'un brame nommé Shumontu sur le *Veidam*, qui est le livre sacré des anciens brachmanes. …Il est intitulé *Ézour-Veidam,* comme qui dirait: *le vrai Veidam, le Veidam expliqué, le pur Veidam*.
>
> [সুমন্ত নামে ব্রাহ্মণের রচনা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের পবিত্র গ্রন্থ **বেদের** প্রাচীন ভাষ্য।...এই গ্রন্থের শিরোনাম **এজুর-বেদম**, বলা যেতে পারে **প্রকৃত বেদ**, **বেদের ব্যাখ্যা**, **বিশুদ্ধ বেদ**[১১৬]]।

২. আমাদের আলোচ্য ভলতের-এর রচনাংশটির ধারণার সূত্র যে 'এজুর-বেদম্' তা উপলব্ধি করা যায় নিজের উদ্ধৃতি থেকে:

> *Chumontou: Adimo* est le nom du premier homme sorti des mains de Dieu. Il le doua, en le créant, de connoissances extraordinaires, et le mit sur la terre pour être le principe et l'origine de tous les autres hommes. *Prokriti* est le nom de son épouse. Voilà ce que nous enseigne le *Védam*...
>
> [সুমন্ত্র: ঈশ্বরের হাতে গড়া প্রথম পরুষের নাম **আদিমো**। সৃষ্টি করার সময় ঈশ্বর তাকে অসাধারণ জ্ঞানে ভূষিত করেছিলেন আর অন্য সব মানুষের আদর্শ এবং

জন্মদাতা হওয়ার জন্য পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। **প্রকৃতি** হল তার স্ত্রীর নাম। **বেদ** আমাদের এটাই শেখায়।...[১১৭]]।

ওপরে উদ্ধৃত সুমন্তের উক্তিটি 'এজুর-বেদম্'-এর প্রথম খণ্ডের 'আদি সৃষ্টি সম্পর্কে' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায় থেকে নেওয়া। আমরা দেখতে পাই, 'এজুর-বেদমে' ভারতীয় দর্শনের পরুষ ও প্রকৃতির অস্পষ্ট আদলের একটা কাঠামো অবলম্বন করে আদি পুরুষ 'আদিমো' আর তার স্ত্রী আদি নারী 'প্রকৃতির' সৃষ্টিকাহিনি ইহুদি-খ্রিষ্টীয় পুরাবৃত্তের ('তানাক' বা 'পুরাতন বিধানের') আদম ও হাওয়া-র কাহিনির সমান্তরালে উপস্থাপিত হয়েছে (হিব্রু 'হায়া' শব্দের প্রাচীন রূপ হল 'হাওয়া' যার অর্থ জীবন বা জীবিত — আর ঐ 'হায়া' শব্দ থেকে আসা ল্যাটিন 'এভা' শব্দের বিবর্তিত রূপ ইংরেজি 'ইভ' বা ফরাসি 'এভ')। আবার 'আদম' শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্যে অনুপ্রাণিত 'আদিমো' (Adimo) শব্দটি মনে হয় সংস্কৃত (**আদিম**) শব্দের বাঙালি উচ্চারণের প্রতিবর্ণীকরণ ('এজুর-বেদম্'-এর টীকা ৩৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'সুমন্ত' নামের প্রতিবর্ণীকরণেও বাঙালি উচ্চারণের প্রভাব স্পষ্ট)। 'এজুর-বেদমকে' বেদের ভাষ্য, প্রামাণিক সুপ্রাচীন শ্রাস্ত্রীয় রচনা হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের আলোচ্য রচনাংশে ভলতের তার অনুসরণ করছেন। 'আদিমো' (আদিম) শব্দের ভলতের-প্রদত্ত অর্থের সূত্রও 'এজুর-বেদম্'; এই অর্থ পরোক্ষভাবে 'প্রজাপতি' শব্দের ক্ষেত্রেও ভলতের 'এজুর-বেদম্'-এর সূত্র ধরে সরাসরি ইহুদি পুরাণের 'হাওয়া' শব্দের অর্থে উপস্থাপিত করেছেন। আসলে ভারতীয়দের ধর্মচারের সঙ্গে কিছুটা আপাত সামঞ্জস্য রেখে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কৌশলের অঙ্গ হিসেবে খ্রিস্টধর্মপ্রচারক জেজুইট পাদ্রিদের জন্য এই 'এজুর-বেদম' রচিত হয়েছিল। খ্রিস্টধর্ম আদিধর্ম, একমাত্র সত্যধর্ম, ভারতীয়রা আদিতে ছিল একেশ্বরবাদী, খ্রিস্টীয় ধারণার অনুবর্তী, পরবর্তীকালে তারা খ্রষ্টাচারী মূর্তি-উপাসকে পরিণত হয়েছে, এখন তাদের উচিত হল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করা, তা তাদের মোটেই ধর্মান্তরিত হওয়া হবে না, যা হবে তা হল ফের আদিধর্মে ফিরে যাওয়া। ভলতের 'এজুর-বেদমকে' বেদের প্রকৃত ভাষ্য হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন একথা আমরা এর আগেই বলেছি। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি ভারতীয়রা ইহুদিদের চেয়ে প্রাচীনতর সভ্য জাতি, এই যুক্তিতে জেজুইট পাদ্রিদের কৌশলকে তাদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ভলতের বলেন যে ইহুদিরাই তাদের পুরাবৃত্ত যা আসলে ইহুদি-খ্রিস্টীয় পুরাবৃত্ত তার জন্য ভারতীয়দের কাছে ঋণী।

৩. এখানে আমরা লক্ষ করি খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতার কৌশল হিসেবে খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি ইহুদি-খ্রিস্টীয় পুরাবৃত্তকে আক্রমণ তথা ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের প্রশস্তি করতে তথা ভারতীয় ধর্মচিন্তার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে ভলতের তাঁর যুগ ও সমাজের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ইয়োরোপীয় জুডিও-খ্রিস্টান ধারণার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। যেমন জুডিও-খ্রিস্টান মতানুসারে একেশ্বরবাদের শ্রেয়ত্ব বা তথাকথিত মূর্তি-উপাসনার নিন্দনীয় নিকৃষ্টতা সম্পর্কে কোনো মৌলিক প্রশ্ন না তুলে ভলতের বারবার প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয়রা বাহ্যত মূর্তি-উপাসক বা বহু-ঈশ্বরবাদী হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রকৃত

পক্ষে নিরাকার একেশ্বরবাদী। নিরপেক্ষ যুক্তিতে বিচার করে তিনি কখনো এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন নি যে একেশ্বরবাদ বা বহু-ঈশ্বরবাদ, সাকার বা নিরাকার উপাসনা ঈশ্বরবিশ্বাসী আস্তিক্যবাদের দুই ভিন্ন রূপ — যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোটাই কোনোটার তুলনায় শ্রেয় বা নিকৃষ্ট ভাবা অর্থহীন। একইভাবে ইহুদি ঐতিহ্য থেকে জুডিও-খ্রিস্টান বিশ্বাসে স্থান পাওয়া বিভিন্ন ধারণা বা সংস্কার — আদম-ইভ-এর কাহিনি, কুলপতি অ্যাব্রাহাম-এর বৃত্তান্ত, স্বর্গ থেকে বিদ্রোহী দেবদূতদের পতনের আখ্যান, ব্যাপ্টিজম্ বা দীক্ষাস্নানের পবিত্রতা ইত্যাদির মধ্যে ঐতিহাসিকতা বা যুক্তির বদলে যা রয়েছে তা হল যৌথ পৌরাণিক কল্পনা ও বিশ্বাস; এ কথা না বলে ভলতের দেখাতে চেয়েছেন এ সব ধারণারও উৎস ভারতীয় ঐতিহ্য। আসলে এর মধ্য দিয়ে ইয়োরোপীয় খ্রিস্টীয় ঐতিহ্য ও পরিবেশে মানুষ হওয়া ভলতের-এর মানসিকতায় এসব খ্রিস্টীয় সংস্কার বা/এবং কুসংস্কারের প্রাসঙ্গিতা ও গুরুত্ব আলোকায়িত হয়ে উঠেছে।

৪. ইহুদিদের বিরুদ্ধে ভলতের-এর বিরাগ যুক্তি অতিক্রম করে বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জাতক্রোধের রূপ নিয়েছে। উদ্ধৃত বাচনের মধ্যেও তার প্রকাশ ঘটেছে। আর এই বিরাগে ভলতের-এর ব্যক্তিগত তিক্ত অভিজ্ঞতার (ইংল্যান্ডে নির্বাসনের সময় তাঁর ইহুদি ব্যাংকারদের দেউলিয়া ঘোষণা, প্রুসিয়ায় ইহুদি হিরশেল-এর সঙ্গে মামলা) সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে জিশুহন্তা ইহুদিদের প্রতি ইয়োরোপীয় খ্রিস্টীয় সমাজের ঐতিহ্যগত যৌথ বিদ্বেষের উত্তরাধিকার।

৫. ভলতের খ্রিস্টধর্মকেন্দ্রিক ইয়োরোপীয় সংকীর্ণতার বিরোধী ছিলেন। বাইবেলই সমস্ত সত্যের আকর — খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের এই ধর্মান্ধ চিন্তাকে তিনি বারবার আক্রমণ করেছেন। উদ্ধৃত বাচনেও এই বিরোধিতা এবং আক্রমণ স্পষ্ট।

৬. ভারত ও ভারতীয় হিন্দুদের প্রতি ভলতের-এর আগ্রহ, মনোযোগ এবং শ্রদ্ধাও উদ্ধৃত বাচনে স্পষ্ট। ভলতের বিভিন্ন রচনায় পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন যে ভারতই প্রাচীন মানব-সভ্যতার লালনক্ষেত্র।

বস্তুতপক্ষে উদ্ধৃত রচনাংশের মধ্যে ভলতের-এর ভারতচিন্তার দুর্বলতা ও অস্ত্যর্থক উভয় দিকই ধরা পড়ে। এছাড়া অন্যায়ের বিরু দ্ধে নিরলস সংগ্রামী ভলতের প্রাচ্য তথা ভারতে ঔপনিবেশক ইয়োরোপীয়দের চরিত্র এবং ভূমিকা সম্পর্কে মোহহীন ছিলেন। ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে সভ্যতার বিস্তার — ঔপনিবেশক ইয়োরোপীয়দের এই ভণিতা এবং ভন্ডামি সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। 'আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি' (Les Lettres d'Amabed, etc.) উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট একটি ভারতীয় ব্রাহ্মণ চরিত্রের উক্তির মধ্যে ভলতের তাঁর ধারণা প্রকাশ করছেন,

> ...je crains mortellement l'irruption des barbares d'Europe dans nos heureux climats. ...Leur vraie divinité est l'or; ils vont chercher ce dieu à une autre extrémité du monde.

[...আমার ভয়ানক আশঙ্কা, আমাদের এই সুখশান্তিময় পরিবেশে ইয়োরোপ থেকে আসা বর্বরদের আবির্ভাব আসন্ন। ...ওদের প্রকৃত আরাধ্য হল সোনা, ঐ দেবতার সন্ধানে ওরা পৃথিবীর অপর প্রান্তে গিয়ে হাজির হচ্ছে[১১৮]]।

পাশ্চাত্যের ভারত-চিন্তার যুগবিভাগ ও ভলতের-এর অবস্থান

পরিশেষে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভলতের-এর ভারত-ভাবনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রসঙ্গত কালানুক্রমিকতার বিচারে মধ্যযুগ থেকে পাশ্চাত্যের ভারত-চিন্তাকে আমরা চারটি যুগে ভাগ করতে পারি:

ক. প্রথম যুগ হল ইয়োরোপীয়দের জলপথে ভারতে আসার আগের পর্ব। এ যুগের ইয়োরোপীয়দের ভারত সম্পর্কে ধারণার সূত্র ছিল প্রাচীন গ্রিক রচনা, গ্রিক থেকে রূপান্তরিত কিংবা পারস্য, আরবদেশ ও তুরস্ক হয়ে আসা লাতিনে অনূদিত-পরিবর্তিত বিবিধ ভারত বা ভারত সম্পর্কিত কাহিনিমূলক বিবরণ। মশলা, এবং আরো সব বিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত এক রহস্যাবৃত দেশ, তার জলবায়ু, রীতিনীতি সবই অদ্ভুত, তার ইতিহাস ভূগোল সবই রহস্যময়। এই ছিল এ যুগের ইয়োরোপীয়দের ভারত-ভাবনার সাধারণ রূপ। এ যুগকে আমরা বলতে পারি **ভারত-রহস্যের যুগ।**

খ. দ্বিতীয় যুগ হল ইয়োরোপ থেকে ভারতে আসার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের পর এ দেশে ইয়োরোপীয়দের বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের যুগ। সঙ্গে সঙ্গে এই যুগ তথাকথিত সভ্যতার প্রচারের ভণিতায় ইয়োরোপীয় খ্রিস্টধর্মীয় যাজকদের ধর্মপ্রচারেরও যুগ। এই সময়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে শিক্ষিত ইয়োরোপীয়রা ভারত সম্পর্কে কৌতূহলী ও মনোযোগী হয়ে ওঠে। অনুবাদ-সাহিত্য, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, খ্রিস্টীয় মিশনারিদের এবং ভারতে আসা ইয়োরোপীয় সরকারি বা বাণিজ্যিক কর্মচারী অথবা ভাগ্যান্বেষীদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ইয়োরোপীয়দের ভারত সম্পর্কে কৌতূহল ও মনোযোগের পরিপুষ্টি ঘটাতে থাকে। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্পনায় ভারত সম্পর্কে যে কল্পরূপ বা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে তাকে অবলম্বন করে কল্পিত ভারতীয় পরিবেশ বা/এবং ভারতীয় পাত্রপাত্রী নিয়ে এক ধরনের জনপ্রিয় সাহিত্যও এই সময়ে রচিত হয়। এই দ্বিতীয় যুগকে আমরা **ভারত-পরিচিতির যুগ** বলতে পারি।

গ. অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমে ক্রমে ভারতে ইংরেজদের আধিপত্য অবিসংবাদীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজদের আধিপত্য মেনে নিয়ে ফরাসি ও পর্তুগিজদের কিছু বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সীমিত বাণিজ্যের অধিকার বজায় থাকে। ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। এই পর্বে ১৭৮৪ সালে উলিয়াম জোনস্ (William Jones, ১৭৪৬-১৭৯৪) কর্তৃক এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (Asiatic Society of Bengal) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে জোনস্-এর সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে ভাষণ (১৭৮৬) ইয়োরোপীয় ভারত-

ভাবনার তৃতীয় যুগের সূত্রপাত করে[১১৯]। এই তৃতীয় যুগকে আমরা বলব **ভারততত্ত্বের** (Indology) **যুগ**।

ঘ. বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকে, বিশেষভাবে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইয়োরোপীয় ভারত-ভাবনার চতুর্থ পর্বের শুরু । এই পর্বকে বলা যায় **ভারতবিদ্যার** (Indian Studies) **যুগ**। ভারতবিদ্যা বলতে আমরা বিদ্যায়তনিক ভারততত্ত্বের বিবর্তনের সঙ্গে আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষা এবং ভারত সম্পর্কে অন্যান্য মানবিক বিদ্যার যোগ ও সমন্বয়ে ভারতচিন্তা বোঝাতে চাইছি।

ভলতের-এর ভারত-ভাবনা আমাদের উপর্যুক্ত বিভাগ অনুসারে দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভূক্ত। এই যুগে ভারতীয়দের সঙ্গে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় জাতির বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ভবিষ্যৎ তখনো কিছুটা অনির্ধারিত। এই আধিপত্যের দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ইংরেজ ও ফরাসিদের দ্বন্দ্বের পরিণতি লাভ করেছে। বস্তুতপক্ষে পরবর্তী তৃতীয় পর্বের ভারততত্ত্বের যুগের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্বের ভারতভাবনার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তৃতীয় পর্বে ভারত ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে স্বীকৃত। আর এই তৃতীয় পর্বে ভারততত্ত্বের চিন্তার মধ্যে চারিত্রিকভাবে ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত সাংস্কৃতিক রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্বের ভারত পরিচিতির যুগের ভারত-ভাবনা বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক বা/এবং সাংস্কৃতিক। ভারততত্ত্বের ফলশ্রুতি হল তুলনামূলক ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষাতত্ত্ব; আর তার অনুষঙ্গী হল 'আর্যজাতির' ভৌগোলিক বিস্তারের ইতিহাস, ভারতে বৈদিক ও হিন্দুযুগের ভারতীয় 'আর্য' সভ্যতার 'স্বর্ণযুগের' ধারণা। আর এই ভারততত্ত্বের সাংস্কৃতিক রাজনীতির পরিপূরক সিদ্ধান্ত হল, ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় হিন্দুরা একই 'আর্যজাতির' (বিপরীত অনার্য সেমেটিক, মঙ্গোল, নিগ্রো ইত্যাদি) বংশধর, ভারতীয় 'আর্যভাষাগুলি' এবং ইয়োরোপীয় ভাষাসমূহ একই ইন্দো-ইয়োরোপীয় 'আর্যভাষাগোষ্ঠীর' অন্তর্ভূক্ত। এর তাৎপর্য হল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও ইয়োরোপীয় সভ্যতা 'আর্যত্বের' আত্মীয়তা-সূত্রে গ্রথিত। অনার্যদের সংস্পর্শ এবং শাসনে ভারতে 'আর্যসভ্যতার' 'স্বর্ণযুগের' অবসান ঘটেছিল, ভারতীয় 'আর্যসভ্যতার' অবক্ষয় ও পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। অবশেষে ইয়োরোপীয় 'আর্যদের' সংস্পর্শে নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে — ইয়োরোপীয় ঔপনিবেশিক আ ধিপত্য তাই ভারতীয়দের পক্ষে মঙ্গলজনক — পুনরুজ্জীবনের সূচনা ।

ভলতের-এর স্বপ্ন: মানব-পরিবারের মিলন

ইয়োরোপের সঙ্গে সম্পর্কের মাত্রার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গী ইয়োরোপে 'ভারত' অভিধেয় বিষয়টির তাৎপর্য-নির্ধারক মানসিকতা গড়ে তুলেছিল। এই মানসিকতাই আমাদের পূর্বোক্ত ভারত-ভাবনার চারটি যুগের চারিত্রিক ভিন্নতার ভিত্তি। এদিক থেকে বলা যায়, ভলতের কোনো অর্থেই ভারততাত্ত্বিক ছিলেন না। ফ্রান্সে অঁকতিল-দ্যুপেরোঁকে[১২০] (Anquetil-Duperron)

আমরা ভারততাত্ত্বিকদের পূর্বসূরী বলতে পারি। ভারতীয়দের সঙ্গে ইয়োরোপীয়দের 'আর্যত্বের' আত্মীয়তা ভলতের-এর অজ্ঞাত ছিল। জ্ঞানালোকের দার্শনিক ভলতের ইয়োরোপীয় হিসেবে সম্পূর্ণ অনাত্মীয়, বিদেশি 'অন্য' ভারতীয়দের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে আগ্রহী হয়েছিলেন। পর্যটক, খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পাদ্রি ও ঔপনিবেশকদের সংগৃহীত ও সংজ্ঞাপিত তথ্যের ভিত্তিতে ইয়োরোপ এবং খ্রিস্টধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত অক্ষবিন্দুতে অবস্থিত ভারত ও হিন্দুধর্মকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। সংস্কারমুক্ত যুক্তির নিরিখে তিনি এই 'অন্যের' ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে আহৃত সীমিত বা/এবং কখনো কখনো বিকৃত তথ্যকে বিচার তথা বিষেণ করতে চেয়েছেন। ইয়োরোপীয় কূপমণ্ডূকতা এবং খ্রিস্টধর্মীয় সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা এবং কুসংস্কার থেকে মুক্তি, মানসিক প্রসার আর স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনে বিপ্রতীপ ভারতকে জানা ও বোঝা ভলতের-এর কাছে আবশ্যক বলে বোধ হয়েছিল। 'অন্যকে' জানা ও বোঝার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতার উপলব্ধি এবং মানবিকতার ভিত্তির ওপর নতুন আন্তর্জাতিকতার যুগের সূচনা ভলতের কল্পনা করেছিলেন। ভলতের-এর সৃষ্ট চরিত্র 'জাদিগ' (Zadig) ঘটনাচক্রে ক্রীতদাস হয়ে তাঁর প্রভু একজন আরব বণিকের সঙ্গে বালজোরা-র (বসোরা-র) মেলায় গিয়েছিলেন,

> ... où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il lui paraissait que l'univers était une grande famille qui se rassemblait à Balzora.
>
> [...সেখানে মানুষের বাসযাগ্য সারা পৃথিবীর বড় বড় বণিকরা একত্রিত হতেন। বিভিন্ন দেশের এত মানুষকে এক সঙ্গে এক জায়গায় দেখে জাদিগ গভীর সান্ত্বনা লাভ করলেন। তাঁর মনে হল, বিশ্বসংসার বিরাট একটি পরিবার। এই পরিবার বালজোরায় এসে মিলিত হয়েছে[১২১]]।

'বিশ্বসংসার বিরাট একটি পরিবার'— এটাই ছিল ভলতের-এর বিশ্বাস। এই 'পরিবারের' মিলন ছিল তাঁর স্বপ্ন।

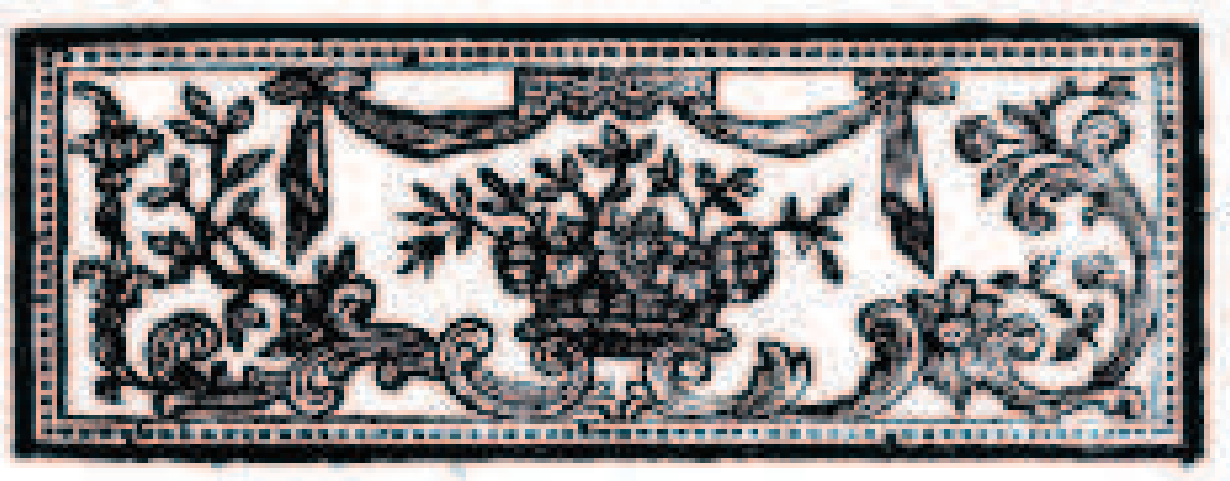

ভলতের ও ভারত

টীকা

১. ফ্রঁসোআ বের্নিয়ে (François Bernier, ১৬২০-১৬৮৮): পেশায় ডাক্তার ফরাসি পর্যটক বের্নিয়ে মিশর হয়ে ভারতবর্ষে উপনীত হন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার পর তিনি দিল্লিতে সম্রাট শাহ্ জাহান-এর মোগল দরবারে প্রবেশাধিকার পান। তিনি ছ বছরের মতো ভারতবর্ষে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন-অধিকার, বন্দী দারা শিকোকে কর্দমাক্ত হাতির পিঠে চড়িয়ে দিল্লির পথে পথে ঘোরানো ইত্যাদি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন বের্নিয়ে। ঔরঙ্গজেব-এর শাসনকালের শুরুতে মোঘল সাম্রাজ্যের শিখরস্পর্শী গৌরব, ঔরঙ্গজেব-এর চরিত্র, মোগল দরবার ইত্যাদি বিষয়ে পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের অন্যতম প্রধান আকর-রচনা হল বের্নিয়ে-র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। বের্নিয়ে প্রথমে প্রকাশ করেন 'মোগল অধিপতির রাজ্যসমূহের সর্বশেষ পরিবর্তনের ইতিহাস' (Histoire de la dernière révolution des états du Grand Mogol, ১৬৭০) গ্রন্থ। ১৬৮৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর মোগল অধিপতির রাজ্যসমূহের, হিন্দুস্তানের বর্ণনাসহ... ফ্রঁসোয়া বের্নিয়ের ভ্রমণ' (Voyages de F. Bernier, contenant la description des états du Grand Mogol, de l'Indoustan...)। বের্নিয়ে-র মৃত্যুর পর হিন্দুদের ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে দীর্ঘ দুটি পত্রসহ এই গ্রন্থের একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৬৯৯)। প্রথম গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের (১৬৭১) ভিত্তিতে জন ড্রাইডেন (John Dryden, ১৬৩১-১৭০০) তাঁর 'আউরেঙ্গজেব' (Aurenzebe, ১৬৭৫) নাটক রচনা করেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে বের্নিয়ে-র দুটি বই রয়েছে: Suites des Mémoires sur l'empire du Grand Mogul, দু খণ্ড, প্যারিস, ১৬৭১; Voyage contenant la description des états du Grand Mogul, দু খণ্ড, অ্যামস্টারডাম, ১৭২৫। বের্নিয়ে সম্পর্কে ভলতের ভাবতেন, Beriner est un philosophe, mais il n'emploie pas sa philosophie à s'instruire à fond du gouvernement [বের্নিয়ে একজন দার্শনিক, কিন্তু তিনি শাসনব্যবস্থার গভীরে ঢুকে তাকে অনুধাবন করার জন্য তাঁর দর্শনকে তিনি ব্যবহার করেন না*]।

২. জঁ ব্যতিস্ত তাভের্নিয়ে (Jean-Baptiste Tavernier, ১৬০৫-১৬৮৯): প্রটেস্ট্যান্ট মানচিত্র-ব্যবসায়ীর পুত্র তাভের্নিয়ে ছিলেন ধনী বনিক। ১৬৩২ থেকে ১৬৬৮ সালের মধ্যে তিনি ছবার প্রাচ্যদেশে দীর্ঘ পর্যটন সম্পন্ন করেন। তিনি তুরস্ক, প্যালেস্টাইন, আফ্রিকার একটি অংশ,

---

* রীতিনীতি ও জাতিসমূহের মানসিকতা সম্পর্কে নিবন্ধ, অধ্যায় ১৫৭, মোগলদের সম্মন্ধে, র.স., খ. ১৪, পৃ. ৪৩৮ (Essais sur les mœurs et l'esprit des nations, ch.157, Du Mogol, O.C., T, 14, p.438.)।

পারস্য, ভারতবর্ষ, সুমাত্রা ও জাভায় ভ্রমণ করেন। তিনি ভারতবর্ষে গোলকুণ্ডা অবধি বিভিন্ন স্থানে পর্যটন করেন। ১৬৬৯ সালে রাজা চতুর্দশ লুই তাঁকে আভিজাত্যের মর্যাদা দেন। ১৬৭৬ সালে তাভের্নিয়ে সুইজারল্যান্ডে 'ওবনের ব্যারন' (baron d'Aubonne) খেতাব লাভ করেন। ১৬৭৫ সালে দু খণ্ডে প্রকাশিত হয় 'চল্লিশ বছর ব্যাপী এবং সম্ভাব্য তাবৎ যাত্রাপথে তুরস্ক, পারস্য এবং ভারতবর্ষে ওবন-এর ব্যারন, জঁ-বাতিস্ত তাভের্নিয়ে একুইয়ে-র ছবার ভ্রমণ, তৎসহ প্রতিটি দেশের গুণাগুণ, ধর্ম, শাসনব্যবস্থা, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিচার, তার সঙ্গে ঐ দেশগুলিতে প্রচলিত আকার, ওজন ও মুদ্রার মূল্য' (Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, écuyer, baron d'Aubonne, qu'il a fait en Turquie, en Perse, et aux Indes, pendant l'espace de quarante ans, et par toutes les routes que l'on peut tenir, accompagnés d'observations particulières sur la qualité, la religion, le gouvernement, les coutumes et le commerce de chaque païs, avec les figures, le poids et les monnoyes qui y ont cours)। ফ্রান্সে ১৬৮৫ সালে 'নঁৎ-এর সনদ' (édit de Nantes — টীকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রত্যাহারের পর প্রটেস্ট্যান্টদের প্রতি অত্যাচার এড়াতে তাভের্নিয়ে সুইজারল্যান্ডের ওবনে আশ্রয় নেন। এরপর তিনি মস্কো হয়ে সপ্তম ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন। ১৬৮৯ সালে মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে রয়েছে ১৬৭৯ সালে প্যারিস থেকে দুখণ্ডে প্রকাশিত তাভের্নিয়ে-র ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। তাভের্নিয়ে সম্পর্কে ভলতের লিখেছেন, Tavernier parle plus aux marchands qu'aux philosophes, et ne donne guère d'instructions que pour connaître les grandes routes et pour acheter des diaments [তাভের্নিয়ে-র উদ্দিষ্ট শ্রোতা দার্শনিকরা যতটা না তার চেয়ে অনেক বেশি হল বণিকরা, তাভের্নিয়ে বড় বড় সড়কের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তথা হিরে কেনার জন্য খবরাখবর ছাড়া আর বেশি কিছু দেন না**]।

৩. জঁ শার্দ্যাঁ (Jean Chardin, ১৬৪৩-১৭১৩): ফরাসি পর্যটক জঁ শার্দ্যাঁ হিরের ব্যবসা করার জন্য পারস্য ও ভারতবর্ষে যান। তিনি কয়েক বছর ইসপাহানে কাটান। ইয়োরোপে একবার ফিরে (১৬৭০) তিনি আবার পারস্য ও ভারতবর্ষ সহ এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করার জন্য বেরিয়ে পড়েন। ১৬৮০ সালে ফিরে এসে তিনি ইংল্যান্ডে বসতি স্থাপন করেন। এরপর তিনি হল্যান্ডে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। প্রথম ভ্রমণের পর ১৬৭০ সালে প্রকাশিত হয় শার্দ্যাঁ-র পারস্য ভ্রমণের ভিত্তিতে লেখা 'পারস্যের রাজা দ্বিতীয় সুলেমান-এর বিবরণ' (Le Récit du roi de

** রীতিনীতি ও জাতিসমূহের মানসিকতা সম্পর্কে নিবন্ধ, অধ্যায় ১৫৭, মোগলদের সম্মন্ধে, র.স., খ. ১৪, পৃ. ৪৩৭-৪৩৮ (Essais sur les mœurs et l'esprit des nations, ch. 157, Du Mogol, O.C., T, 14, p.437-438.)।

Perse Soliman II)। এর পর শার্দ্যাঁ-র দ্বিতীয় ভ্রমণের পর 'পারস্য ও প্রাচ্যের অন্যান্য স্থানে শভালিয়ে শার্দ্যাঁ-র ভ্রমণ' (Voyages du Monsieur le chevalier de Chardin en perse et autres lieux de l'Orient, ১৬৮৬, ১৭১১, ১৭২৬) প্রকাশিত হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে রয়েছে অ্যামস্টারডাম থেকে ১৭১১ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত শার্দ্যাঁ-র পূর্বোক্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

৪. **রবের শাল (Robert Challe, ১৬৫৯-১৭২১):** ছটি জাহাজের একটি বাহিনীর সঙ্গে রবের শাল ১৬৯০ সালে ফ্রান্সের লোরিয়ঁ (Lorient) থেকে পন্ডিচেরি অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁর দায়িত্ব হয় ভারতবর্ষে ফরাসি বাণিজ্যকে সংগঠিত করা আর ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাহাজকে তাড়া করা। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, লড়াই, সমুদ্রঝড়, প্লেগ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মার্তিনিক দ্বীপ হয়ে তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৭২১ সালে তিন খণ্ডে শাল-এর 'প্রাচ্যের ভারতবর্ষে ভ্রমণের দিনলিপি' (Journal d'un voyage fait aux Indes orientales) প্রকাশিত হয়। সেন্ট পিটার্সবুগে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে দ্য হেইগ থেকে প্রকাশিত শাল-এর পূর্বোক্ত তিন খণ্ডের ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি রয়েছে।

৫. **জঁ দ তেভ্নো (Jean de Thévenot, ১৬৩৩-১৬৬৭):** ফরাসি পর্যটক জঁ দ তেভ্নো ১৬৫৫ থেকে ১৬৬৫ সালের মধ্যে তুরস্ক, মিশর, পশ্চিম এশিয়া, পারস্য এবং ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেন। তাঁর ভারতবর্ষে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত 'হিন্দুস্তান সম্পর্কে, নতুন মোগলদের তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য ও জাতি বিষয়ে বিবরণ সম্বলিত শ্রীযুক্ত দ তেভ্নো-র ভ্রমণ' (Voyages de Mr. de Thévenot, contenant la relation de l'Indostan, des nouveaux Mogols, et des autres Peuples et Pays des Indes) ১৬৮৪ সালে প্রকাশিত হয়। তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষাবিদ এই ফরাসি পর্যটকের সম্পূর্ণ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পরবর্তীকালে 'তিন ভাগে বিভক্ত এবং পাঁচ খণ্ডে বিন্যস্ত শ্রীযুক্ত দ তেভনো-র ইয়োরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার ভ্রমণ' (Voyages de Mr. de Thévenot en Europe, Asie et Afrique divisés en trois parties contentant cinq tomes, ১৭২১) নামে নতুন করে প্রকাশিত হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে তেভ্নো-র পূর্বোক্ত ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি রয়েছে।

৬. **মোঁতেস্কিয়্যো (শার্ল লুই দ সগোঁদা, বারোঁ দ লা ব্রেদ এ দ মোঁতেস্কিয়্যো/Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, ১৬৮৯-১৭৫৫):** অভিজাত-পরিবারে বর্দোর কাছে ব্রেদের (la Brède) দুর্গ-প্রাসাদে মোঁতেস্কিয়্যো-র জন্ম। সাধারণ শিক্ষার পর তিনি আইন অধ্যয়ন করেন। ১৭১৪ সালে তিনি বর্দোর পার্লামেন্টের উপদেষ্টা ও দুবছর পর তার সভাপতির পদ লাভ করেন। বিচারক হিসেবে তিনি সুনাম অর্জন

করেন। এর মধ্যে মোঁতেস্কিয়্যো-র অস্বাক্ষরিত রচনা 'পারসিক পত্র' (Lettres persanes, ১৭২১) প্রকাশিত হয়। পত্রাকারে লেখা এই উপন্যাসোপম রচনার মূল কাহিনি হল, উসবেক ও রিতা নামে দুই পারসিক ইয়োরোপে (বিশেষভাবে ফ্রান্সে) ঘুরতে এসেছেন; তাঁরা দেশে চিঠি লেখেন ও তার উত্তর পান। এই পত্রগুলির মধ্যে বিদেশির চোখে ফ্রান্সের সমাজ, শাসনব্যবস্থা ও রীতিনীতির বিবরণের মাধ্যমে মোঁতেস্কিয়্যো স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বিদ্রুপ বা সমালোচনা করেছেন। তাঁর এই অভিনব রচনাপদ্ধতি ভলতের সহ পরবর্তী লেখকদের অনেকেই অনুসরণ করেন। ১৭২৬ সালে মোঁতেস্কিয়্যো প্যারিসে এসে তাঁর পদ বিক্রি করেন। ১৭২৭ সালে তিনি ফরাসি অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক সংগঠন ও সংবিধান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞ ানলাভের উদ্দেশ্যে ১৭২৮ সালে মোঁতেস্কিয়্যো ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ শুরু করেন। জার্মা নি, অস্ট্রিয়া, ইতালি, সুইজারল্যান্ড ও হল্যান্ড ভ্রমণের পর তিনি ১৭২৯ সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডে যান। প্রায় দুবছর ইংল্যান্ডে কাটিয়ে মোঁতেস্কিয়্যো ব্রেদে তাঁর পারিবারিক দুর্গ-প্রাসাদে ফিরে আসেন। এখানে তিনি তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার নিরিখে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই দুটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক গ্রন্থের বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রসংগঠন ও রাষ্ট্রনীতি। এই গ্রন্থ দুটি হল 'রোমানদের গৌরব ও অবক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে বিচার' (Considérations sur;les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence, ১৭৩৪) এবং 'আইনের মর্ম' (L'Esprit des Lois, ১৭৪৮)। 'আইনের মর্ম' গ্রন্থে মোঁতেস্কিয়্যো বিভিন্ন ধরনের সরকারের সাংগঠনিক শ্রেণীবিভাগ করে প্রতিটি রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক নীতির বিশ্লেষণ করেন এবং ক্ষমতার বিভাজন ও রাজনৈতিক উদারনীতির প্রতি পক্ষপাত দেখান। এই গ্রন্থের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর আলোচনা হয়। ১৭৫১ সালে মোঁতেস্কিয়্যো-র 'আইনের মর্মের স্বপক্ষে' (Défense de l'Esprit des Lois) নামে রচনা প্রকাশিত হয়।

৭. রজের (Abraham Roger বা Rogerius, ? -১৬৪৯): ওলন্দাজ প্রটেস্ট্যান্ট পা দ্রি (চ্যাপলেন) হিসেবে করমণ্ডল উপকূলে মাদ্রাজের কাছে ওলন্দাজ বাণিজ্য কেন্দ্র পলিকটে দশ বছর (১৬৩১-১৬৪১) কাটান। এখানে তামিল হিন্দুদের সঙ্গে বাস করে তিনি তাদের ধর্ম তথা ধর্মীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। দক্ষিণ ভারত থেকে তিনি ওলন্দাজ উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া (বর্তমান জাকার্তা) সহরে যান এবং সেখানে পাদ্রি হিসেবে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেন। হল্যান্ডে ফিরে এসে গুডা (Gouda) শহরে ১৬৪৭ সালে আব্রাহাম রজের মারা যান। ১৬৫১ সালে তাঁর হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত গ্রন্থ 'গোপন পৌত্তলিকতার জগতের মুক্ত দ্বার' (De open-deure tot het verborgen heydendom)। ১৬৭০ সালে প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থের তোমা লা গ্রু (Thomas La Grue) কৃত ফরাসি অনুবাদ 'মূর্তি-উপাসনার নাট্যশালা বা গুপ্ত পৌত্তলিকতাকে জানার জন্য মুক্ত দ্বার... (Le Théâtre de l'idolâtrie, ou, la porte ouverte, pour parvenir à la connaissance du paganisme caché...)।

৮. কির্চের (Athanasius Kircher, ১৬০২-১৬৮০): আথানাসিউস কির্চের-এর জন্ম পশ্চিম জার্মানির ফুলডা (Fulda) সহরের কাছে একটি গ্রামে। ১৬১৪ থেকে ১৬১৮ অব্দি ফুলডা-র জেজুইট বিদ্যায়তনে শিক্ষার পর তিনি যাজকের শিক্ষানবিশি করেন। প্রটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে তিরিশ বছরের গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানিতে উদ্‌বাস্তু হয়ে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভ্যুইরৎস্‌বুর্গ (Würzburg) ও দক্ষিণ ফ্রান্সের অভিনিয়োঁর (Avignon) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর কির্চের ঘটনাচক্রে রোমে উপস্থিত হন। অধ্যাপনা ও জ্ঞানচর্চার মধ্যে কির্চের রোমে তাঁর বাকি জীবন কাটান। বহুভাষাবিদ, মিশরতত্ত্ব, চিনতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র ও বিভিন্ন বিজ্ঞানে কৃতবিদ্য এই জেজুইট পণ্ডিত ছিলেন নবজাগরণের জ্ঞানচর্চার অন্যতম প্রতিভূ। প্রাচ্যতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে চল্লিশটি গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তিনি রোগের কারণ হিসেবে বীজাণুতত্ত্ব এবং ম্যাজিক লণ্ঠনের উদ্ভাবক। ভলতের-এর প্রাচ্য সম্পর্কে মনোযোগ প্রসঙ্গে কির্চের যে গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য তা হল্‌ China monumentis qua sacris, qua profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata (১৬৬৭)। ১৬৭০ সালে উল্লিখিত ল্যাটিন গ্রন্থটির 'আতানাজ কির্শের-এর চিন' (La Chine d'Athanase Kirchère) নামে ফরাসি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

৯. দ্যু আল্‌দ (Jean-Baptiste du Halde, ১৬৭৪-১৭৪৩): জেজুইট পাদ্রি জঁ-বাতিস্ত দ্যু আলদ্‌-এর চার খণ্ডে প্রকাশিত 'চিন সাম্রাজ্যের তথা চৈনিক তার্তারিয়ার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, কালক্রমিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিবরণ' (Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, ১৭৩৫, পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৭৩৬) অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অব্দি চিন সম্পর্কে বিশ্বকোষ হিসেবে গণ্য হত। দ্যু আলদ্‌ কখনো চিনে যান নি। চিনে অবস্থান বা/এবং পর্যটনকারী সাতাশ জন ফরাসি জেজুইট ধর্মপ্রচারকের প্রেরিত বিবরণ ও চিঠিপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। একাধিক মানচিত্র ও চিত্র সম্বলিত এই গ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হল: চিনের ভূগোল, ইতিহাস, প্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চিনে মাটির বাসন ও অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন-পদ্ধতি, ধর্মাচার, কনফুসিয়াস-এর চিন্তা ইত্যাদি। এই গ্রন্থ চিনের সভ্যতা, ইতিহাস ও ধর্ম সম্পর্কে ইয়োরোপের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, চিন হয়ে ওঠে যুক্তিবাদী প্রাকৃতিক ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টান্ত। ভলতের খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে প্রথমে চিন ও পরে ভারতের ধর্মকে ব্যবহার করেন।

১০. দিদরো: 'জ্ঞানালোক-দীপ্ত ইয়োরোপের মূর্ত প্রতীক্‌ ভলতের' অধ্যায়ের টীকা ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১১. জোকুর (Louis, chevalier de Jaucourt, ১৭০৪-১৭৭৯): লুই শভালিয়ে দ জোকুর-এর জন্ম প্যারিসে। সুইজারল্যান্ডের জেনিভায় ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা শেষ করে তিনি ইংল্যান্ডে কেম্ব্রিজে তিন বছর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। কেম্ব্রিজ থেকে জোকুর যান হল্যান্ডের লেইডেন (Leiden, ফ. লেইদ/Leyde) সহরে। সেখানে তিনি সেযুগের বিখ্যাত ওলন্দাজ ডাক্তার হেরমান বোয়েরহাভে-র (Hermann Boerhaave, ১৬৬৮-১৭৩৮) ছাত্র হিসেবে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। চিকিৎসাবিদ্যার উপাধি পেয়ে তিনি কেবলমাত্র দরিদ্র ও আর্তদের চিকিৎসা করবেন বলে স্থির করেন। শান্তিতে একনিষ্ঠভাবে জ্ঞানর্চচা করার জন্য তিনি উত্তরা ধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পত্তির এক অংশ ত্যাগ করেন। নীরব, প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের প্রতি নিস্পৃহ জোকুর ছিলেন দিদরো ও দালঁবের সম্পাদিত 'বিশ্বকোষের' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণকারী। চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ে, সংখ্যার হিসেবে 'বিশ্বকোষের' সত্তর হাজার নিবন্ধের মধ্যে আঠারো হাজার নিবন্ধের রচয়িতা জোকুর। 'বিশ্বকোষের' বাইরে জোকুর-এর ব্যক্তিগত রচনার সংখ্যা নগণ্য।

১২. আবে রেইনাল (abbé Guillaume Raynal, ১৭১৩-১৭৯৬): সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে চিন্তা ও বিশ্লেষণ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের ভাষায় 'দর্শন' চর্চার জন্য গিয়োম রেইনাল যাজকবৃত্তি ত্যাগ করেন। তাঁর 'আবে' পদবি ঐ যাজকবৃত্তির স্মৃতিচিহ্ন। তিনি 'বিশ্বকোষের' দার্শনিক মণ্ডলীর মিলনকেন্দ্র দলবাক (Paul Henri, baron d'Holbach, ১৭২৩-১৭৮৯) ও এলভেতিয়্যুস-এর (Claude Adrien Helvétius, ১৭১৫-১৭৭১) সালোঁতে যাতায়াত করতেন। ১৭৫০ সালে রেইনাল 'মের্ক্যুর দ ফ্রঁস' (Mercure de France) পত্রিকার পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৭৭০ সালে তাঁর ঔপনিবেশিতা ও খ্রিস্টধর্মান্তরিতকরণের বিরোধী 'দুই ভারতে ইয়োরোপীয়দের প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যের দার্শনিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস' (Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেন্ট পিটার্সবুগে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে রয়েছে রেইনাল-এর বইয়ের অ্যামস্টারডাম থেকে ১৭৭১-১৭৭৪ সালে সাত খণ্ডে প্রকাশিত একটি সংস্করণ। ১৭৭৪ সালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাটিকানের ক্যাথলিক কর্তৃপক্ষ গ্রন্থটিকে 'ইনডেক্স' (Index) বা নিষিদ্ধ গ্রন্থের তালিকাভুক্ত করেন। গ্রন্থটি বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়। ১৭৭৭ সালে এই গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণ পূর্বের দুই সংস্করণের পরিবর্ধিত রূপ এবং ইয়োরোপীয় স্বৈরাচার ও খ্রিস্টধর্মীয় কুসংস্কারের প্রতি অধিকতর আক্রমণাত্মক। এবার প্যা রিসের পার্লামেন্ট গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ করে এবং সর্বসমক্ষে সরকারিভাবে গ্রন্থটি পোড়ানো হয়। গ্রন্থের রচয়িতাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়। রেইনাল ফ্রান্স ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি প্রথমে প্রুসিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ও পরে রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন-এর আশ্রয়

গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ সালে তিনি দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ফরাসি বিপ্লবের হিংসাত্মক রক্তক্ষয়ী পদ্ধতিকে রেইনাল সমর্থন করতে পারেন নি।

১৩. মোঁতেস্কিয়্যো: আইনের মর্ম, নতুন সংস্করণ, লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত, সংশোধিত এবং যথেষ্ট পরিবর্ধিত, লন্ডন, ১৭৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্দশ ভাগ, জলবায়ুর চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আইন, অধ্যায় ১৫, জলবায়ুর চরিত্র অনুসারে জনসাধারনের ওপর আইনের আস্থা, পৃ. ৫৯ (Montesquieu: L'Esprit des lois, nouvelle édition, revue, corrigée et considérablement augmentée par l'auteur, Londres, 1777, T. II, LivreXIV: Des loix, dans le rapport qu'elles ont avec la nature du climat. Chapitre XV: De la différente confiance que les lois ont dans le peuple, selon les climats, p. 59.)।

১৪. দালঁবের: 'জ্ঞানালোকদীপ্ত ইয়োরোপের মূর্ত প্রতীক্ব ভলতের' অধ্যায়ের টীকা ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৫. জোকুর**:** ভারত (প্রাচীন ও আধুনিক ভূগোল)**,** বিশ্বকোষ বা বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং বিভিন্ন বৃত্তির ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত সম্বলিত অভিধান, অঁদ্রে ল ব্রতোঁ, মিশেল-অঁতোয়ান দাভিদ, লোরঁ দ্যুরঁ এবং অঁতোয়ান-ক্লোদ ব্রিয়াসোঁ, প্যারিস, খ.৮, ১৭৬৫, পৃ. ৬৬২ (**Jaucourt:** INDE, l'(Géog. Anc. & moderne.), Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, ,André Le Breton, Michel-Antoine David, Laurent Durand, and Antoine-Claude Briasson, Paris, T.8, 1765, p.662)।

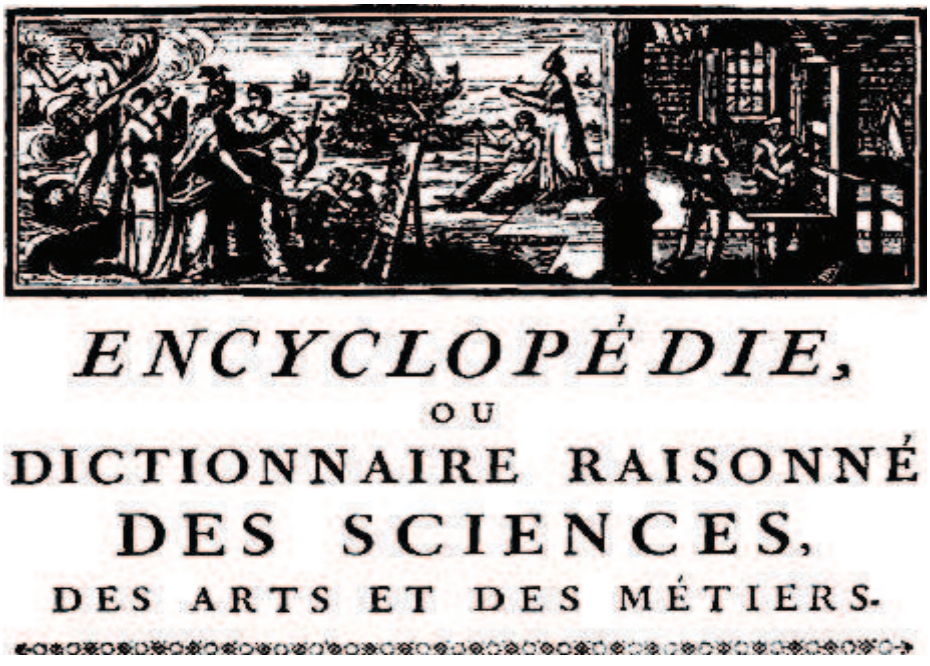

১৬. দিদরো**:** ভারতীয়দের দর্শন (দর্শনের ইতিহাস) বিশ্বকোষ বা বিজ্ঞান, শিল্পকলা এবং বিভিন্ন বৃত্তির ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্ত সম্বলিত অভিধান, অঁদ্রে ল ব্রতোঁ, মিশেল-অঁতোয়ান দাভিদ, লোরঁ দ্যুরঁ এবং অঁতোয়ান-ক্লোদ ব্রিয়াসোঁ, প্যারিস, খ.৮, ১৭৬৫, পৃ. ৬৭৪ (**Diderot:** INDIENS, Philosophie des, (Hist. de la Philosophie)**,** Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, André Le Breton, Michel-Antoine David, Laurent Durand, and Antoine-Claude Briasson, Paris, T.8, 1765, p.674)।

১৭. দিদরো**:** আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি, অপ্রকাশিত, দিদরো-র রচনা-সমগ্র, জি. আসেজা, প্যারিস, গার্নিয়ে ফ্রের, ১৭৮৫, খণ্ড ৬, পৃ.৩৬৭ (Diderot Lettres d'Amabed, etc.*, inédit*, Œuvres complètes de Diderot, publiées par J. Assézat, Paris, Garnier Frères; 1785, Tome 6, p.367)।

১৮. দুই ভারত (deux Indes): বিভিন্ন সুগন্ধি মশলা আর সম্পদের আকর ও উৎস, গ্রেকো-রোমান ঐতিহ্যের লোককথার রহস্যময় ভারতে পৌঁছানোর সমুদ্রপথ আবিষ্কার ছিল পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপের স্বপ্ন। কলম্বাস (Christopher Colombus, স্প্যা. ক্রিস্তোবাল কোলন/Cristóbal Colón, আনু. ১৪৫১-১৫০৬) ১৪৯২ সালে ভারতের সমুদ্রপথ আ বিষ্কারে বেরিয়ে ভুল পথে আমেরিকায় গিয়ে হাজির হন। কলম্বাস এবং তাঁর দলবলের ধারণা হয় তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যভূমি 'ভারতে' পৌছেছেন। আমেরিকার অধিবাসীদের 'ভারতীয়' বলে ধরে নেওয়া হয় — এর পর ইয়োরোপীয়দের কাছে তাদের 'ভারতীয়' বলে পরিচয় দেওয়া হয়। এর কয়েক বছর পর ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama, ১৪৬৯-১৫২৪) এক আরব নাবিকের সহায়তায় সমুদ্রপথে (প্রকৃত) ভারতে পৌঁছালেন। কিন্তু ভ্রান্তি আর সংশোধন করা হল না — ক্ষমতাশালী, গর্বোদ্ধত ইয়োরোপ তার ভ্রান্তিকে সত্য বলে জাহির করতে দ্বিধা করে না। তাই 'ভারত' হয়ে গেল দুই ভারত্ব পূর্বের 'ভারত' (ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া — East India, Indies, East Indies, ফ. Indes, Indes orientales) আর পশ্চিমের 'ভারত' (আমেরিকা, বিশেষভাবে দক্ষিণ আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা মহাদেশের দীপপুঞ্জ — West Indies, স্প্যা. Indias, ফ. Indes occidentales)। আমেরিকার দেশজ অধিবাসীরা (অর্থাৎ প্রকৃত আমেরিকানরা) হয়ে গেল 'ভারতীয়' (Indian, ফ. Indien/enne) পরে অবজ্ঞার্থক 'লাল ভারতীয়' (Red Indian) আর ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কখনো 'ভারতীয়' (Indian, ফ. Indien/enne) কখনো 'হিন্দু' (Hindu/Hindoo ফ. অ্যাঁদু/Hindou/oue)। এর পাশাপাশি ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় আসা ঔপনিবেশক অভিবাসীরা (immigrants) হয়ে গেল 'আমেরিকান'। আমেরিকার প্রকৃত অধিবাসীরা অর্থাৎ প্রকৃত আমেরিকানরা আজও 'ভারতীয় (Indian ফ.

Indien/enne) — ৫তফাৎ বোঝাতে প্রাতিষ্ঠানিক ভাষায় কখনো কখনো ব্যবহৃত হয় ‘আমেরিকান ভারতীয়’ বা সংক্ষেপে ‘আমের ভারতীয়’ (American Indian, Amerindian, Amerind) —আর বিশেষণ হিসেবে সর্বত্রই ‘ভারতীয়’ (Indian যেমন United States Indian Policy, American Indian religious freedom, ফ. Terre Indienne)।

আমরা শিক্ষিত ভারতীয়রা মনেপ্রাণে ঔপনিবেশিত, আমরা সমস্ত ব্যাপারটা নিঃশব্দে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। শুধু তাই নয় আমরা আজও আমাদের ভাষিক ব্যবহারে আফ্রিকানদের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের জাত্যাহংকারসূচক (রেসিস্ট) ‘নিগ্রো’ অভিধার মতো প্রকৃত আমেরিকানদের সম্পর্কে ‘রেড-ইণ্ডিয়ান’ অভিধা ব্যবহার করি। প্রকৃত আমেরিকানদের ‘ভারতীয়’ বলা তাদের এবং ভারতবাসী আমাদের উভয়ের প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞার পরিচায়ক — না, কেউ কখনো একথা বলে না। প্রসঙ্গত দুটি ঘটনার উল্লেখ করছি। বছর কয়েক আগে গ্রিসের পোলোপনিসিয়ায় সমুদ্রতীরে এক হোটেলে আমি ‘ইণ্ডিয়ান’ বলে পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রিসেপশনের সরল এক গ্রিক যুবক বলল ‘তার মানে ইণ্ডিয়ানস?’—তাঁর কণ্ঠের ও দৃষ্টির বিস্ময়ের মধ্যে হলিউডের ছবিতে দেখা পালকের শিরস্ত্রাণ পরা ‘ইণ্ডিয়ানস’ (‘আমেরিকান ইন্ডিয়ান’-এর গ্রিক প্রতিশব্দ) দেখার প্রত্যাশা ফুটে উঠল। দ্বিতীয় ঘটনার স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া। আমার কিশোরী ভাইঝির পরিচয় জানতে গিয়ে মার্কিন শিক্ষিকা বললেন,‘তুমি ইণ্ডিয়ান, তার মানে তোমাদের দেশেও ইন্ডিয়ান আছে।’

১৯. আবে গিয়োম-তোমা রেইনাল**:** দুই ভারতে ইয়োরোপীয়দের প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যের দার্শনিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস, জেনিভা, জঁ লেওনার, ১৭৮০, খ. ১, প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়, হিন্দুস্তানের ধর্ম, শাসনব্যবস্থা, আইন-কানুন, আচার, প্রথা, পৃ. ৬৫ (Abbé Guillaume-Thomas Raynal: Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les les deux Indes, Genève, Jean Léonard, 1780, T. 1; Livre I; Chapitre VIII, Religion, gouvernement, jurisprudence, mœurs, usages de l’Indostan, p. 65)।

২০. ঐ, পৃ. ৬৭ (*ibid*., p. 67)।

২১. ঐ, পৃ. ৬৫ (*ibid*., p. 65)।

২২. ঐ, পৃ. ৬৫ (*ibid*., p. 65)।

২৩. ১৭৬৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত দ শাবানোঁকে লেখা চিঠি, র. স., খ. ৪৫, পৃ. ৪৪৭ (Lettre à M. de Chabanon, décembre 7, 1767, O.C., T. 45, p.447)।

২৪. **দ্বিতীয় ক্যাথরিন** (Catherine II the Great, ১৭২৯-১৭৯৬)**:** আন্‌হাল্‌ট্‌-জের্‌ব্‌স্ট-এর (Anhalt-Zerbst) ভূস্বামী প্রিন্স ক্রিস্টিয়ান অগাস্টাস-এর (Prince Christian Augustus) কন্যা সোফিয়া অগাস্টা ফ্রেডারিকা-র (Sophia Augusta Frederika) জন্ম বর্তমান পোল্যান্ডের পমেরানিয়ার (Pomerania) স্কেজেসিন (Szczecin, জা. stettin/স্টেটিন) সহরে। রাশিয়ার জারিনা এলিজাবেথ পেত্রোভ্‌না (Elizabeth Petrovna, ১৭০৯-১৭৬২, রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ১৭৪১-১৭৬২) সোফিয়াকে 'তাঁর উত্তরাধিকারী বোনপো তৃতীয় পিটার ফেদেরোভিচ্‌-এর (Peter III Federovitch, ১৭২৮-১৭৬২, রাশিয়ার সম্রাট্‌ ১৭৬২ জানুয়ারি-জুন) ভাবী বধু হিসেবে নির্বাচন করেন এবং তাঁর নিমন্ত্রণে সোফিয়া রাশিয়ায় যান। ১৭৪৪ সালে সোফিয়া (রুশ) অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং তাঁর নতুন নাম হয় ক্যাথরিন (রুশ: ই কাতেরিনা আলেক্সেভ্‌না)। ১৭৪৫ সালে পিটার-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৭৬২ সালের জানুয়ারি মাসে জারিনা এলিজাবেথ-এর মৃত্যুর পর তৃতীয় পিটার রাশিয়ার সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে তিনি বন্দী হন এবং জুন মাসে তাঁর স্ত্রী দ্বিতীয় ক্যাথরিন রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী বা জারিনা হিসেবে অভিষিক্ত হন। জুলাই মাসে তৃতীয় পিটার কারাগারে নিহত হন। ১৭৬২ থেকে ১৭৯৬ পর্যন্ত দ্বিতীয় ক্যাথরিন ছিলেন রাশিয়ার জারিনা। তাঁর শাসনকাল রাশিয়ার অন্যতম গৌরব ও সমৃদ্ধির কাল। তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইতিহাসে মহান দ্বিতীয় ক্যাথরিন নামে খ্যাত। বস্তুতপক্ষে তুরস্কের অটোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে দুবার সফল যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি রাশিয়ার দক্ষিণ সীমাকে কৃষ্ণ সাগর অব্দি বিস্তৃত করেন। পশ্চিমে পোল্যান্ডের একটা বিরাট অংশকে তিনি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়া তিনি সাধারণভাবে রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করেন।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্যাথরিন ছিলেন জ্ঞানালোকের দার্শনিকদের অনুরাগী পাঠক। তিনি ফরাসি দার্শনিক মোঁতেস্কিয়্যো (Montesquieu) ও ইতালীয় আইনবিদ্‌ বেকারিয়া-র (Cesare Bensana, marquis de Beccaria) রচনা থেকে আহৃত চিন্তার অনুসরণে দেশের আইন-বিধির আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেও বাস্তব পরিস্থিতির কারণে তা প্রত্যাহার করেন। ক্যাথরিন ভলতের, দিদরো, দালঁবের, গ্রিম ইত্যাদি পশ্চিম ইয়োরোপের 'জ্ঞানালোকের' দার্শনিকদের সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে পরিচিত হন। দিদরোকে অর্থসাহায্যের জন্য ক্যাথরিন তাঁর গ্রন্থসংগ্রহ ক্রয় করেন—সর্ত হয় দিদরো-র জীবদ্দশায় ঐ গ্রন্থসংগ্রহ দিদরো-র কাছে থাকবে। এছাড়া তিনি দিদরো-র জন্য একটা বার্ষিক বৃত্তি ধার্য করে দিদরোকে পঞ্চাশ বছরের বৃত্তি একসঙ্গে আগাম দেন। ক্যাথরিন-এর আমন্ত্রণে দিদরো ১৭৭৩ সালে সেন্ট পিটার্সবুর্গে আসেন এবং সাত মাস সম্রাজ্ঞীর অতিথি হিসেবে সেখানে থাকেন। জারিনা দ্বিতীয় ক্যাথরিন নিজেকে

সিংহাসনের অধিকারী 'দার্শনিক' বলে মনে করতেন এবং জ্ঞানালোকের দার্শনিকদের ধারণার অনুসরণে 'আলোকদীপ্ত স্বৈরাচারী' হিসেবে গণ্য হতে চাইতেন। তিনি নিজের 'স্মৃতিকথা' ছাড়া নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন। স্মরণীয় ভলতের-এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় ক্যাথরিন ভলতের-এর গ্রন্থসংগ্রহ ক্রয় করে তাকে সযত্নে সেন্টপিটার্সবুর্গে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

২৫. দের্বেলো (বার্তেলেমি দের্বেলো দ মোল্যাঁভিল/Barthélemy d'Herbelot de Molainville, ১৬৯৫): ১৬৯৭ সালে প্রকাশিত হয় বার্তেলেমি দের্বেলো দ মোল্যাঁভিল রচিত 'প্রাচ্যের গ্রন্থসংগ্রহ বা বিশ্বজনীন অভিধান সাধারণভাবে প্রাচ্যের জনগোষ্ঠীগুলির পরিচিতি সম্পর্কে তাবৎ তথ্য সম্বলিত' (Bibliothèque orientale ou Dictionnaire universel contenant généralement tout ce qui regarde la connaissance des Peuples de l'Orient)। এই গ্রন্থ সংক্ষেপে 'প্রাচ্যের গ্রন্থসংগ্রহ' (Bibliothèque Orientale) নামে পরিচিত। আরবি, পারসিক ও তুর্কি ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থ অষ্টাদশ শতকে তুরস্ক এবং মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বিশ্বকোষ বলে মনে করা হত। এই গ্রন্থ রচনায় দের্বেলোকে সহায়তা করেছিলেন ভিসদলু (ক্লোদ দ ভিসদলু/Claude de Visdelou, ১৬৫৬-১৭৩৫) ও পরবর্তীকালে আরব্য উপন্যাসের প্রথম ফরাসি তথা ইয়োরোপীয় অনুবাদক অঁতোয়ান গালঁ (Antoine Galland ১৬৪৬ -১৭১৫)। প্রকৃতপক্ষে দের্বেলো তিরিশ বছর ধরে এই গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর অঁতোয়ান গালঁ-র চেষ্টায় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৬১৭)। ইয়োরোপীয়দের চিন্তার জগতে প্রাচ্যের স্থায়ী কল্পরূপ বা ভাবমূর্তির ভিত্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ ছিল অন্যতম প্রধান আকর। বার্তেলেমি দের্বেলো মোল্যাঁভিল-এর 'প্রাচ্যের গ্রন্থসংগ্রহ' সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রয়েছে।

২৬. ১৭৪২ সালের ১১ই ডিসেম্বর মার্কি দার্জসোঁকে লেখা চিঠি, র. স., খ.৩৬, পৃ. ১৮২ (Lettre au Marquis d'Argenson,.décembre 11, 1742, O.C., T. 36, p.182)।

২৭. বস্যুয়ে: 'ভলতের-এর জীবন' অংশের টীকা ৪৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৮. শ্রীযুক্ত দ ভলতের-এর জীবনীতে ব্যবহারের জন্য তাঁর নিজের লেখা স্মৃতিকথা,১৭৫৯, র.স., খ. ১, পৃ.৮-৯ (Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par lui-même, 1759, O.C., T. 1, pp. 8-9)।

২৯. স্ত্রাবো (ল্যাটিন স্ত্রাবো/Strabo থেকে ইংরেজি স্ট্র্যাবো/Strabo, গ্রি. স্ত্রাবন/

Στράβων ফ. স্ত্রাবোঁ/**Strabon সা.-পূ. অ. ৬৩ বা ৬৪-আনু. ২৪ সা. অ.):** গ্রিক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ স্ট্র্যাবো-র জন্ম এশিয়া মাইনরের (বর্তমান তুরস্কের) আমিসিয়ায় পন্টুসে। স্ট্র্যাবো-র জন্মের কাছাকাছি সময়ে পন্টুস রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্ট্র্যাবো এশিয়া মাইনর, গ্রিস, রোম আর মিশরের গ্রিক সহর আলেকজান্দ্রিয়ায় পড়াশোনা করেন। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে স্ট্র্যাবো-র সাতচল্লিশ খণ্ডে রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'ইস্তোরিয়া' থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু মূল গ্রন্থটি আজ অপ্রাপ্য। কেবল মিলানো (মিলান) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের খণ্ডিত কয়েকটি পাতার প্যাপিরাস-পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। স্ট্র্যাবো বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর ভূগোল বা 'য়েওগ্রাফিয়া' গ্রন্থের জন্য। পূর্ববর্তী বহু রচনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে রচিত এই ভূগোলের সপ্তদশ খণ্ডের প্রথম দুটি খণ্ডের বিষয় ভূগোল সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান, আটটি খণ্ড ইয়োরোপ সম্পর্কে এবং ছটির বিষয় এশিয়া, একটি খণ্ড আফ্রিকা (প্রধানত মিশর) সম্পর্ক। এই ভূগোল তৎকালীন তথ্য ও ধারণার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক ভৌগোলিক বিবরণের সমাহার। এই গ্রন্থের পঞ্চদশ খণ্ডে রয়েছে ভারতের বিবরণ।

২০. প্লুটার্ক (Plutarch, গ্রি. প্লুতার্হস/ Πλούταρχος, **ফ. প্লুতার্ক/Plutarque, আনু. ৪৬-১২৫ সা. অ.):** গ্রিক নীতিবিদ ও জীবনীকার, প্লুটার্ক-এর জন্ম ও বাসভূমি ছিল গ্রিসের বিওতিয়া (ইং.বিওসিয়া/Boetia, ফ. বেওতি/Béotie) প্রদেশের প্রাচীন কিরোনিয়া (ইং. চিরোনিয়া/ Chaeronea, ফ. শেরোনে/ Cheronée) শহরে। তিনি ছিলেন দেলফির (ইং. Delphi) আপোলন-এর (ইং. অ্যাপলো/Apollo) মন্দিরের পুরোহিত। গ্রিস তখন রোমান সাম্রাজ্যের অধশ। প্লুটার্ক-এর রচনা ও ভাষণ তাকে রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদের খ্যাতি দেয়। তাঁর অনুরাগী রোমান অভিজাতদের, বিশেষভাবে কনসাল সোসিয়ুস সেনেকিয়ো-র (Sosius Senecio) চেষ্টায় প্লুটার্ক রোমান নাগরিকের মর্যাদা লাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি গ্রিসের আকিয়া প্রদেশে রোমান সম্রাটের প্রতিনিধির পদ লাভ করেন। তাঁর অসংখ্য রচনার বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। যেসব রচনা আজও বর্তমান তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল আলেকজান্ডার-এর জীবনী। এই রচনা আলেকজান্ডার-এর জীবন-বৃত্তান্তের অন্যতম প্রধান আকর।

৩১. কুইন্তুস কুরতিউস রুফুস (Quintus Curtius Rufus, ফ. ক্যাঁৎ ক্যুর্স Quinte-curce,?-৫৩ সা. অব্দ): ঐতিহাসিক কুইন্তুস কুর্তিউস রুফুস ছিলেন রোমান সিনেটার এবং কনসাল। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর যে রচনাটি পরবর্তীকালে বেঁচে থাকে তা হল 'মহান আলেকজান্ডার-এর ইতিহাস' (Historiae Alexandri Magni)। অবশ্য মূল গ্রন্থের দশটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম দুটি খণ্ড বিলুপ্ত। বাকি আটটি খণ্ডের ব্যাপ্তি সা.-পূ. ৩৩৩ থেকে সা.-পূ. ৩২১ অ.।

৩২. টমাস হার্বার্ট (Thomas Herbert, ১৬০৬-১৬৮২): এই ইংরেজ পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 'আফ্রিকা, বৃহত্তর এশিয়া, বিশেষভাবে পারস্যের সম্রাটের অধীন অঞ্চলে এবং প্রাচ্যের ভারতের কিছু অংশে এবং তার সন্নিহিত দ্বীপগুলিতে ১৬২৬ অব্দ থেকে শুরু করে কয়েক বছরের পর্যটনের বৃত্তান্ত। তাদের ধর্ম, ভাষা, আচার, বংশপরিচয়, অনুষ্ঠান ও তাদের সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়। ...' (A relation of some yeares travaile, begunne anno 1626. Into Afrique and the greater Asia, especially the territories of Persian monarchie, and some parts of the Oriental Indies and iles adjacent, of their religion, language, habit, discent, ceremonies and other matters concerning them...) গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৬৩৪ সালে। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রয়েছে ১৬৬৩ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হার্বাট টমাস-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের ফরাসি অনুবার্দ, Relation du voyage de Perse et des Indes orientales [পারস্য ও প্রাচ্যের ভারতে ভ্রমণের বিবরণ]।

৩৩. দে গ্রাফ (Nicolaus de Graaf): ওলন্দাজ পর্যটক নিকোলাউস দে গ্রাফ-এর ১৬৩৯ থেকে ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত ভ্রমণের বৃত্তান্ত 'নিকোলাউস দে গ্রাফ-এর পৃথিবীর চার অংশ এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং ইয়োরোপে ভ্রমণ' (Reisen van Nicolaus de Graaf, na de vier gedeeltens des Werelds, als Asia, Africa, America en Europa...) নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭০১ সালে। ১৭০৪ সালে এর পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৭১৯ সালে এই গ্রন্থের ফরাসি অনুবাদ Voyages de Nicolas de Graaf aux Indes orientales et en d'autres lieux de l'Asie; avec une relation curieuse de la ville de Batavia, et des mœurs & du commerce des Hollandois établis dans les Indes নামে প্রকাশিত হয়। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের প্রধান অংশ হল ভারত, সিংহল ও জাভা দ্বীপে ভ্রমণ ও বাটাভিয়া (জাকার্তা) শহরের বিবরণ। সেন্ট পিটার্সবুর্গে ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাসংগ্রহে উল্লিখিত ফরাসি অনুবাদটি রয়েছে।

৩৪. ভারত এবং সেনাধ্যক্ষ লালি প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক রচনা, নিবন্ধ ৫, সেনানায়ক লালি যখন ভারতে প্রেরিত হন তখন ভারতের অবস্থা, র. স., খ. ২৯, পৃ. ১০১ (Fragments historiques sur l'Inde, et sur le général Lally, Article V*:* État de l'Inde lorsque le général Lally y fut envoyé, O. C., T. 29, p.101)।

৩৫. ভারত এবং সেনাধ্যক্ষ লালি প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক রচনা, নিবন্ধ ৫, সেনানায়ক লালি যখন ভারতে প্রেরিত হন তখন ভারতের অবস্থা, র. স., খ. ২৯, পৃ. ১০৩ (Fragments

historiques sur l'Inde, et sur le général Lally, Article V, État de l'Inde lorsque le général Lally y fut envoyé, O. C.,T. 29, p.103)।

৩৬. মাদাম দ দেফঁকে লেখা চিঠি, ১০ই অক্টোবর ১৭৬০, র. স., খ. ৪১, পৃ. ১৭ (Lettre à Mme. de Deffand, octobre 10 1760, O.C., T. 41, p. 17)।

৩৭. **এজুর-বেদম্ (Ézour-Veidam বা Ézour-Védam):** 'এজুর-বেদম্' গ্রন্থটির সঙ্গে প্রকৃত অর্থে বেদের কোনো সম্পর্ক নেই, গ্রন্থটি আসলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কৌশলের অঙ্গ হিসেবে পাদ্রিদের তৈরি জাল রচনা। ভলতের-এর ভারত-ভাবনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বর্তমান 'ভলতের ও ভারত' অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে একথা আমরা বলেছি। এখানে ভলতের-এর ভারত-ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এই 'জাল' রচনাটির উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কার বা কাদের এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা আমরা উপস্থাপিত করছি। আমাদের মনে হয়েছে, ভলতের-এর উক্ত ভাবনার পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবন করার জন্য তা প্রয়োজনীয়।

১৭৭৮ সালে 'এজুর-বেদমের' প্রকাশক দ স্যাঁৎ-ক্রোয়া (Guillaume-Emmanuel-Joseph-Guilhem de Clermont-Lodève, baron de Sainte-Croix, ১৭৪৬-১৮০৯) গ্রন্থটির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ প্রকাশ করলেও পর্যটক পিয়ের সোনরা (Pierre Sonnerat, ১৭৪৮-১৮১৪) তাঁর 'প্রাচ্যের ভারত ও চিনে ভ্রমণ'(Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, ১৭৮২) শীর্ষক ভ্রমণ-কাহিনিতে 'এজুর-বেদম্' গ্রন্থটি যে জাল রচনা তা সরাসরি ব্যক্ত করেন। ভারতীয় হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন:

> Il faut bien se garder mettre au nombre des livres canoniques indiens l'ézourvédam, dont nous avons la prétendue traduction à la biblioquèque du roi, et qui a été imprimé en 1778. Ce n'est bien certainement pas l'un des quatre védams; quoiqu'il porte le nom; mais plutôt un livre de controversé écrit à Masulipatam par un missionnaire...On voit que l'auteur a voulu tout ramener à la religon chrétienne...C'est donc tort que M. de Voltaire, et quelques autres, donnent à ce livre une impotance qu'il ne mérite pas, et le regardent comme canonique;
>
> [ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের তালিকায় এজুরবেদম্‌কে স্থান দেওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে; রাজকীয় গ্রন্থাগারে এই গ্রন্থের তথাকথিত একটি অনুবাদ আমাদের রয়েছে আর তা ১৭৭৮ সালে ছাপা হয়েছে। বইটির নাম বেদ হলেও একথা নিশ্চিত যে এটি চর্তুবেদের

কোনোটিই নয়, আসলে এই বিতর্কিত বইটি মসুলিপত্তনমে এক মিশনারি পাদ্রির লেখা। যা চোখে পড়ে তা হল লেখক সবকিছুকেই খ্রিস্টধর্মের আওতায় আনতে চেয়েছেন। ভলতের এবং আরো কেউ কেউ ভুল করে বইটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন যা তার প্রাপ্য নয়, আর বইটাকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করেছেন*] ।

এর পর 'এজুর-বেদম্' গ্রন্থটি যখন সন্দেহাতীতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জালিয়াতি বলে স্বীকৃত হল তখন এর সম্ভাব্য রচয়িতা কে বা কাএবরা হতে পারে তা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে অনেক জল্পনা-কল্পনা করা হয়। ওপরের উদ্ধৃতিতে দেখা যায় সোনরা মসুলিপত্তনমের খিস্টধর্ম-প্রচারক কোনো এক পাদ্রি এর রচয়িতা বলে অনুমান করেন। এর পর পন্ডিচেরিতে এই গ্রন্থের একাধিক পান্ডুলিপি পাওয়া যায় বলে অনেকে মনে করেন এর রচয়িতা পন্ডিচেরির জেজুইট মিশনের) কোনো পাদ্রি। ক্রমে ভারততাত্ত্বিক বা/এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষকরা 'এজুর-বেদমের' রচয়িতার পরিচয় নিয়ে কৌতূহলী হন। রচনাটির আপাত-ভারতীয় ভঙ্গি ও বিভিন্ন ভারতীয় অনুষঙ্গ লক্ষ্য করে উনিশ শতকের প্রথমে ফ্র্যান্সিস এলিস (Francis Ellis) অনুমান করেন যে এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা হলেন ভারতীয়দের ধর্ম ও আচার-আচরণ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ইতালীয় জেজুইট পাদ্রি রবের্তো দ নোবিলি (Roberto de Nobili, ১৫৭৭-১৬৫৬)**। এর পর ১৮৪৮ সালে ফরাসি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য পাদ্রি আবে বাশ (abbé Bach) সংস্কৃতজ্ঞ ফরাসি জেজুইট পাদ্রি জঁ কাল্মেৎকে (Jean Calmette, ১৬৯২-১৭৪০) 'এজুর-বেদমের' রচয়িতা বলে অনুমান করেন***। এই ফরাসি পাদ্রি ভারত থেকে ফরাসি রাজকীয় গ্রন্থাগারে চতুর্বেদের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন (১৭৩৯)। কিন্তু সংস্কৃতভাষা ইয়োরোপে তখন অব্দি অপরিচিত থাকায় ঐ পান্ডুলিপি বহুকাল ধরে অপঠিত থাকে। এর অনেক কাল পরে সুইডিশ ভারততাত্ত্বিক ইয়ার্ল কার্পেন্টিয়ের (Jarl Charpentier, ১৮৮৪-১৯৩৫) ১৯২২ সালে এই মত প্রকাশ করেন যে 'এজুর-বেদমের' সম্ভাব্য রচয়িতা ছিলেন চন্দননগরের জেজুইট মিশনের

---

*পিয়ের সোনরা: রাজা ষোড়শ লুই-এর আদেশে ১৭৭৪ থেকে ১৭৮১ অব্দি প্রাচ্যের ভারত ও চিনে ভ্রমণ, পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, প্যারিস, দঁত্যু, খ. ১, পৃ. ৩৫৯-৩৬০ (Pierre Sonnerat: Voyage aux Indes Orientales et à la Chine, fait par ordre de Louis XVI, depuis 1774 jusqu'en 1781, nouvelle édition, 1806, Paris, Dentu, T.1, p.359-360)।

** ড্যানিয়েল এস. হাউলি: ভলতের-এর ভারত, ভলতের ও অষ্টাদশ শতক সম্পর্কে প্রাধ্যয়ন , খ.১০৩, পৃ.১৪৫ (Daniel S. Hawley: *L'Inde de Voltaire*, Studies on Voltaire and Eighteenth Century, Vol. 103, 1974, p.145)।

*** আবে বাশ: এজুর-বেদম্ এবং আরো সব ভুয়ো বেদ প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, খ্রিস্টধর্মীয় দর্শন-বিবরণ, উনবিংশ বর্ষ, তৃতীয় পর্ব, খ. ১৮, ১৮৪৮ (Abbé Bach: Notice sur l'Ezour-vedam et sur les autres pseudo-védas Annales de Philosophie chrétienne, 19e année, troisième série, T.XVIII, 1848)।

প্রধান অঁতোয়ান মোজাক (Antoine Mosac, ১৭০৪-১৭৮৪)*। কার্পেন্টিয়ের-এর প্রধান যুক্তি ছিল, 'এজুর-বেদম্' গ্রন্থের সংস্কৃত ১৭৮৪)*। কার্পেন্টিয়ের-এর প্রধান যুক্তি ছিল, 'এজুর-বেদম্' গ্রন্থের সংস্কৃত শব্দগুলির ফরাসি প্রতিবর্ণীকরণে প্রধানত বাঙালির উচ্চারণ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;যেমন **ব্যাস**/Vyasa, **সুমন্ত**/Sumanta এই নাম দুটি যথাক্রমে Chumontou আর Biache-এ পরিণত হয়েছে (উল্লেখযোগ্য ফরাসিতে ch-এর উচ্চারণ হল ∫ Charles/শার্ল, château/শাতো)। এছাড়া এই রচনায় এমন কিছু ধর্মীয় আচারের উল্লেখ রয়েছে যা একমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতেই প্রচলিত, দক্ষিণ ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত। দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টধর্ম-প্রচারক পাদ্রি নোবিলি এবং কাল্মেৎ বাঙালির উচ্চারণ ও ধর্মীয় আচারের সঙ্গে মোটেই পরিচিত ছিলেন না। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে শভালিয়ে দ মোদাভ (Chevalier de Modave, ভলতের-এর বানানে de Maudave) ভলতেরকে 'এজুর-বেদম্'-এর যে পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছিলেন তা তিনি পেয়েছিলেন ইংরেজদের দ্বারা আক্রান্ত ও অধিকৃত চন্দননগর ছেড়ে সাময়িকভাবে পন্ডিচেরিতে আশ্রয় নেওয়া পাদ্রি মোজাক-এর গ্রন্থসংগ্রহ থেকে। এসব অনুমান আর যুক্তি-তর্ক সত্ত্বেও 'এজুর-বেদমের' রচয়িতার প্রশ্নের কোনো স্বীকৃত সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি।

'এজুর-বেদম্' নামটি মনে হয় 'যজুর্বেদম্' নামের বিকৃত প্রতিবর্ণীকরণ। মনে রাখা দরকার উনিশ শতকের মাঝামাঝি অব্দি রোমান হরফে সংস্কৃত শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় নি। ১৮১৯ সালে রামমোহন রায়ের 'কঠোপনিষদের' ইংরেজি অনুবাদের শিরোনাম ছিল্ Translation of the Kuth-opunishud of the Ujoor-ved, according to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu। এছাড়া ফ্র্যান্সিস এলিস-এর বিবরণ অনুসারে পন্ডিচেরির ক্যাথলিক মিশনে দুজন ইংরেজ 'এজুর-বেদমের' একটি পাণ্ডুলিপি দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁদের চোখে পড়েছিল রোমান অক্ষরে পাণ্ডুলিপিটির শিরেনাম লেখা ছিল Jozur-Bed; এই নামটি কালি দিয়ে কেটে লেখা হয়েছিল Ezour-Vedam**। মনে হয় Jozur-Bed আসলে **যজুরবেদ** শব্দের বাঙালি উচ্চারণের প্রতিবর্ণীকরণ। ১৯২৩ সালে তামিল ভাষার বিশেষজ্ঞ ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক জ্যুলিয়্যাঁ ভ্যাঁসোঁ (Julien Vinson, ১৮৪৩-

*জে. কাপেন্টিয়ের**:** এজুর-বেদম্ এবং তার রচয়িতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য, জুর্নাল আজিয়াটিক, একাদশ পর্ব, খ.২০, ১৯২২, পৃ. ১৩৬-১৪৬ (J, Charpentier: Quelques Observations sur l'Ezour-Vedam et son auteur Journal Asiatique, Onzième série, T. XX, 1922, p, 136-146)।

**কাৎরিন ওয়েনবের্গের-তোমাজ্ঞ বেদের রহস্য, সংকলন পুরুষার্থ, ভারত ও সাহিত্য, প্যারিস, এ.আশ.এ., সংখ্যা ৭, ১৯৮৩, পৃ. ১৯২ (Catherine Weinberger-thomas: Le Mystère du Veda; Collection purusartha, Inde et littérarature, Paris, E.H.E., No 7, 1983, p. 192)।

১৯২৬) একটি আলোচনায় জানান যে ‘এজুর-বেদম্’ নামটি **যজুর্বেদ** নামের তামিল রূপান্তর*। বস্তুত ‘এজুর-বেদমে’ . Rochatol/রসাতল, Robi/রবি, Chomo/সোম, Zozur-Védam/যজুর্বেদম্, Bachuki/বাসুকি, dourba/দুর্বা ইত্যাদি শব্দে বা Damodoro/ দামোদর নদীর উল্লেখে বাঙালি প্রভাব এবং কৈলাস, পাতাল, বৈকুণ্ঠ, অমৃত ইত্যাদি শব্দের তামিল রূপান্তর Keilassan, Patalan, Veikuntan, amrutan তথা গ্রন্থশেষে তামিল ভাষার স্তোত্রে তামিল উপস্থিতি স্পষ্ট। ইতিপূর্বের বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এসব উপাদান থেকে সবশেষে আমরা যা অনুমান করতে পারি তা হল চন্দননগর আর তারপর পন্ডিচেরিতে দেশীয় বাঙালি আর তামিল কর্মচারিদের সাহায্য নিয়ে এক বা একাধিক জেজুইট পাদ্রি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এই ‘এজুর-বেদম’ রচনা করেন।

৩৮. শ্রীযুক্ত দে ওৎরেকে লেখা চিঠি, ২১-এ ডিসেম্বব১৭৬০, র.স., খ. ৪১, পৃ. ১০৫ (Lettre à M. des Hauteraies, décembre, 21 1760, O.C., T. 41, p.105)।

৩৯. মার্কি দাজঁস দ দিরাককে লেখা চিঠি, ২৪-এ ফেব্রুয়ারি ১৭৬১, র. স., খ. ৪১, পৃ. ২১৭ (Lettre au marquis d’Argence de Dirac , février 24, 1761, O. C., T. 41, p. 217)।

৪০. সদ্দর বা সদ্-দার: পারসিক জরথুশ্থ্রীয় ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ হল আবেস্তা আর তার ভাষ্য-সংকলন হল জেন্দ্। সদ্দর বা সদ্-দার (ভলতের-এর রচনায় Sadder/সাদের). যার অর্থ ‘শত দ্বার’, হল একশ অধ্যায়ে রচিত জরথুশ্থ্রীয় ধর্মাবলম্বীদের আচরণীয় ধর্মাচারের সংকলন। প্রথমে গদ্যে রচিত এবং পরবর্তীকালে ঐ গদ্য-রচনার অবলম্বনে পদ্যে লেখা যে সদ্দর বা সদ্-দার গ্রন্থ পাওয়া যায় তার ভাষা আরবি মিশ্রিত ফার্সি আর তার রচনাকাল বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুসারে ষোড়শ শতক। তবে অনেকের বিশ্বাস সদ্-দার প্রথমে রচিত হয়েছিল পহ্লবি ভাষায় কিন্তু সেই আ দি রচনা কালক্রমে হারিয়ে যায় আর বর্তমনে ফার্সি ভাষায় রচিত যে সদ্-দাব পাওয়া যায় তা আসলে ঐ হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের অনুবাদ। অবশ্য এখানে একথা মনে রাখা দরকার যে ‘আবেস্তা’, ‘জেন্দ্’ বা ‘সদ্-দার’সম্বন্ধে ভলতের-এর ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট; আসলে তখনো অব্দি জরথুশ্থ্রীয় ধর্ম সম্পর্কে ইয়োরোপের জ্ঞানের পরিধি ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। (প্রসঙ্গত বর্তমান ‘ভলতের ও ভারত’ অধ্যায়ের অঁকতিল দ্যুপেরোঁ সম্বন্ধে টীকা , পৃষ্ঠা এবং ‘জাদিগ’ উপন্যাসের জরথুশ্থ্র সম্বন্ধে টীকা , পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

৪১. ফরাসি রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক জঁ কাপেরোনিয়েকে লেখা চিঠি, ১৩ই জুলাই ১৭৬১, র. স., খ. ৪১, পৃ. ৩৬৭ (Lettre à M. Jean Capperonnier, bibliothécaire de la Bibliothèque du roi, juillet13 1761, O. C., T. 41, p. 367)।

৪২. প্যাস্টর ভের্নকে লেখা চিঠি, ১লা অক্টোবর ১৭৬১, র. স., খ. ৪১, পৃ. ৪৬৪-৪৬৫ (Lettre au pasteur Vernes , octobre 1 1761, O. C., T. 41, pp. 464-465)।

৪৩. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ,১৭৭৩, ভূমিকা, চতুর্থ অধ্যায়, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুর-বেদম্ সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ. ১৯৪ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, 1773, Introduction, Chapitre IV, Des Brachmanes, du Veidam, de l'Ézour-Veidam, O.C., T. 11, p. 194)।

৪৪. ঈশ্বর ও মানুষ, ১৭৬৯, ষষ্ঠ অধ্যায়, জন্মান্তর, যে বিধবারা পুড়ে মরে, ফ্রঁসোয়া জ্যাভিয়ার ও ভারবুতোঁ প্রসঙ্গে, র .স., খ. ২৮, পৃ. ১৪১ (Dieu et les homme, 1769, Ch. VI: De la métempsycose, des veuves qui se brûlent,de François Xavier et de Warburton,O. C., T. 28, p. 141)।

৪৫. ঐ (*ibid.*)।

৪৬. **জন জেফানিয়া হলওয়েল (John Zephania Holwell, ১৭১১-১৭৯৮):** হলওয়েল-এর জন্ম ডাবলিনে। তিনি লন্ডনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং ১৭৫২ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাক্তার হিসেবে কলকাতায় আসেন। ১৭৫৬ সালে যখন নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করেন তখন বেশির ভাগ ইংরেজ জাহাজে করে বঙ্গোপসাগরে আশ্রয় নেয়। নবাবের সৈন্যরা নাকি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অধিকার করে সেখানে অবস্থানকারী ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করে। তাদের নাকি ১৮ ফুট লম্বা এবং ১৪ ফুট চওড়া আলোবাতাসহীন একটি কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হয়। এক রাত্রে ১৪৬ জন ইংরেজের মধ্যে ১২৩ জন গরমে এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন হলওয়েল। ১৭৫৮ সালে 'অন্ধকূপে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া ইংরেজ ভদ্রলোক ও অন্যান্যদের শোচনীয় মৃত্যুর প্রকৃত বৃত্তান্ত' (A Genuine Narratives of the Deplorable Deaths of the English Gentlemen and Others who were suffocated in the Black Hole) নামক রচনায় তিনি এই ঘটনার বর্ণনা করেন। একমাত্র হলওয়েল-এর বিবরণ ছাড়া এই ঘটনার আর কোনো সাক্ষ্য, প্রমাণ বা দলিল পাওয়া না গেলেও পরবর্তীকালে ইংরেজরা প্রচুর কলরব সহ 'অন্ধকূপ হত্যার' কাহিনি প্রচার করে। ঔপনিবেশক ইংরেজরা এই ঘটনার স্মৃতিতে ডালহৌসি স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে 'হলওয়েল মনুমেন্ট' (Holwell Monument) নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করে। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকে একমাত্র সাক্ষীর বিবরণের ভিত্তিতে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করা এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ

প্রকাশ করেন। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পূর্বোক্ত স্মৃতিসৌধ অপসারণের আন্দোলনের ফলে এবং ঐ আন্দোলন দলমত-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমানের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শেষপর্যন্ত ১৯৪০ সালে এই স্মৃতিস্তম্ভ ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে অপসারিত হয়। ক্লাইভের একান্ত সমর্থক হলওয়েল কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিল-এর সদস্য পদ লাভ করেন। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ক্লাইভ যখন কোম্পানির নির্দেশে ইংল্যান্ডে ফিরে যান তখন ১৭৬০ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই অব্দি হলওয়েল অস্থায়ী কার্যকরী গভর্নর হিসেবে কাজ করেন। হেনরি ভ্যান্সিটার্ট-এর (Henry Vansittart, ১৭৩২ - ১৭৬৯, গভর্নর্ব ১৭৬০ - ১৭৬৪) গভর্নর পদে নিযুক্ত হওয়ার পর হলওয়েল কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। আশ্চর্যের কথা, হলওয়েল একদিকে সিরাজ-উদ্-দৌলা তথা এদেশের দেশীয় শাসনের চরিত্রহননের উদ্দেশ্যে 'অন্ধকূপ হত্যার' কাহিনি প্রচার করেছিলেন, অন্যদিকে তিনিই হলেন প্রথম ইংরেজ যিনি ভারতীয়দের প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ ও মনোযোগ প্রদর্শন করেন। ভারত সম্পর্কে হলওয়েল-এর গ্রন্থ হল লন্ডন থেকে ১৭৬৫-১৭৭১ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত্ব Interesting Historical Events, Relative to the Provinces of Bengal, and the Empire of Indostan with a seasonable hint and persuasive to the honourable the court of directors of the East India Company. As also the mythology and cosmogony, fasts and festivals of the Gentoo's, followers of the Shastah. And a dissertation on the metempsychosis, commonly, though erroneously, called the Pythagorean doctrine, 3 vols.(London, 1765-1771)। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রয়েছে গ্রন্থটির ইংরেজিতে লন্ডন থেকে ১৭৬৫-১৭৬৭ সালে দু খণ্ডে প্রকাশিত সংস্করণ।

৪৭. শ্রীযুক্ত দ শাবানোঁকে লেখা চিঠি, ৭ই ডিসেম্বর ১৭৬৭ , র. স., খ. ৪৫, পৃ. ৪৪৭ (Lettre à M. de Chabanon, 7 décembre 1767, O. C., T. 45, p.447)।

৪৮. আলেকজান্ডার ডাউ (Alexander Dow, ? — ১৭৭৯): ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ডাউ ফিরিস্তা রচিত ইতিহাস গ্রন্থ ফারসি থেকে ইংরজিতে অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদ 'হিন্দুস্তান-এর ইতিহাস, ফারসি থেকে অনুবাদ' (The History of Hindustane, Translated from the Persian) দুখণ্ডে ১৭৬৮ - ১৭৭০ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ডাউ-এর 'হিন্দুদের প্রথা, আচার, ভাষা, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধ' (A Dissertation concerning the Customs, Manners, Language, Religion and Philosophy of the Hindoos) ও 'হিন্দুস্তানে স্বৈরাচারী শাসনের উদ্ভব সম্পর্কে প্রবন্ধ' (Dissertation on the Origin of Despotism in Indostan) প্রকাশিত হয়

যথাক্রমে ১৭৬৮ ও ১৭৭২ সালে। ভলতের-এর ভারত চিন্তার সূত্র হিসেবে 'হিন্দুস্তান-এর ইতিহাস' এবং 'হিন্দুদের প্রথা, আচার, ভাষা, ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধ,' রচনাদুটি রচনাদুটি গুরুত্বপূর্ণ। ডাউ-এর রচনার ফরাসি অনুবাদ 'হিন্দুদের প্রথা, আচার, ভাষা ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে প্রবন্ধ, তৎসহ হিন্দুস্তান-এর শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান অবস্থার সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা' (Dissertation sur les Moeurs, les Usages, le Langage, la Religion et la Philosophie des Indous; suivie d'une exposition générale et succinte du Gouvernement et de l'état actuel de l'Indostan) নামে ১৭৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ডাউ 'জিঙ্গিস' (Zingis) ও 'সেথোনা' (Sethona) নামে দুটি বিয়োগান্ত নাটকেরও রচয়িতা। ১৭৭৯ সালে ডাউ (বিহারের) ভাগলপুরে মারা যান।

৪৯. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, ভূমিকা, অধ্যায় ১৭, ভারত সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ.৫২ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, Introduction: Chapitre XVII, De l'Inde, T. 11, p. 52)।

৫০. ঐ, অধ্যায় ৩, ভারতবর্ষ সম্পর্কে, র.স., খ. ১১, পৃ.১৮৩ (*ibid.* Chapitre III, Des Indes. T. 11, p 183)।

৫১, উপদেশমূলক তথা কৌতূহলোদ্দীপক পত্রাবলি (লে লেৎর্ জেদিফিয়ঁৎ জে ক্যুরিয়্যোজ/ Les Lettres édifiantes et curieuses): জেজুইট বিদেশি মিশনের কর্মী অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টধর্মপ্রচারক জেজুইট পাদ্রিরা ইয়োরোপে জিশুসংঘের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের কর্মপদ্ধতি ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে পাঠাতেন। জিশুসংঘেব প্রতিষ্ঠাতা ইগনেসিয়াস দে লোইয়োলা এই নিয়ম সংঘের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। তদনুসারে এশিয়ায় মধ্যপ্রাচ্য, ভারত , চিন ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন দেশে অবস্থানরত খ্রিস্টধর্মপ্রচারক জেজুইট পাদ্রিরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সেসব দেশের 'অবিশ্বাসী মূর্তিপূজক' (অখ্রিস্টান) অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ ও ধর্মবিশ্বাসের বিবরণ ফ্রান্সে জেজুইট মিশনের কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠির আকারে লিখে পাঠাতেন। অষ্টাদশ শতকে ১৭০২ থেকে ১৭৭৬ সাল অব্দি ৩৪ খণ্ডে এসব চিঠির একটা অংশ সংকলন আকারে 'জিশুসংঘের কয়েকজন খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পাদ্রির লেখা উপদেশমূলক তথা কৌতূহলোদ্দীপক পত্রাবলি' (Lettres édifantes et cuieuses par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus) শিরোনামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহে এই সংকলনের সবগুলি খণ্ডই রয়েছে। ভারতীয় মিশনের পাদ্রিদের বিবরণগুলি ছিল ভলতের-এর ভারত সম্পর্কে তথ্যের অন্যতম সূত্র। অবশ্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সমর্থন ও ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ভারতীয়দের ধর্ম সম্পর্কে পাদ্রিদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যাকে ভলতেব পাদ্রিদের তথা খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে

ব্যবহার করেন। যেমন পাদ্রি বুশে তাঁর চিঠিতে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ভারতীয়দের ধর্মাচারের অনেক উপাদানের সূত্র হল খ্রিস্টধর্মে গৃহীত ইহুদি-পুরাণ অর্থাৎ বাইবেলের 'পুরাতন বিধান'। তাঁর মতে:

> ...les Indiens ont tiré leur Religion des livres de Moïse & des Prophètes: que toutes les fables dont leurs livres font remplis, n'y obscurcissent pas tellement la vérité, qu'elle foit méconnoissable...
> Ce *Bruma*, dont le nom est si semblable à celui d'Abraham , étoit marié à une femme que tous les Indiens nomment *Sarasvadi...* Les deux dernières syllabes du mot *Sarasvadi* sont dans la langue indienne une terminaison honorifique ; ainsi *vadi*, répond assez bien à notre mot françois *madame*. Cette terminaison se trouve dans plusieurs noms de femmes distinguées. Par exemple, dans celui de *Parvadi*, femme àe *Routren* ; il est dès-lors évident que les deux premières syllabes du mot *Sarasvadi*, qui sont proprement le nom tout entier de la femme de *Bruma*, se réduisent à *Sara*, qui est le nom de *Sara*, femme d'Abraham...
> [ভারতীয়রা তাদের ধর্ম নিয়েছে মুসা আর নবিদের গ্রন্থ থেকে তাদের ধর্মগ্রন্থগুলি যেসব কাহিনিতে ভরা তার সবগুলিই চেনা যায় না এরকম ভাবে সত্যকে ঢেকে ফেলে নি...
> যাঁর নাম এব্রাহ্যামের নামের সদৃশ সেই **ব্রুমা** এক নারীর সঙ্গে পরিণয়বদ্ধ হয়েছিলেন যাঁকে ভারতীয়রা সবাই **সারাস্‌বাদি** বলে অভিহিত করে... ভারতীয় ভাষায় **সারাস্‌বাদি** শব্দের শেষ দুটি অক্ষর সম্মানসূচক প্রত্যয়, বস্তুত **বাদি** অনেকটা আমাদের ফরাসি ভাষার **মাদাম**-এর সমতুল্য। এই প্রত্যয় বেশ কিছু বিশিষ্ট মহিলার নামের শেষে দেখা যায়, যেমন. **রুত্রেন**-এর পত্নী **পার্বাদি**-র নামে; এখন যে ব্যাপারটা স্পষ্ট তা হল **সারাস্‌বাদি** শব্দের প্রথম দুটি অক্ষর যা যথার্থভাবে **ব্রুমা**-র স্ত্রীর পুরো নাম তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে **সারা** যা এব্রাহ্যামের স্ত্রী **সারা**-র নাম...*]

---

*১৭০৫ সালে আভ্রঁশ-এর ভূতপূর্ব বিশপকে লেখা কর্ণাটক মিশনের প্রধান পাদ্রি বুশে-র পত্র, উপদেশমূলক তথা কৌতূহলোদ্দীপক পত্রাবলি, খ. ১১, পৃ. ৭, ১৯, নতুন সংস্করণ, ১৭৮১, প্যারিস, জি. জে. মেরিগো ল জ্যোন, (Lettre du père Bouchet, supérieur de mission de Carnate à l'ancien évêque d'Avranches, 1705, Lettres édifiantes et curieuses, T. 11, pp. 7, 19, Nouvelle édition, Paris, J. G. Merigot le jeune, 1781)।

ভারতীয়দের ধর্মাচার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ পাদ্রি বুশে শোনা কিছু গল্পের অস্পষ্ট স্মৃতি থেকে যেসব ভারতীয় দেবতার নামের বিকৃত রূপ উপস্থাপিত করেছেন তাঁদের পরিচয় অনুমান করা যায় **ব্রুমা** হলেন ব্রহ্মা, **সারাস্‌বাদি** সরস্বতী, **. রুত্রেন** (বা ফরাসি উচ্চারণে. রুত্রঁ) হলেন রুদ্র, **পার্বাদি** পার্বতী; **বাদি** মনে হয় বতী শব্দের বিকৃতি।
ভলতের তাঁর 'দার্শনিক অভিধানের' 'এব্রাহ্যাম (আব্রাআম)' নিবন্ধে ভারতীয়রা তথা তাদের ধর্মাচার ইহুদি জাতি তথা তাদের ধর্মাচারের তুলনায় প্রাচীনতর এই যুক্তির. ভিত্তিতে এব্রাহ্যামই ব্রহ্মার অনুকরণ বলে নির্দেশ করেছেন।

৫২. আবে মিনিয়ো (abbé E. Mignot): ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব গবেষণার সংসদ 'আকাদেমি রোইয়াল দেজ্যাস্‌ক্রিপসিয়োঁ জে বেল-লেৎর্'-এর (Académie royale des inscriptions et belles-lettres) সদস্য জেজুইট যাজক আবে মিনিয়ো-র অনুসন্ধানের ক্ষেত্র ছিল ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন। তাঁর এই অনুসন্ধানের ভিত্তি ছিল ভারতে অবস্থানকারী জেজুইট ধর্মপ্রচারকদের বিবরণ এবং দৃষ্টিকোণ ছিল একান্তভাবে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব নির্ধারিত। উপর্যুক্ত সংসদে মিনিয়ো কর্তৃক উপস্থাপিত বিভিন্ন নিবন্ধ রাজকীয় ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হয়।

৫৩. ল জঁতিই (গিয়োম-জোজেফ-ইয়াস্যাঁৎ-জঁ-বাতিস্ত ল জঁতিই দ লা গালেজিয়ের Guillaume-Joseph-Hyacinthe-Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière ১৭২৫-১৭৯২): যাজক হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে শেষ পর্যন্ত জ্যোর্তিবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ল্য জঁতিই জ্যোতির্বিদ হন। তিনি প্যারিস মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদ জাক কাসিনি-র (Jacques Cassini বা দ্বিতীয় কাসিনি/Cassini II, ১৬৭৭-১৭৫৬) সহকারী হিসেবে কাজ করার সময় একাধিক নীহারিকার আবিষ্কার করেন। ১৭৬১ সালের জুন মাসে শুক্র গ্রহের সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ১৭৬০ সালের মার্চ মাসে ল জঁতিই পন্ডিচেরির উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিন মাস পর তিনি মরিশাস দ্বীপে উপস্থিত হন। তখন ইয়োরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধ চলছে। ভারত মহাসাগরে ব্রিটিশ রণতরী ঘুরে বেড়াচ্ছে। পন্ডিচেরি ব্রিটিশদের দ্বারা অররুদ্ধ। তবু তার মধ্যে ফরাসি যুদ্ধ-জাহাজে ল জঁতিই পন্ডিচেরিতে যাবেন বলে রওনা হলেন। পথে ইতিপূর্বেই পন্ডিচেরির পতন হয়েছে জেনে জাহাজ মরিশাসে ফিরে এল। তিনি দেশে ফেরার বদলে ১৭৬৯ সালে শুক্রের সংক্রমণ দেখবেন বলে স্থির করলেন। তিনি মরিশাসে থেকে মরিশাস ও মাদাগাস্কারের উদ্ভিদ, প্রাণী, ভূতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা থেকে শুক্রের সংক্রমণ দেখবেন স্থির করে ১৭৬৬ সালের মে মাসে ম্যানিলা যাত্রা করলেন। ইস্পানি উপনিবেশ ফিলপিনের ইস্পনি গভর্নরের সন্দেহবশত বিরূপ ব্যবহারের জন্য ল জঁতিই ১৭৬৮ সালে মাকাও হয়ে পন্ডিচেরি যাত্রা করলেন। পন্ডিচেরিতে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপন করলেন। কিন্তু ১৭৬৯ সালের জুন মাসে আকস্মিকভাবে আকাশ মেঘে ঢেকে যাওয়াই তাঁর শুক্রের সংক্রমণ দেখা সম্ভব হল না। হতাশ ল

জঁতিই মরিশাস হয়ে অনেক দুর্ভোগ ভুগে এগারো বছর পর ফ্রান্সে ফিরে যান। পন্ডিচেরিতে থাকার সময় তিনি প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা, অধ্যয়ন করেন এবং ব্রাহ্মণদের গ্রহণের দিনক্ষণ নির্ণয় করার নির্ভুল পদ্ধতিতে চমৎকৃত হন। ১৭৭৯-১৭৮০ সালে দুখণ্ডে ল জঁতিই-র ভারত মহাসাগরে ভ্রমণের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়।

৫৪. জঁ-সিলভ্যাঁ বাইয়ি (Jean-Sylvain Bailly, ১৭৩৬-১৭৯৩): বিজ্ঞানী বাইয়ি ছিলেন জ্যোতির্বিদ। বিজ্ঞান ও গাণিতিক জ্যোতিষ সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে ছিল 'বিজ্ঞানের উদ্ভব সম্পর্কে পত্রাবলি' (Lettres sur l'origine des sciences, ১৭৭৭) এবং ভারতীয় তথা প্রাচ্যদেশীয় গাণিতিক জ্যোতিষের ইতিহাস (Histoire de l'astro nomie indienne et orientale, ১৭৮৭)। উক্ত দুটি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম গ্রন্থটিতে রয়েছে ভারতীয় গাণিতিক জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান বিষয়ে বাইয়িকে লেখা ভলতের-এর তিনটি পত্র। ১৭৮৩ সালে বাইয়ি ফরাসি একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭৮৯ সাল থেকে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। ফরাসি বিপ্লবের শুরুর কয়েক মাস আগে মে মাসে বাইয়ি ফরাসি জাতীয় সভায় প্যারিস-এর জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। জুন মাসে তিনি প্রথমে 'তৃতীয় স্তরের' (Tiers-État) অনভিজাতদের জনপ্রতিনিধি ও পরে জাতীয় সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। বাস্তিই দুর্গ ধ্বংসের পরের ১৫ই জুলাই বাইয়ি প্যারিস-এর মেয়র নির্বাচিত হন। ১৭৯১ সালে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ শুরু হয় এবং তিনি পদত্যাগ করেন। ১৭৯৩ সালে বাইয়িকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ঐ বছরের নভেম্বর মাসে জনসমক্ষে গিয়োতিনে (guillotine) তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়।

৫৫. জেমস্ মিল: ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস, খ. ২, দ্বিতীয় ভাগ – হিন্দুদের সম্পর্কে, নবম অধ্যায় – সাহিত্য, পৃ. ৯৭-৯৮, এইছ. এইচ. উইলসন সম্পাদিত, লন্ডন,জেমস্ ম্যাডেন, ১৮৪০, (James Mill: The History of British India, Vol. II, Book II – Of the Hindus, Chapter IX – Literature,pp. 97-98, edited by H. H. Wilson, London: James Madden, 1840)।

৫৬. পাশ্চাত্যে প্রাচ্য তথা ভারত-বিদ্বেষী, উদগ্র ঔপনিবেশিকতাবাদী খ্যাতনামা ব্যক্তিদের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। তাদের মধ্যে চার্লস গ্র্যান্ট (Charles Grant), টমাস বেবিংটন মেকলে (Thomas Babington Macaulay), উইলিয়াম বেন্টিংক (William Bentinck) থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিয়োডর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt), ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল (Winston Churchil) ইত্যাদি অনেকেরই নাম করা যায়। এঁদেরই ধারাবাহী একজন জেমস্ মিল বিশেষজ্ঞের মতে (Eric Thomas Stokes, !921-1981: The English Utilitarians and India, 1990) জেমস্ মিল-এর বিচারে ভলতের-এর

প্রাচ্য-প্রীতি ছিল 'প্রাচ্য-স্বৈরাচারের প্রতি নিরর্থক আকেগ-প্রবণ শ্রদ্ধা' (a silly sentimental admiration of Oriental despotism)।

৫৭. ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার (Francis Xavier, ফ. ফ্রঁসোয়া জাভিয়ে/François Xavier, ১৫০৬-১৫৫২): ভারতের বেশিরভাগ বড় শহরে 'সন্ত' অভিধাযুক্ত ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর নামে জেজুইট মিশন পরিচালিত স্কুল বা কলেজ রয়েছে, সেসব স্কুল বা কলেজে সন্তানকে ভর্তি করতে পারাটা সামাজিক সম্মানের ব্যাপার। আর খ্রিস্টমণ্ডলী তথা জেজুইট পাদ্রিদের তিনশ বছর ধরে নিরন্তর উচ্চকণ্ঠ প্রচারের ফলে এদেশে সাধারণ মানুষ এমনকী শিক্ষিতদেরও ধারণা হল জেজুইট পাদ্রি ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার ছিলেন ভারতীয়দের একান্ত মঙ্গলকামী ভারতপ্রেমিক। এখানে এই পাদ্রির যথার্থ পরিচয় দেওয়ার অবকাশ আমাদের নেই; তাই এই টীকায় আমরা ভলতের-এর রচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর খুবই সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত করছি।

ইস্পানি বাস্ক জেজুইট খ্রিস্টধর্মপ্রচারক পাদ্রি ফ্রান্সিস্কো দে হাসু বা স্প্যানিশে ফ্রান্সিস্কো দে হাবিয়ের (Francisco de Jassu/Francisco de Javier) প্রাচ্যে খিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ক্যাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক সম্মানিত এবং ১৬২২ সালে সন্ত বলে ঘোষিত হন।

জ্যাভিয়ার উনিশ বছর বয়সে প্যারিসে পড়াশুনা করতে যান। প্যারিসে ছাত্র-অবস্থায় (১৫২৫-১৫৩৬) তাঁর সঙ্গে ইগনেসিয়াস অভ লয়োলা-র পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৫৩৪ সালে ইগনেসিয়াস জ্যাভিয়ার ও আরো পাঁচজন অনুগামীকে নিয়ে 'জিশু সংঘ' ('ভলতের-এর জীবন' অধ্যায়ের টীকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগালের রাজা তৃতীয় জন (পর্তু. জোআঁও/João, ১৫৩২-১৫৫৭, পর্তুগালের রাজা ১৪৮১-১৫৫৭) প্রাচ্যে পর্তুগিজ বাণিজ্যকেন্দ্র আর উপনিবেশগুলিতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইগনেসিয়াস অভ লয়োলা-র জিশু-সংঘের ধর্মপ্রচারক জেজুইটদের পাঠাতে চান। তদনুসারে ১৫৪১ সালে লিসবন থেকে পোপের ধর্মপ্রচারক প্রতিনিধি হিসেবে ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার আরো দুজন জেজুইট সহ যাত্রা করেন। কয়েক মাস আফ্রিকার মোজোম্বিকে কাটিয়ে ১৫৪২ সালের মে মাসে জ্যাভিয়ার গোয়ায় উপস্থিত হন। তিনি কন্যা কুমারিকার কাছে জেলেদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করেন। এর পর তিনি শ্রীলংকা, মালাকা, চিন ও জাপানে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পর্যটন করেন। ১৫৫২ সালে চিনে যাওয়ার সমুদ্রপথে জাহাজে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মরদেহ গোয়ায় নিয়ে আসা হয়। ক্যাথলিক বিশ্বাসীদের ধারণা তাঁর মৃতদেহ অলৌকিক প্রভাবে আজও অবিকৃত অবস্থায় গোয়ার 'বম জেসুস (বাসিলিকা দো বম্ জেসুস/ Basilica do Bom Jesus) গির্জায়' রক্ষিত আছে।

চরিত্রগতভাবে ধর্মান্ধ, অসহিষ্ণু, আত্মম্ভরী ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর 'অন্যের' সম্পর্কে আগ্রহ বা শ্রদ্ধা কোনোটাই ছিল না; ভারতে পৌঁছানোর এক বছর পর ১৫৪৩ সালের ২৩-এ মে রোমে জিশু সংঘের প্রধান ইগনেসিয়াস অব লয়োলাকে লেখা একটি চিঠিতে জ্যাভিয়ার 'অবিশ্বাসী' বিধর্মী ভারতীয়দের সম্পর্কে মন্তব্য করেন :

অবিশ্বাসীদের মিনতি ঈশ্বরের কাছে ঘৃণ্য বলে বিবেচিত, কেননা অখ্রিস্টান জাতিদের

দেবতারা সবাই শয়তান (les supplications des infidèles sont en horreur aux yeux de Dieu, parce que *les dieux des nations tous des démons…)**।

এ জাতীয় বেশ কিছু চিঠিতে অখ্রিস্টান 'অন্য' ভারতীয়দের রীতিনীতি, ধর্মবিশ্বাস, জাতীয় চরিত্র সব কিছুর প্রতি তাঁর ঘৃণা মিশ্রিত বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে। তার ওপর ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে না পারার ঘটনা তাঁর অহমিকে আহত করে, প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ক্ষোভে জ্যাভিয়ার চরম ভারত-বিদ্বেষীতে পরিণত হন। ১৫৪৩ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর রোমে জিশুসংঘের সদর দপ্তরে লেখা চিঠিতে তিনি লিখছেন:

ভারতীয়রা নিজেরা কালো বলে তাদের নিজেদের রঙটাকে সব চেয়ে ভালো বলে মনে করে, তাদের ধারণা তাদের দেবতারা কালো। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে তাদের দেবমূর্তিগুলির বেশির ভাগ যতখনি কালো হওয়া সম্ভব ততখানি কালো, আর তার ওপর ঐ মূর্তিগুলোর গায়ে এমন তেল মালিশ করা হয় যে সেগুলি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে, এবং মূর্তিগুলো দেখতে যতটা কুৎসিত আর বিভৎস ততটাই নোংরা বলে বোধ হয়।

(...Indians being black themselves, consider their own colour the best, they believe that their gods are black. On this account the great majority of their idols are as black as black can be, and moreover are generally so rubbed over with oil as to smell detestably, and seem to be as dirty as they are ugly and horrible to look at.)**।

১৫৪৬ সালের ১৬ই মে পর্তুগালের রাজাকে লেখা চিঠিতে*** জ্যাভিয়ার গোয়ায় খ্রিস্টধর্মীয়

---

*লেওঁ পাজেস্: সন্ত ফ্রান্সিস-জ্যাভিয়ার-এব পত্রাবলি, খ.১, পৃ.৬১ প্যারিস, মাদাম পুসিয়েল্গ্-র‍্যুসঁ, ১৮৫৫। (Léon Pagès: Lettres de Saint François-Xavier, Tome I, p. 61, Paris, M^me^ Poussielgue-Russand, 1855)। জ্যাভিয়ার-এর উক্তির দ্বিতীয় অংশ আসলে বাইবেলের 'পুরাতন বিধানের' 'প্রার্থনা সংগীত' (৯৫.৫) থেকে উদ্ধৃত। মূল চিঠিতে তা ক্যাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলী কর্তৃক প্রামাণিক বলে স্বীকৃত ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত ভালগেট/ভুলগাৎ সংস্করণ থেকে গৃহীতজ্ঞ *quoniam omnes dii gentium daemoniaø*।

**হেনরি জেমস্ কোলরিজ: সন্ত ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর জীবন ও পত্রাবলি, খ.১, পৃ. ১৬০, লন্ডন, ১৯৭২, বার্ন অ্যান্ড গেট্স্ (Henry James Coleridge: The Life and Letters of St. Francis Xavier, Vol.I, p.160, London, 1872, Burn and Gates)।

**পে.-এল. জোস-মারি ক্রস: সন্ত ফ্রঁসোয়া দ জাভিয়ে, তাঁর জীবন ও পত্রাবলি, খ.২, পৃ.৫০৮, (P.-L.Jos.-Marie Cros; Saint-François de Xavier sa vie et ses lettres, Vol. II, p.508, 1900, Toulouse, Édouard Privat, Paris, Victor Retau)।

কুখ্যাত বিচার-পরিষদ বা ইনকুইজিশন্ (Inquisition — 'আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি' উপন্যাসের টীকা ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) পাঠানোর জন্য রাজার কাছে আবেদন জানান। এছাড়া পর্তুগিজ ভারতে রাজকর্মচারীদের চাকরির স্থয়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করবে উক্ত রাজকর্মচারী কতজন অখ্রিস্টান ভারতীয়কে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে (অন্যভাবে বলা যায় কতজন ভারতীয়কে বলপূর্বক খ্রিস্টধর্মান্তরিত করতে) পেরেছে তার ওপর, এই কানুন বিধিবদ্ধ করার জন্য তিনি রাজার কাছে অর্জি করেন (২০-এ জানুয়ারি ১৫৪৮*)। ১৫৪৯ সালের ১৪ই জানুয়ারি ইগনেসিয়াস লয়োলাকে এক পত্রে জ্যাভিয়ার ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর চূড়ান্ত অসহিষ্ণু বিদ্বেষের প্রকাশ করেন:

> যতটা আমি দেখতে পেয়েছি তদনুসারে পুরো ভারতীয় জাতিটাই নিতান্ত বর্বর; তাদের নিজস্ব রীতিনীতি ও আচারের সঙ্গে খাপ খায় না এমন কোনো কথাই তারা শুনতে চায় না আর তাদের ঐ রীতিনীতি আর আচার আমার মতে বর্বরতার নিদর্শন। ... বেশির ভাগ ভারতীয়ই পাপকর্মা এবং পুণ্যের বিরোধী। তাদের অস্থিরতা, চপলতা এবং চিত্তচাঞ্চল্য অবিশ্বাস্য; পাপ এবং প্রতারণার অভ্যাস তাদের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল যে তাদের কোনো সততা নেই বললেই চলে।
>
> (...the whole race of the Indians, as far as I have been able to see, is very barbarous; and it does not like to listen to anything that is not agreeable to its own manners and customs, which, as I say, are barbarous... Most of the Indians are of vicious disposition, and are averse to virtue. Their instability, levity, and inconstancy of mind are incredible; they have hardly any honesty, so inveterate are their habits of sin and cheating.)**।

বস্তুত ভারত ও ভারতীয়দের (বা/এবং প্রাচ্য ও প্রাচ্যবাসীদের) সম্পর্কে বিভিন্ন চিঠিতে অপমানজনক 'বর্বর' বিশেষণের পুনরাবৃত্তি করেছেন***। তাঁর জীবনীকারদের একজন আরেক জেজুইট পাদ্রি হেনরি জেমস্ কোলরিজ ভারতীয়দের সম্পর্কে জ্যাভিয়ার- এর

*হেনরি জেমস্ কোলরিজ: সন্ত ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর জীবন ও পত্রাবলি, খ.২, পৃ. ১০, লন্ডন, ১৯৭২, বার্ন অ্যান্ড গেট্স্ (Henry James Coleridge: The Life and Letters of St. Francis Xavier, Vol. II, p. 10, London, 1872, Burn and Gates.)।

**ঐ, খ.২, পৃ. ৬৭, লন্ডন, ১৯৭২, বার্ন অ্যান্ড গেট্স্ (Henry James Coleridge:The Life and Letters of St. Francis Xavier, Vol. II, p. 67, London, 1872, Burn and Gates.)।

***ঐ, খ.১, পৃ. ১৬২, ২৫৪, ৩৬৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৬ খ.২, পৃ. ১৭, ৬৭, ৮৪, ২৩৭, ২৪৩, ৪৭২, ৪৯৭ (*Ibid,* .II, pp.17, 84, 237, 243, 472 , 497)।

মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন:

> ...To him the Indians were a soft, vicious, ignorant, barbarous race, with little mind and no strength of character. If we can imagine a barbarous and hideous Corinth, India was like such a Corinth to Francis when he (Francis Xavier) went there to do the work of St. Paul.
>
> (...তাঁর ধারণায় ভারতীয়রা হল দুর্বল-চিত্ত, অসৎ, জ্ঞানহীন, বর্বর একটা জাতি। তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা খুবই সামান্য আর চরিত্রের কোনো দৃঢ়তা নেই। আমরা যদি বর্বর আর কদাকার কোনো করিন্থের কল্পনা করতে পারি তাহলে বলা যায়, ফ্রান্সিস যখন সন্ত পলের কাজ করার জন্য ভারতে গিয়েছিলেন তখন ফ্রান্সিসের কাছে ভারত ঐ করিন্থের মতোই মনে হয়েছিল।*)

তবে যা আমাদের বিস্মিত করে তা হল খ্রিস্টমণ্ডলী তথা পাশ্চাত্যের প্রচারযন্ত্র এই ধর্মান্ধ, ভারত-বিদ্বেষী পাদ্রিকে মহান 'ভারত-প্রেমিক' 'সন্ততে' পরিণত করেছে। আর দুঃখের কথা এই অবিরত প্রচারের প্রভাবে বেশিরভাগ শিক্ষিত ভারতীয়ও মিথ্যাকে অবিসংবাদী সত্য বলে মেনে নিয়েছে।

৫৮. অ্যারিয়ান (Arrian গ্রি. আরিয়ানস/Αρριανός, আনু. ৮৬ সা. অ.-১৪৬ সা. অ.-এর পরে): গ্রিক ঐতিহাসিক অ্যারিয়ান-এর রোমান নাগরিক হিসেবে ল্যাটিন নাম ছিল লুসিয়ানুস ফ্লাভিয়ুস আরিয়ানুস (Lucianus Flavius Arrianus)। ভারত সম্বন্ধে অ্যারিয়ান-এর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'ইন্দিকা' (Indica)। এই বইয়ের বিষয় হল আলেকজান্ডার-এর অভিযানের পর তাঁর নৌসেনাপতি নেয়ার্কুস-এর ভারত থেকে পারস্যের শুশ বা সুসা বন্দরে প্রত্যাবর্তনের বিবরণ। এছাড়া অ্যারিয়ান-এর আরেকটি বিখ্যাত রচনা হল সা.-পূ. চতুর্থ শতাব্দীর গ্রিক ঐতিহাসিক জেনোফোন-এর (Xenophon, গ্রি. Ξενοφῶν /ক্সেনোফোন) অনুপ্রেরণা তথা অনুসরণ-অনুকরণে লেখা আলেকজান্ডার-এর অভিযানের বিবরণ (Anabasis Alexandri)।

---

*হেনরি জেমস্ কোলরিজ: সন্ত ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর জীবন ও পত্রাবলি, খ.২, পৃ. ৩০৪, লন্ডন, ১৯৭২, বার্ন অ্যান্ড গেট্স্ (Henry James Coleridge: The Life and Letters of St. Francis Xavier, Vol. II, p. 304, London, 1872, Burn and Gates.)।

৫৯. **আবে ক্লোদ-মারি গিয়োঁ (abbé Claude-Marie Guyon, ১৬৯১-১৭৭১):** ভলতের-এর সমসাময়িক এই ফরাসি ঐতিহাসিকের গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হল তিন খণ্ডে 'প্রাচীন ও আধুনিক প্রাচ্যের ভারতবর্ষের ইতিহাস' (Histoire des Indes Orientales, anciennes et modernes, Paris, 1744, 3 vol.)। বিভিন্ন অনির্ভরযোগ্য সূত্র এবং ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ভুলভ্রান্তি আর আজগুবি সব বিবরণে ভরা এই ইতিহাস প্রায়শই হাস্যকর।

৬০. জন জেফানিয়া হলওয়েল: বঙ্গীয় প্রদেশ ও হিন্দুস্তানের সঙ্গে সম্পর্কিত আকর্ষণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলি, টি. বেকেট অ্যান্ড পি. এ. হোন্ড্ট্, লন্ডন, ১৭৬৫, খ.১. পৃ. জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবনা, পৃ. ৫-৬ (John Zephania Holwell: Intersting Historical Events Related to the Provinces of Bengal and the Empire of Indostan, T. Becket and P. A. Hondt, London, 1765, Vol: I, To the Public: Preliminary Discourse, pp. 5-6.) ।

৬১. **সিনা:** 'সিনা বা অগাস্ট-এর ক্ষমা' (Cinna ou la Clémence d'Auguste) সপ্তদশ শতকের ফরাসি নাট্যকার পিয়ের কর্নেই-এর (Pierre Corneille টীকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) বিখ্যাত ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটক। রোমের প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত এই ট্র্যাজেডি পিয়ের কর্নেই-এর অত্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে স্বীকৃত। এই নাটক ১৬৩৯ সালে প্রথম অভিনীত হয় এবং ১৬৪৩ সালে তা মুদ্রিত হয়।

৬২. **আতালি:** বাইবেলের 'পুরাতন বিধানের' রানি আথালাইয়া-র (Athaliah ফ. আতালি/ Athalie) কাহিনি অবলম্বনে সপ্তদশ শতকের ফরাসি নাট্যকার জঁ রাসিন-এর (Jean Racine, টীকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নাটক। ভলতের-এর প্রিয় হলেও এই ধর্মীয় নাটক রাসিন-এর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম বলে গণ্য হয় না।

৬৩. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, অধ্যায় ১৪২, জাপান সম্পর্কে, র. স., খ. ১২, পৃ. ৩৬৬ (Essai sur les mœurs et l'esprit des

nations; Chapitre CXLII, Du Japon, O. C. T.12, p.366)।

৬৪. ঐ, অধ্যায় ৩, ভারতবর্ষ সম্পর্কে, র. স., খ. ১১, পৃ. ১৮৬ (*ibid*., Chapitre III, Des Indes..O. C,, T. 11; p. 186)।

৬৫. ঐ, ভূমিকা, অধ্যায় ১৭, ভারত সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ.৪৯ (*ibid,* Introduction: Chapitre XVII., De l'Inde., O. C,, T. 11 p. 49)।

৬৬. ঐ, অধ্যায় ৪, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুব-বেদম সম্পর্কে, র. স., খ. ১১, পৃ.১৯০ (*ibid.,* Chapitre IV., Des Brachmanes, du Veidam et de l'Ézour-Veidam, O. C,,T. 11, p.190)।

৬৭. ঐ, অধ্যায় ১৪৩, গঙ্গার এপাশে আর ওপাশে ভারত সম্পর্কে, বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ ও তাদের আচার সম্পর্কে, র.স., খ.১২, পৃ.৩৭৩ (Chap. CXLIII. — De l'Inde en deçà et delà le Gange. Des espèces d'hommes différentes, et de leurs coutumes. O. C,, T.12, ,p.373)।

৬৮. ঐ, অধ্যায় ৪, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুর-বেদম সম্পর্কে র.স., খ. ১১, পৃ. ১৯০ (*ibid.,* Chapitre IV. - Des Brachmanes, du Veidam et de l'Ézour-Veidam, O. C. T. 11, p.190)।

৬৯. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, শার্লমাইন থেকে আমাদের সময় পর্যন্ত, নতুন সংস্করণ, ১৭৬১, খ.১, মুখবন্ধ, পৃ. ২-৩ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, depuis Charlemagne jusqu'à nos jours, nouvelle édition, 1761, T.I, Avant-propos, pp.2-3)।

৭০. পিথাগোরাস **(Pythagoras,** গ্রি.পিথাগোরাস/**Πυθαγόρας,** ফ. পিতাগোর/**Pythagore, সা.পূ. ষষ্ঠ শতাব্দী):** প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে গ্রিক

অঙ্কশাস্ত্রাবিদ ও দার্শনিক পিথাগোরাসের জন্ম ইজিয়ান সাগরে এশিয়া মাইনর-এর নিকটবর্তী সামস (Samos) দ্বীপে। তাঁর বাবা ছিলেন ফিনিসীয় বন্দর-দ্বীপ টাইয়ার (Tyre) থেকে সামসে আগত এক বণিক আর মা সামসবাসিনী গ্রিক মহিলা। বাবার সঙ্গে শৈশবে তিনি টাইয়ারে যান এবং সেখানে ক্যাল্ডীয় ও সিরীয় জ্ঞানীদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। যৌবনে তিনি তিনজন গ্রিক দার্শনিকের কাছে বিদ্যাচর্চা করেন। ৫৩৫ সা.-পূ. অব্দ নাগাদ পিথাগোরাস মিশরে যান। সেখানে তিনি পুরোহিতদের কাছ থেকে তাঁদের বহু গুপ্ত বিদ্যার অধিকার লাভ করেন। এখানে তিনি জ্যামিতিশাস্ত্রের চর্চা করেন। সা.-পূ. ৫২৫ অব্দে পারস্যের সম্রাট মিশর অধিকার করলে পিথাগোরাস যুদ্ধবন্দী হিসেবে বেবিলনে প্রেরিত হন। বেবিলনে অবস্থানকালে তিনি বেবিলনের জ্ঞানীদের কাছ থেকে তাঁদের গুহ্য ধর্মীয় আচার ও উপাসনার দীক্ষা লাভ করেন। এছাড়া তিনি বেবিলনে চর্চিত অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা ও সঙ্গীতে জ্ঞানার্জন করেন। অনেকের মতে বেবিলন থেকে পিথাগোরাস পারস্য হয়ে ভারতে আসেন। এখানে তিনি হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের ধ্যান-ধারণা তথা ভারতীয় দর্শন ও জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচিত হন। যাঁরা মনে করেন পিথাগোরাস ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মতে পিথাগোরীয় প্রস্থানের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের সূত্র ভারত। এর পর পিথাগোরাস সামসে ফিরে যান। সামস থেকে তিনি আবার ক্রিট (Crete, গ্রি. ক্রিতি, ফ. ক্রেৎ/Crète) দ্বীপের রীতিনীতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য ক্রিটে যান। ক্রিট থেকে সামসে ফিরে তিনি 'অর্ধবৃত্ত' নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষার প্রতি সামসবাসীদের বিরূপতার কারণে পিথাগোরাস সামস ত্যাগ করে দক্ষিণ ইতালির গ্রিক উপনিবেশ ক্রতন (Crotone) শহরে তাঁর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখানেও পিথাগোরাসের বিরোধী দল গড়ে ওঠে। বিরোধীরা তাঁর শিক্ষাকেন্দ্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন বেশ কিছু শিষ্যের সঙ্গে পিথাগোরাস ঐ আগুনে পুড়ে মরেন, আবার অনেকের মতে তিনি ক্রতন থেকে পালিয়ে প্রথমে ট্যারেন্টাম (তারেন্তম/Tarentum) শহরে আর তারপর সেখান থেকে মেটাপন্টাম (মেতাপোন্তম/Metapontum) শহরে গিয়ে আশ্রয় নেন। এখানে তিনি উপবাস করে মৃত্যু বরণ করেন।

পিথাগোরাস-এর বেশিরভাগ রচনা হারিয়ে গেছে। জ্যামিতি ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁর নামে প্রচলিত বিভিন্ন আবিষ্কার, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, পিথাগোরাস সারণি, দশমিক পদ্ধতি পরবর্তীকালের বিভিন্ন রচয়িতা দ্বারা ব্যাখাত হয়েছে — যাঁর মধ্যে অন্যতম হলেন ইউক্লিড (Euclide, গ্রি. এফক্লিদিস)। এছাড়া জন্মান্তর-বিশ্বাসী, নিরামিষাশী, প্রতীক-নির্ভর গুহ্যাচার সংবলিত ধর্মসাধনা ইত্যাদি পিথাগোরীয় প্রস্থানের প্রবর্তক

ছিলেন এই গ্রিক দার্শনিক।

৭১. বিশ্বজনীন ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার, শার্লমাইন থেকে পঞ্চম চার্লস পর্যন্ত;দ্য হেগ ও বার্লিন, জঁ নেওল্‌ম্‌, ১৭৫৪, খ. ১, ভারতবর্ষ, পারস্য, আরব দেশ ও মুসলমানধর্ম সম্পর্কে, পৃ. ২৯ (Abrégé .de l'histoire universelle depuis Charlemagne jusques à.Charlequint, La Haye & Berlin,, Jean Neaulme,1754, T. I, Des Indes, de la Perse, de l'Arabie et du Mahométisme, p. 29)।

৭২. ঐ, পৃ. ৩০ (*ibid.,* p. 30)।

৭৩. **গঙ্গাহৃদ:** মেগাস্থিনিস (Megasthenes) এবং তাঁর পরবর্তী গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিক তথা ভূগোলবিদ্‌রা গঙ্গানদীর মোহানার কাছাকাছি অঞ্চলের অধিবাসীদের গাঙ্গারিদে/Gangaridai অথবা তার রূপান্তর গাঙ্গারিতে/Gangaritai, গাঙ্গা-গাঙ্গরিদুম/Gangaridum অথবা গাঙ্গারিদেস্‌/Gangarides (ইং. গাঙ্গা রিডস্‌/Gangarides, ফ. গঁগারিদ/Gangarides) বলে অভিহিত করত। গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমি-র বিবরণ অনুযায়ী গঙ্গারিদি সমুদ্রের নিকটবর্তী উপকূল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ। অনেকে গঙ্গারিদ শব্দটির মূল সংস্কৃত 'গঙ্গাহৃদ' বলে মনে করেন। এই ধারণার অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি' আমরাও তদনুসারে 'গঙ্গাহৃদ' শব্দটি ব্যবহার করেছি।

৭৪. একজন তুর্কির পত্র, র. স., খ. ২১, পৃ. ১০১ (Lettre d'un Turc, O. C,, T. 21 p. 101)।

৭৫. ঐ, র. স., খ. ২১, পৃ. ১০১ (*ibid.,* O. C,, T. 21 p. 101)।

৭৬. ঐ, র. স., খ. ২১, পৃ. ১০১ (*ibid.,* O. C,, T. 21 p. 101)।

৭৭. ঐ, র. স., খ. ২১, পৃ. ১০১ (*ibid.,*O. C,, T. 21 p.101)।

৭৮. এক সৎ ব্রাহ্মণের কাহিনি, র. স., খ. ২১, পৃ. ২০২ (Histoire d'un bon bramin, O.C,, T. 21 p. 202)।

৭৯. দার্শনিক অভিধান [বিশ্বকোষ সম্পর্কে প্রশ্ন], ব্রাহ্মণ, র. স., খ. ১৮, পৃ.৩৫ (Dictoinnaire philosophique, [Questions sur l'Encyclopédie, troisième partie, 1770] Brachmanes, Brames, O. C., T. 18, p.35..)।

৮০. জাতিসমূহের মানসকিতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, অধ্যায় ৪, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুর-বেদম সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ.১৯২ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations; Chapitre IV, Des Brachmanes, du Veidam, de l'ézour-Veidam, O.C., T. 11, p.192)।

৮০. **আলবুকের্কি বা আলবুকের্ক (Alfonso de Albuquerque, পর্তু. Afonso de Albuquerque, ১৪৫৩-১৫১৫):** ভারত তথা দক্ষিণ এশিয়ায় পর্তুগিজ অধিকার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে আলফোনসো দে আলবুকের্কি-র নাম জড়িয়ে রয়েছে। এই পতুর্গিজ নৌসেনাপতি ও ঔপনিবেশকের জন্ম অভিজাত পরিবারে। অল্প বয়সে তিনি রাজসভায় স্থান পান ও পর্তুগালের রাজা পঞ্চম আলফোনসো-র (Alfonso V, ১৪৩২-১৪৮১, পর্তুগালের রাজ্য ১৪৩৮-১৪৮১) পার্শ্বচর নিযুক্ত হন। আলফোনসো-র মৃত্যুর পর আলবুকের্কি কিছুকাল পর্তুগিজ রাজকর্মচারী হিসেবে আফ্রিকায় থাকেন। আফ্রিকা থেকে পর্তুগালে ফিরে এসে তিনি রাজা দ্বিতীয় জন-এর (John II, পর্তু. João II, ১৪৫৫ - ১৪৯৫, পর্তুগালের রাজ্য ১৪৮১-১৪৯৫) প্রধান অশ্বাধ্যক্ষ (estribeiroz-mor) নিযুক্ত হন। ১৪৮৭ সালে পর্তুর্গিজ পর্যটক পেরো বা পেদ্রো দা কোভিলআঁও Pero/Pedro da Covilhão (আনু. ১৪৫০-আনু. ১৫২৪) দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমে মালাবার উপকূলে কালিকটে (কোঝিকোডে) পদার্পণ করেন। এরপর প্রথম মানুয়েল-এর (Manuel I, ১৪৬৯-১৫২৪, পর্তুগালের রাজ্য ১৪৯৫-১৫২১) রাজত্বকালে ১৪৯৮ সালে ভাস্কো দা গামা (Vasco da Gama, আনু. ১৪৬৯-১৫২৪) পর্তুগাল থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে

সমুদ্রপথে কালিকটে উপস্থিত হন। ভাস্কো দা গামা-র আগমনের পর থেকে পর্তুগিজদের লক্ষ্য হয় ভারতের পশ্চিম উপকূলে ঔপনিবেশিক বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন। ১৫০৩ সালে আলবুকের্ক প্রথম প্রাচ্য- অভিযানে যাত্রা করে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে পৌঁছান। তিনি কোচিনে পর্তুগিজ দুর্গ তৈরি করার অনুমতি লাভ করেন। ১৫০৪ সালে তিনি পর্তুগালে ফিরে আসেন এবং (Tristão da Cunha, আনু. ১৪৬০-আনু. ১৫৪০) ১৫০৬ সালে ত্রিস্তাঁও দা কুনআঁ-র (Tristâo da Cunha, আনু. ১৪৬০ - ১৫৪০ আনু.) অধীনে আবার প্রাচ্য-অভিযানে যাত্রা করেন্ন উদ্দেশ্য লো হিত সাগর ও আরব সাগরে আরবদের আধিপত্য ধ্বংস করে দূর প্রাচ্যের সঙ্গে ইয়োরোপের বা ণিজ্যে পর্তুগালের একাধিপত্য স্থাপন করা। ১৫০৯ সালে আলবুকের্কি ভারতে (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়) পতুর্গিজ গভর্নর নিযুক্ত হন। ভারতে মালাবার উপকূলে বন্দর অধিকার করে বা ণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা সফল না হওয়ায় পর্তুগিজরা ভারতের পশ্চিম উপকূলে আরো উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়। আলবুকের্কি ১৫১০ সালে প্রথমে কালিকট আক্রমণ করেন এবং ফেব্রুয়ারি মাসে আরো উত্তরে গোয়া অধিকার করেন। গোয়া ছিল বিজাপুরের সুলতান ইয়ুসুফ আদিল শাহের অধীন। আদিল শাহ ঐ সময়ে অন্যত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। মে মাসে সুলতান গোয়ায় এসে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন। সুলতান আদিল শাহের আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে তিমোজা নামক এক বিশ্বাসঘাতক হিন্দু সেনানায়কের সহায়তায় আলবুকের্কি নভেম্বর মাসে গোয়া অধিকার করেন। পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ হিসেবে আলবুকের্কি গোয়ার তাবৎ মুসলমান অধিবাসীকে হত্যা করেন। ১৫১১ সালে আলবুকের্কি (বর্তমানে অংশত মালেশিয়া ও অংশত থাইল্যান্ডের অন্তর্ভুক্ত) মালাকা (Malaka বা Malacca) উপদ্বীপ অধিকার করেন। ১৫১২ সাল থেকে আলবুকের্কি-র জীবনে বিপর্যয় ও পতন শুরু হয়। মালাকা থেকে গোয়ার পথে প্রচণ্ড সমুদ্রঝড়ে তাঁর লুঠ করে সঞ্চিত বিপুল সম্পদ সহ 'ফ্লোর দে মার' (Flor de Mar) জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। তিনি নিজে কোনো রকমে রক্ষা পান। এর পর ১৫১৩ সালে আলবুকের্কি লোহিত সাগরের মুখে এডেন (Aden) বন্দর দখল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ১৫১৫ সালে তিনি পারসিক উপসাগরে 'অরমুজ' (Ormuz) দ্বীপ অধিকার করেন। ইতিমধ্যে পর্তুগালের রাজসভায় আলবুকের্কি-র শত্রুদের ষড়যন্ত্রে রাজা মানোয়েল আলবুকের্কিকে পদচ্যুত করে তাঁর বিরোধী এক সেনাধ্যক্ষকে তাঁর পদ গ্রহণ করতে পাঠান। অরমুজ থেকে ভারতে ফেরার সময় গোয়া বন্দরের প্রবেশ পথে তাঁকে এই খবর জানানো হয়। ভগ্নহৃদয় আলবুকের্কি জাহাজেই মারা যান।

পর্তুগিজ ইতিহাস পর্তুগিজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আলবুকের্ককে 'পতুগিজ যুদ্ধদেবতা' (মার্স/Mars) আখ্যা দিয়ে তাঁকে 'মহান' উপাধি প্রদান করেছে। আর ধর্মান্ধ এবং বিবেকহীন এই পর্তুগিজ নাবিক যেখানে প্রবেশ করেছেন সেখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেছেন, অখ্রিস্টানদের বলপূর্বক খ্রিস্টধর্মান্তরিত করেছেন। বলা হয় আলবুকের্কি-র সঙ্গে থাকত ক্রশ এবং অবিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারার খুঁটি — বিজিতকে হয় আলবুকের্কি-র সঙ্গে থাকত ক্রশ এবং অবিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারার খুঁটি — বিজিতকে এ দুয়ের কোনো একটি বেছে নিতে হত।

'আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি' (Les Lettres d'Amabed, etc.) উপন্যাসে ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শাস্তাসিদ-এর জবানিতে আলবুকের্কি সম্পর্কে ভলতের তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছেন:

> Je sais trop quel est cet Albuquerque... C'est un des plus illustres brigands qui aient désolé la terre. Il s'est emparé de Goa contre la foi publique. Il a noyé dans leur sang des hommes justes et paisibles.
>
> [...ঐ আলবুকের্কি যে কী তা আমি একান্তভাবে জানি। ও হল পৃথিবীকে ছারখার করা সবচেয়ে কুখ্যাত দস্যুদের একজন। জনসাধারণের বিশ্বাসকে পদদলিত করে সে গোয়া অধিকার করেছে। ন্যায়পরায়ণ আর শান্তিপ্রিয় মানুষকে তাদের রক্তে ডুবিয়ে ও হত্যা করেছে *]।

৮২. থান কাপড়: বাংলার মস্‌লিনের মতো মালাবার উপকূলের মজবুত থানকাপড় ছিল বিখ্যাত। কালিকট (কোঝিকোড) বন্দরের নাম থেকে ইয়োরোপে এই কাপড় ক্যালিকো/কালিকো (Calico) নামে পরিচিত হয়।

৮৩. ভারত এবং সেনাধ্যক্ষ লালি প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক রচনা, নিবন্ধ ১, ভারতের বাণিজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ, র. স., খ. ২৯, পৃ. ৮৭-৮৮ (Fragments historiques sur l'Inde, et sur le général Lally, Article I, Tableau historique du commerce de l'Inde, O. C., T 29., pp. 87-88)।

৮৪, লালি তোলঁদাল: ভূমিকার 'ভলতের-এর জীবন' অধ্যায়ের টীকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৮৫. ভারত এবং সেনাধ্যক্ষ লালি প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক রচনা, নিবন্ধ ১, ভারতের বাণিজ্যের ঐতিহাসিক বিবরণ, র. স., খ. ২৯, পৃ.৮৯ (historiques l'Inde et sur legénéral Lally, Article I, Tableau historique du commerce de l'Inde, O. C., T. 29., pp.89)।

৮৬. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ভারতবর্ষ সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ.১৮৫ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations; Chapitre III, Des Indes, O.C., T. 11, p. 185)।

---

*আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি, র. স., খ. ২১, পৃ. ৪৩৭ (Les Lettres d'Amabed, etc., O. C., T. 21, p, 437.)।

৮৭. জঁ-সিলভ্যাঁ বাইয়ি: বিজ্ঞান ও এশিয়ার জাতিসমূহের উদ্ভব সম্পর্কে পত্রাবলি লন্ডন, ম. এল্‌মেসেলি, প্যারিস, লে ফ্রের দব্যুর, ১৭৭৭, শ্রীযুক্ত বাইয়িকে লেখা ভলতের-এর দ্বিতীয় পত্র, ১৯ জানুয়ারি ১৭৭৬, পৃ.৫ (Jean-Sylvain Bailly: Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des peuples de l'Asie, Londres, M. Elmesely, Paris, Les Frères Debure, 1777, Seconde Lettre de M. de Voltaire, 19 janvier; 1776, p.5)।

৮৮. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ, অধ্যায ৩, ভারতবর্ষ সম্পর্কে র. স., খ. ১১, পৃ. ১৮৭ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations; Chapitre III, Des Indes, O. C., T. 11, p. 187)।

৮৯. ঐ, ভূমিকা, অধ্যায ১৭, ভারত সম্পর্কে, র. স., খ. ১১, পৃ. ৫০ (*Ibid.,* Introduction:Chapitre XVII. - De l'Inde, O. C.,T. 11, p.50)।

৯০. **বাকুস (Bacchus):** মদ, কৃষি ও প্রকৃতির উর্বরতার গ্রিক দেবতা দিওনিসস (Dionysos)। দিওনিসস-এর অপর নাম বাকস (Bacchos) যার ল্যাটিন রূপান্তর বাকুস। দিওনিসস-এর উপাসনা থ্রাস অঞ্চল থেকে মূল গ্রিসে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রিট ও মিশরীয় আচারের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি গুহ্য তন্ত্রাচারে পরিণত হয়। গ্রিক পুরাবৃত্ত অনুসারে দিওনিসস রাজা কাদমস-এর কন্যা মানবী সেমিলির গর্ভে দেবরাজ জ্যোস-এর পুত্র। ঈর্ষান্বিত দেবী হেরা-র ষড়যন্ত্রে সেমিলি জ্যোস-এর বজ্রের আঘাতে ভস্মীভূত হন। কিন্তু জ্যোস তাঁর গর্ভ থেকে পুত্র দিওনিসসকে রক্ষা করেন। আবার অন্য এক কাহিনি অনুসারে দিওনিসস জ্যোস-এর কন্যা অধলোকের অধীশ্বরী দেবী পের্সোফোনি-র গর্ভে জ্যোস-এর পুত্র। হেরা জ্যোস-এর শত্রু টাইটানদের সাহায্যে শিশু দিওনিসসকে হত্যা করেন। জ্যোস যখন টাইটানদের বিতাড়িত করেন তখন একমাত্র হৃদ্‌পিণ্ড ছাড়া শিশু দিওনিসসের সমস্ত শরীর টাইটানরা খেয়ে ফেলছে। দেবী আথিনা, রেআ অথবা দিমিত্রা ঐ হৃদ্‌পিণ্ড রক্ষা করেন। আর ঐ হৃদ্‌পিণ্ড থেকে দিওনিসসকে পুনরায় সৃষ্টি করে জ্যোস তাকে সেমিলির গর্ভে স্থাপন করেন। এভাবে দিওনিসস হয়ে ওঠেন 'দ্বিজ' বা দিজন্মা। দিওনিসস-এর বহু কাহিনির মধ্যে রয়েছে তাঁর এশিয়া জয়ের বৃত্তান্ত। এই অভিযানের অন্তর্গত হল বেশ কিছু বছর ধরে তাঁর ভারত-বিজয় ও ভারতে অবস্থানের কাহিনি।

৯১. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, ভূমিকা, অধ্যায় ১৭, ভারত সম্পর্কে, র. স., খ.১১, পৃ.৫০ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations,

Introduction: Chapitre XVII. - De l'Inde, O.C.,T. 11, p.50)।

৯২. ঐ, অধ্যায় ৩, ভারতবর্ষ সম্পর্কে, র. স., খ. ১১, পৃ. ১৮৭ (*Ibid*.**,** Chapitre III, Des Indes O.C., T. 11, p187)।

৯৩. ঐ, র.স., খ.১১, পৃ.১৮৩ (*Ibid*.**,** O. C., T. 11, p. 183)।

৯৪. দার্শনিক অভিধান [বিশ্বকোষ সম্পর্কে প্রশ্ন], ব্রাহ্মণ, র. স., খ. ১৮, পৃ. ৩৩ (Dictoinnaire philosophique, [Questions sur l'Encyclopédie], Brachmanes, Brames, O. C., T. 18, p. 33.)।

৯৫. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ; অধ্যায় ৪, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুর-বেদম সম্পর্কে, র. স., খ. ১১, পৃ. ১৯০ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations; Chapitre IV, Des Brachmanes, du Veidam, de l'ézour-Veidam O. C.,T. 11, p. 190.)।

৯৬. ঐ, র. স., খ. ১১, পৃ. ১৯০ (*Ibid*.**,** O. C., T. 11, p.190)।

৯৭.ঐ, র. স., খ. ১১, পৃ. ১৯০ (*Ibid*.**,** O. C., T. 11, p.190)।

৯৮. ঈশ্বর ও মানুষ, অধ্যায ৫, ভারত ও ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে এবং বহুকাল পরে ইহুদি আর তারপর খ্রিস্টানদের দ্বারা অনুকৃত তাদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে, র. স., খ.২৮, পৃ.১৩৭ (Dieu et les hommes; Chaptire V, De l'Inde, des Brachmanes, de leur théologie imitée très-tard par les Juifs et ensuite par les chrétiens, O. C., T. 28, p. 137)।

৯৯. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ; অধ্যায ৪, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুর-বেদম সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ.১৯০ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, Chapitre IV, Des Brachmanes, du Veidam et de l'Ezour-Vedam O. C.,T. 11, p.190)।

১০০. ঐ, র.স., খ.১১, পৃ.১৯১ (*Ibid*.,O.C.,T.11, p. 191)।

১০১. জঁ-ভনঁস বুশে (Jean-Venance Bouchet): জেজুইট খ্রিস্টধর্ম প্রচারক এই ফরাসি পাদ্রি শ্যামদেশে (বর্তমান 'থাইল্যান্ড') প্রেরিত হন। কিন্তু শ্যামদেশ থেকে জেজুইটরা বহিষ্কৃত হওয়ায় তিনি দক্ষিণ ভারতে এসে মাদুরাই মিশনে যোগ দেন। পরে তিনি নতুন কর্ণাটক মিশনের প্রধান নিযুক্ত হন। বুশে তামিল শেখেন ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করেন। তিনি খ্রিস্টধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেশীয় পরিবেশ ও আচার-আচরণের বিবরণ দিয়ে ফ্রান্সে জেজুইট কতৃপক্ষকে দীর্ঘ চিঠি লেখনে। বুশে-র চিঠি আমাদের আলোচনায় ইতিপূর্বে উল্লিখিত জেজুইট মিশনের পাদ্রিদের ভারত সম্পর্কে চিঠির সংকলন 'উপদেশমূলক তথা কৌতুহলোদ্দীপক পত্রাবলির' (Lettres édifiantes et curieuses) অন্তর্গত হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে রক্ষিত ভলতের-এর ব্যক্তিগত গ্রন্থাসংগ্রহে প্যারিস থেকে প্রকাশিত এই পত্রাবলীর চৌত্রিশটি খণ্ডই রয়েছে।

১০২. ইগনেসিয়াস অভ লয়োলা (Ignatius of Loyola, প্রকৃত বাস্ক নাম ইনিগো দে লোইওলা/ Inigo de Loyola, স্প্যা. Ignacio de Loyola, ফ. Ignace de Loyola, ১৪৯১ - ১৫৫৬): বাস্ক ইগনেসিয়াস-এর চোদ্দ বছর বয়সে বাবা-মা মারা যান। ষোলো থেকে তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবন কাটে প্রথমে জীবনের তাবৎ সুখ উপভোগের মত্ততায় এবং তারপর যোদ্ধার গৌরব লাভের উদগ্র প্রয়াসে। আহত এবং শয্যাশায়ী অবস্থায় যিশুখ্রিস্ট ও সন্তদের জীবন-কাহিনি পড়ে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। এরপর মানরেসা, বার্সেলোনা ও রোম হয়ে তিনি জেরুজালেম-এ উপস্থিত হন। জেরুজালেম ত্যাগে বাধ্য হয়ে ইগনেসিয়াস বার্সেলোনায় ফিরে আসেন। এবার তেত্রিশ বছর বয়সে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য তিনি ল্যাটিন শিখতে শুরু করেন। বার্সেলোনা ও সালামানকায় ইগনেসিয়াস ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে কারাবাস করেন। এরপর ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নর জন্য তিনি প্যারিসে যান। এখানে তাঁর সঙ্গে বাস্ক ছাত্র ফ্রান্সিস্কো হাবিয়ের (ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার) ও সাভোয়াবাসী পিয়ের ফাভ্র-এর (Pierre Favre) পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এর পর আরো কয়েকজনের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁরা একমত হন। ১৫৩৪ সালে প্যারিসের মোঁমার্ত্র-এর এক গির্জেয় ইগনেসিয়াস তাঁর ছজন অনুগামী সহ দারিদ্র্য, শুদ্ধতা এবং পোপের আজ্ঞানুসারে খ্রিস্টধর্মপ্রচারের শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথের মাধ্যমে যে সংঘ বা ধর্ম-সম্প্রদায়ের বীজ উপ্ত হয় তাই ১৫৪০ সালে পোপের স্বীকৃতি পেয়ে 'জিশুসংঘের' প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে ('ভলতের-এর জীবন' অধ্যায়ের 'জেজুইট' সম্পর্কিত টীকা ৭, পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১৫৪১ সালে ইগনেসিয়াস এই সংঘের প্রথম 'সর্বাধিনায়ক' নির্বাচিত হন। ১৬২২ সালে ফ্রান্সিস জেভিয়ার ও ইগনেসিয়াস অভ লোইওলা ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী কর্তৃক 'সন্ত' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ইগনেসিয়াস সম্পর্কে 'দার্শনিক অভিধানে' ভলতের লিখেছেন,

> Voulez-vous acquérir un grand nom, être fondateur? soyez complètement fou, mais d'une folie qui convienne à votre

siècle...
En conséquence, y a-t-il jamais eu un homme plus digne des Petites-maisons que saint Ignace...? La tête lui tourne à la lecture de *la Légende dorée,* comme elle tourne depuis à dom Quichotte de la Manche pour avoir lu des romans de chevalerie.
[বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে, প্রতিষ্ঠাতা হতে চাও? একেবারে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাও, অবশ্য ঐ উন্মাদনাটা যেন তোমাদের যুগের উপযোগী হয়। ...
বাস্তবিক পক্ষে, সন্ত ইগনেসিয়াস-এর চেয়ে পাগলা-গারদের জন্য যোগ্য ব্যক্তি কি আর কখনো জন্মেছে...? 'সোনার কাহিনি' নামে সন্তদের গল্প পড়ে তাঁর মাথাটা ঘুরে যায়, এর আগে নাইটদের বীরত্বের উপাখ্যান পড়ার ফলে লা মঁশ-এর ডন কুইকজোট-এর (দন কিহোতে দে লা মান্চা-র) মাথাটা যেমন ঘুরে গিয়েছিল*]।

১০৩. জ্যাভিয়ার-এর... অর্ঘ্য দিতে: ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার-এর মরদেহ গোয়ার 'বম জেসুস' গির্জায় একটি রুপোর শবাধারে রক্ষিত আছে। গোয়ার এই গির্জে তাই ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের তীর্থক্ষেত্র। প্রতি দশ বছর অন্তর রুপোর শবাধার সমাগতদের দেখানোর জন্য ছ সপ্তাহের জন্য একটি বেদীর ওপর তা রাখা হয়। যুক্তিবাদীদের ধারণা ঐ দেহ হয় মমিকৃত অথবা কৃত্রিম, ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী তথা বিশ্বাসীদের মতে ঐ দেহ সন্ত জ্যাভিয়ার-এর অলৌকিক বিভূতির নিদর্শন। যুক্তিবাদী দার্শনিক ভলতের-এর কাছে তাবৎ অলৌকিক ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত লোক ঠকানো বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

১০৪. ভারত এবং সেনাধ্যক্ষ লালি-র প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক রচনা, নিবন্ধ ২৫, ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বীকৃতি ত্রিমূর্তি ও তাদের তথাকথিত মূর্তি-উপাসনা সম্পর্কে, র. স., খ. ২৯, পৃ.১৭৯ (Fragments historiques sur l'Inde, et sur le général Lally; Article XXV, D'une trininité reconnue par les Brames, de leur prétendu idolatrie, O. C., T. 29, p. 179)।

১০৫. দুর্গা: ভলতের ব্যবহৃত দ্রুগা/Drugha অভিধার উৎস পূর্ববর্তী ৪৬ সংখ্যক টীকায় উল্লিখিত হলওয়েল-এর গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যবহৃত অভিধা Drugah। এ প্রসঙ্গে 'আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি' উপন্যাসের টীকা পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

---

* দার্শনিক অভিধান, ইনিয়াস দ লোয়োলা, র. স., খ.১৮, পৃ.৪১৬ (Dictionnaire philosophique, Ignace de Loyola, O. C., T. 18, p. 416)।

১০৬. ঈশ্বর ও মানুষ, অধ্যায ৫, ভারত ও ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে এবং বহুকাল পরে ইহুদি আর তারপর খ্রিস্টানদের দ্বারা অনুকৃত তাদের ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে, র. স., খ. ২৮, পৃ.১৩৮ (Dieu et les hommes, Chaptire V, De l'Inde, des Brachmanes, de leur théologie imitée très-tard par les Juifs et ensuite par les chrétiens, O. C., T. 28, p. 138—¼

১০৭. দার্শনিক অভিধান, আব্রাহাম, র. স., খ.১৭, পৃ. ৩৯ (Dictionnaire philosophique, Abraham, O. C.,T. 17, p.39)।

১০৮. ঈশ্বর ও মানুষ, অধ্যায ৮, জন্মান্তর, সতী হওয়া বিধবারা, ফ্রান্সিস জ্যাভিয়ার ও ভারবুর্তোঁ সম্পর্কে, র. স., খ.২৮, পৃ.১৪৩ (Dieu et les hommes; Chapitre VI, De la métempsycose, des veuves qui se brûlent, de François-Xavier et de Warburton, O. C., T. 28, p. 143.)।

১০৯. দার্শনিক অভিধান (বিশ্বকোষ সম্পর্কে প্রশ্ন, ব্রাহ্মণ, র. স., খ. ১৮, পৃ.৩৩ (Dictionnaire philosophique [Questions sur l'Encyclopédie], Brachmanes, Brames O. C., T. 18, p.33)।

১১০. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ; ভূমিকা, অধ্যায় ১৭, ভারত সম্পর্কে, র.স., খ.১১, পৃ. ৫১ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations; Introduction: Chapitre XVII. — De l'Inde, T. 11, p. p. 51)।

১১১. বেবিলনের রাজকুমারী, অধ্যায়, র. স., খ. ২১, পৃ. ৩৮৪ (La Princesse de Babylone, Chapitre IV, O.C., T. 21, p. 384)।

১১২. দার্শনিক অভিধান (বিশ্বকোষ সম্পর্কে প্রশ্ন), ব্রাহ্মণ, র. স., খ. ১৮, পৃ. ৩৮ (Dictoinnaire philosophique, [Questions sur l'Encyclopédie], Brachmanes, Brames, O. C., T. 18, p. 38.)।

১১৩. জাতিসমূহের মানসিকতা ও রীতিনীতি বিষয়ক নিবন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, ব্রাহ্মণ, বেদ ও এজুর-বেদম সম্পর্কে, র.স., খ. ১১, পৃ. ১৯৪ (Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, Chapitre IV, Des Brachmanes, du Veidam, de l'Ézour-Veidam, O.C.,T. 11, p. 194)।

১১৪. জঁ-সিলভ্যাঁ বাইয়ি: বিজ্ঞান ও এশিয়ার জাতিসমূহের উদ্ভব সম্পর্কে পত্রাবলি লন্ডন, ম. এল্‌মেসেলি, প্যারিস, লে ফ্রের দব্যুর, ১৭৭৭, শ্রীযুক্ত বাইয়িকে লেখা ভলতের-এর প্রথম পত্র, ১৫ই ডিসেম্বর ১৭৭৫, পৃ. ৪ (Jean-Sylvain Bailly: Lettres sur l'origine des sciences et sur celle des peuples de l'Asie, Londres, M. Elmesely, Paris, Les Frères Debure, 1777, Première lettre de M.de Voltaire à M. Bally, 15 décembre 1775, p. 4.)।

১১৫. দার্শনিক অভিধান, আদম, র. স., খ. ১৭, পৃ. ৫৮ (Dictionnaire philosophique; Adam, O. C., T.17, p. 58.)।

১১৬. আমার মামার সমর্থনে, অধ্যায় ১৩, ভারত ও বেদ সম্পর্কে, র. স., খ. ২৬, পৃ. ৩৯১-৩৯২ (Défense de mon oncle, Chapitre XIII, De l'Inde et du Vedam ,O. C., T. 26, pp. 391-392)।

১১৭. এজুর-বেদম্‌ বা বেদের প্রাচীন ভাষ্য, সংস্কৃত (সন্‌স্ক্রেতন্‌) থেকে একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনূদিত, ইভের্‌দোঁ, ম. দ ফেলিস-এর ছাপাখানায় মুদ্রিত, ১৭৭৬, খ.১, অধ্যায় ৩, প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, পৃ.১৯৫ (Ézour-Védam ou Ancien commentaire du Védam, traduit du Samskretan par un Brame, Yverdon, Dans l'imprimerie de M.de Félice, 1778, T.I, Livre I, Chapitre III: De la première création, p. 195)।

১১৮. আমাবেদের পত্র, ইত্যাদি, শাস্তাসিদের উত্তর, র. স., খ.২১, পৃ. ৪৩৭ (Les Lettres d'Amabed, etc., Réponse de Shastasid, O. C., T. 21, p. 437)।

১১৯. ইন্টারনেটের কল্যাণে মার্কিন মুল্লুকের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভারতীয় গবেষকের একটি গবেষণা-নিবন্ধ চোখে পড়ল। নিবন্ধটির নাম La civilisation la plus antique: Voltaire's Images of India, তা প্রকাশিত হয়েছে Journal of World History (Vol. 16, Issue 2, June 2005) পত্রিকায়, রচয়িতা জ্যোতি মোহন (Jyoti Mohan, University of Maryland, College Park,)। আমরা তার থেকে সামান্য উদ্ধৃত করছি,

> This article examines the role of Enlightenment Orientalism in *Voltaire's perspective on India... Voltaire, as a leading*

> *intellectual of his day, seems to have been impressed by the work of Orientalists such as william Jones, Nathaniel Halhed,* and Holwell, and he acquired an extensive library of works relating to India. His interest in India was Fragments sur quelques révolutions dans l'Inde and sur le mort du Comte de Lalli, *which he wrote as a sort of addendum to his work on Annales de l'Empire... Voltaire also made frequent reference to India in his many operas and plays, many of which were set in an Indian context* (ইটালিক্স্-এর ব্যবহার আমাদের).

প্রথমেই বলা দরকার, উইলিয়াম জোনস-এর (William Jones, ১৭৪৬-১৭৯৪) ভারতবিদ্যা-সম্পৃক্ত রচনার সঙ্গে ভলতের-এর পরিচয় থাকা সম্ভব ছিল না। আরবি, ফারসি সহ বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী জোনস ১৭৮৩ সালে প্রথম কলকাতায় আসেন। এখানেই তিনি সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন এবং ১৭৮৪ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই এশিয়াটিক সোসাইটিতে জোনস তাঁর সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে বিখ্যাত নিবন্ধ পাঠ করেন ১৭৮৬ সালে এবং তা প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ সালে। ভলতের মারা যান ১৭৭৮ সালে। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসলি হ্যালহেড-এর (Nathaniel Brassey Halhed, ১৭৫১-১৮৩০) A Code of Gentoo Laws, or, Ordinations of the Pundits, from a Persian Translation, made from the Original, written in the Sanscrit Language প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ সালে অর্থাৎ ভলতের-এর মৃত্যুর দুবছর আগে। ভলতের ইংরেজিতে বইটি দেখেছিলেন বা পড়েছিলেন এমন কোনো নিদর্শন নেই। আলোচ্য নিবন্ধের (দ্বিতীয়) টীকায় গবেষক উল্লেখ করেছেন্ For an exhaustive list of the books in Voltaire's library relating to India, look up D.S. Hawley, "L'Inde de Voltaire", Studies on Voltaire and the 18th century CXX (1774)। উল্লিখিত পুস্তক-তালিকায় হ্যালহেড-এর বইয়ের নাম নেই। বইটির ফরাসি অনুবাদ (Code des loix des Gentoux, ou règlement des Brames, traduit de l'Anglois, d'après les Versions faites de l'original écrit en Langue Samskrete) প্রকাশিত হয় ১৭৭৮ সালে অর্থাৎ ভলতের-এর মৃত্যুর বছর। গবেষক যখন বলেন ভলতের-এর ভারত-ভাবনার সংগঠন প্রসঙ্গে জোনস আর হ্যালহেড-এর কথা বলেন তখন তা আমাদের কাছে অবোধ্য থেকে যায়। এছাড়া গবেষক জানিয়েছেন যে ভলতের-এর Fragments sur quelques révolutions dans l'Inde and sur le mort du comte de Lalli গ্রন্থটি Annales de l'Empire রচনার একটি সংযোজন। Annales de l'Empire-এর বিষয় হল ইয়োরোপের অস্ট্রীয় জার্মান সাম্রাজ্য এবং তার

অন্তর্গত বিভিন্ন সামন্ত রাজ্যের ইতিহাস। আর উক্ত Fragments sur quelques révolutions... গ্রন্থের বিষয় ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ভারতে ভূতপূর্ব ফরাসি গভর্নর ও সেনানায়ক লালি তোলঁদালকে (টীকা পৃষ্ঠা) আইনত কালিমামুক্ত করার উদ্দেশ্যে ভলতের গ্রন্থটির রচনা শুরু করেন। গ্রন্থটি কী করে বা কেন Annles de l'Empire রচনার সংযোজন হতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অতীত। তারপর গবেষক জানিয়েছেন যে তাঁর বহু 'অপেরা' আর 'নাটকে' ভলতের প্রায়শ ভারতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন আর ঐ 'অপেরা' আর 'নাটকের' অনেকগুলির পরিপ্রেক্ষিত হল ভারত। এই বক্তব্যের সমর্থক টীকায় গবেষক যোগ করেছেন্

> For example, Zadig et la Destinée (1747), Lettres d'un Turc sur les fakirs et sur son ami Bababec (1950) Histoire d'un bon bramin (1761), Le blanc et le noir (1764), Aventure indienne traduite par l'ignorant (1766), La Princesse de Babylone (1768), and Le Taureau blanc (1774)।

প্রথমত ভলতের-এর কোনো নাটক বা অপেরায় ভারতের কোনো প্রসঙ্গ আমরা দেখি নি আর গবেষক দৃষ্টান্ত হিসেবে যেসব রচনার উল্লেখ করেছেন তার কোনোটিই অপেরা বা নাটক নয়, উপাখ্যান — গল্প বা উপন্যাস হিসেবে নির্দেশিত (আমাদের বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় 'গল্পকার ভলতের' অধ্যায়ে উপস্থাপিত ভলতের-এর গল্প-উপন্যাসের সম্পূর্ণ তালিকা দ্রষ্টব্য)। বস্তুত সমস্ত গবেষণা প্রবন্ধটি পড়ে বারবার অচিন্তিতপূর্ব বিভিন্ন তত্ত্ব আর তথ্যে চমৎকৃত এবং হতবুদ্ধি হতে হয়।

১২০. অঁকতিল দ্যুপেরোঁ (Abraham-Hyacinthe Anquetil Duperron, ১৭৩১ - ১৮০৫) একদিকে বাইবেল-এর সত্যতা পরীক্ষার অভিপ্রায়ে আর অন্যদিকে প্রাচ্য দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির আকর্ষণে আব্রাহাম-ইয়াস্যাঁৎ অঁকতিল দ্যুপেরোঁ ১৭৫৪ সালে তেইশ বছর বয়সে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈনিকের কাজ নিয়ে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ১৭৫৫ সালে তিনি পন্ডিচেরিতে উপস্থিত হন। পন্ডিচেরিতে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখতে শুরু করেন। ভারতীয়দের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের সন্ধান ও পাঠ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ১৭৫৬ সালে অঁকতিল দ্যুপেরোঁ চন্দননগরে আসেন। ১৭৫৭ সালে পলাসির যুদ্ধে জয়ের পর ইংরেজরা বাংলাদেশে সিরাজ-উদ্-দৌলার মিত্র ফরাসিদের বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্র আক্রমণ করে। অঁকতিল দ্যুপেরোঁ ছিলেন কা শিমবাজারের ফরাসি কুঠিতে। ফরাসি কুঠিয়াল জঁ ল দ লোরিস্তঁ (Jean Law de Lauriston) অঁকতিল দ্যুপেরোঁ সহ ফরাসি সঙ্গীদের নিয়ে কাশিমবাজার ছেড়ে পালিয়ে যান। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে অঁকতিল-দ্যুপেরোঁ সুরাটে উপস্থিত হন। এখানে তিনি পার্সি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং অগ্নি-উপাসকের দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুরাটে অবস্থানাকলে তিনি জরথুশ্ত্রীয় অগ্নিউপাসকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার অনুবাদ করেন (১৭৫৯)। ইয়োরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধের (১৭৫৯)। ইয়োরোপে সপ্তবর্ষের যুদ্ধের (১৭৫৫-১৭৬৩) অনুষঙ্গ হিসেবে

ভারতে ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৬১ ইংরেজদের দ্বারা অররুদ্ধ পন্ডিচেরির পতনের পর অঁকতিল দ্যুপেরোঁ ফ্রান্সে ফিরে যান। ১৭৬২ সালে ভারতে সংগৃহীত একশ আশিটি পুঁথি তিনি রাজকীয় গ্রন্থাগারে দান করেন। ১৭৭১ সালে তাঁর অনুবাদ 'জরথুশ্‌থ্রের রচনা জেন্দ-আবেস্তা' (Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre) প্রকাশিত হয়। সাহিত্য অ্যাকাডেমির (Académie des inscriptions et Belles-lettres) স্মারকপত্রে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৭৭৮ সালে অঁকতিল দ্যুপেরোঁ-র 'প্রাচ্যদেশীয় বিধান' (Législation orientale) ও ১৭৮৬ সালে 'ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে অনুসন্ধান' (Recherches historiques et géographiques de l'Inde) প্রকাশিত হয়, ১৭৮৬ সালে বার হয় চারটি উপনিষদের ফরাসি অনুবাদ এবং ১৮০১-১৮০৪ সালে ঐ উপনিষদগুলির ল্যাটিন অনুবাদ।

ভারতের, বিশেষ করে পার্সি অগ্নি-উপাসক পুরোহিতদের জীবন তাঁকে এতটা প্রভাবিত করে যে ফ্রান্সে ফিরে সারাজীবন তিনি সন্ন্যাসীদের তুলনীয় একান্ত সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন। ফরাসি বিপ্লবকে তিনি সমর্থন করেন। প্রথমে নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস থাকলেও নেপো লিয়ান নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করার পর তাঁর সে বিশ্বাস ভেঙে যায়। সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করে তিনি ফরাসি অ্যাকাডেমি থেকে পদত্যাগ করেন।

১২১. জাদিগ অথবা নিয়তি, পরিচ্ছেদ ১২, সান্ধ্যভোজ, র. স., খ ২১, পৃ. ৬১ (Zadig ou la destinée, Chapitre XII, Le souper, O. C., T. 21, p. 61.)।